অবাক্ !

(উপন্যাস)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

ফাল্গুন—১৩৩১

মূল্য দেড় টাকা
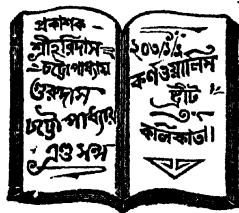
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দেশের উন্নতি-প্রয়াসী

শিক্ষা-তপস্যাব্রতী

তরুণ

দেশ-ভাই ও দেশ-ভগিনীদের

কল্যাণ-কামনায়

সস্নেহে উৎসর্গিত।

বিনয়াবনতা

লেখিকা

—গ্রন্থকর্ত্রী প্রণীত—

=উপন্যাস=

অবাক্ !

(উপন্যাস)

১

ব্যারিষ্টার সাহেবদের বাড়ীর স্কুলকলেজ-ফেরৎ ছেলেরা সেই মাত্র জল খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। আফিস আদালত ফেরতা'রা তখনও বাড়ী পৌছান নাই, সুতরাং অন্তঃপুরের দিকটায় তখন বেশ বৈকালিক-নিশ্চিন্ততা বিরাজ করিতেছিল।

ত্রিতলের হল ঘরের মধ্যে দাঁড়া-আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া, ব্যারিষ্টার সাহেবের ভাইঝি সোফিয়া চুল আঁচ্ড়াইতেছিল। নিকটে একটা চেয়ারে বসিয়া, ব্যারিষ্টার-কন্যা বেগম অর্গান বাজাইতেছিল। দুইজনেই সমবয়সী, ঠিক নয়। বেগমের বয়স,—বছর আঠারো উনিশের মধ্যেই আপাততঃ আছে। সোফিয়া তদপেক্ষা দুচার বছরের বড়।

চুলের উপর চিরুণী চালাইতে চালাইতে সোফিয়া বলিল "বুঝ্লি বেগম, তুই আর সত্যিকার কচি খুকিটি নেই—"

বাজনার উপর দ্রুতবেগে আঙুল চালাইতে চালাইতে বেগম সেইদিকে চোখ রাখিয়া হাসিমুখে উত্তর দিল, "সেটা তো তোমার দিকে চাইলে বেশই বুঝতে পারি,—তারপর ?"

সোফিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল "আর ভাল দেখায় না, এবার বিয়েটা কর।"

হাসি সামলাইবার জন্য দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া, বেগম খুব গম্ভীর হইয়া বলিল "তোমাদের পাঁচজনের বিয়ের পরিণাম-ফল দেখে আমার চোখ এখন জুড়িয়ে গেছে, আর তোমাদের ছেলেপিলেগুলির চীৎকারের কল্যাণে আমার কানে এমন 'তালা' ধরে গেছে যে,—দোহাই সোফি, সত্যি বল্‌ছি, ও সব দিকে চোখ কাণ দেবার শক্তি এখন আমার মোটেই নাই! কিন্তু, ঐ যাঃ! বাজ্‌না ভুল হয়ে যাচ্ছে, একটু থামো ভাই—একটু সবুর আপাততঃ,—"

চোখ বুজিয়া, ঘাড় দুলাইয়া সে তন্ময়ভাবে বাজ্‌নার উপর দুহাতের আঙুলগুলি খেলাইতে লাগিল। সোফিয়া খানিকটা চুপ করিয়া বাজনা শুনিয়া, সহসা বলিয়া উঠিল "সত্যি বেগম, তোর হাত বড় মিঠা!—ওটা কি গান রে ?"

বেগম চোখ বুজিয়া, বাজাইতে বাজাইতে উত্তর দিল "একটা খুব উঁচু ভাবের গান।"—কথাটা বলিয়াই হঠাৎ সে হাসিল। মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া বলিল "আচ্ছা ভাই সোফি, আমি খুব আধ্যাত্মিক-প্যাটার্ণের হয়ে পড়েছি, না ?"

সোফিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল "উঃ! বেজায় বিকট! একেবারে অসহ্য মারাত্মক রকমের!—"

অবাক্

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বেগম বলিল "দেখ্‌ছ তো ভাই,—আমার আশাভরসা আর রাখা মিছে?"

"হাঁ হাঁ, সবুর! বিয়ের জোয়াল কাঁধে পড়্‌লে, ও-আধ্যাত্মিকতা তিনদিনে ছিরকুটে যাবে!"

"সত্যি না কি?—শুন্‌লেও যে ভয় হয়!"

"থাম্-না, ফাজ্‌লামো করিস্ কেন? কি বল্‌ব! আমি যে আধ্যাত্মিক হবার সময় পেলুম না! অল্প বয়সেই সংসারে ঢুকে পড়্‌লুম্,—না হলে দেখ্‌তিস্, আমি আবার এমন চমৎকার প্যাটার্ণের আধ্যাত্মিক হতুম, যে তার জলুসে, তোদের চোখ ঝল্‌সে কপালে উঠে যেত!"

"বল কি! বল কি! শুনে যে আমার আহ্লাদে হার্টফেল কর্‌বার যোগাড় হচ্ছে!—" বেগম মুক্ত-উচ্ছ্বাসে খুব জোরে, বেজায় হাসিতে সুরু দিল!

"ত্যাখ্, তুই বিটকেল্ রকমের ফিলজফার্ হয়ে পড়েছিস্!"

"এই নাও! এত জোরে হাস্‌ছি, তবু বল্‌বে ফিলজফি! নাঃ, দুনীয়াশুদ্ধ মানুষগুলোকে বিয়ে করবার জন্যে পরামর্শ দিতে দিতে, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল দেখ্‌ছি! ত্যাখো বাপু, ছেলেগুলোকে মানুষ কর্‌তে হবে, মা হওয়া অম্নি নয়,—একটু সম্‌ঝে চলো। অমন যা, তা, অবিবেচনার হাতে নিজেকে যথেচ্ছভাবে ছেড়ে দিয়ে বোসো না, ছেলেগুলোও তোমার বুদ্ধি পাবে!"

"উঃ! গোষ্টিশুদ্ধ সকল ছেলের মা'দের ওপর তো খুব তম্বি জানিয়ে বেড়াচ্ছিস, কিন্তু—"

"রোসো, রোসো, গানটা হতে দাও,—" বাজনার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উচ্চে সুর তুলিয়া সে গান সুরু করিল—

অবাক্

“সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত গান !
যখনি গাহিতে চাই, কেবলি থামিয়া যাই
ক্ষোভে মন হয় ম্রিয়মাণ !
জীবনের জটিলতা, অসুন্দর আবিলতা
সহে না যে বুকে দেয়া স্থান !
শান্ত করুণামাখা, উছলিত-স্নেহ ঢাকা
আমি চাই, সুন্দর প্রাণ !
সে প্রাণে সহজ হয়ে যেতে চাই গান গেয়ে
তব সুরে ঢেলে সুর তান।”

সোফিয়া মুগ্ধভাবে দাঁড়াইয়া, একমনে গান শুনিল। তারপর একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল “ছ্যাখ বেগম, তোদের ঐ হেঁয়ালীওলা গানগুলোর মানে আমি বুঝ্‌তে পারি নে বটে, কিন্তু ওগুলোর সুর আমার বেশ ভাল লাগে। গানটা তৈরী করেছে কে রে ?”

“স্রষ্টার খোঁজে দরকার কি ভাই ? তাকে আড়ালে নিরুপদ্রবে থাক্‌তে দাও ; দেখছ তো ছুনীয়াখানার চেহারা ! ছুনীয়াদার চিরদিন আড়ালে রয়ে গেলেন, অথচ তাঁর সৃষ্টিটা মানুষের সামনে বহু বৈচিত্র্যে ক্রম-বিকশিত হয়ে উঠ্‌ছে,—আপনা থেকেই,—”

বাধা দিয়া অসহিষ্ণুভাবে সোফিয়া বলিল “ছ্যাখ বেগম, থাম্ বল্‌ছি ! ফের যদি কথায় কথায় ফিলজফিক্যাল্ থট্‌স্ আমদানী কর্‌বি, তবে তোর মাথা ঠুকে ভেঙে দেব !”

হাসিমুখে বেগম বলিল “ছ্যাখো ভাই, আমার মাথার খুলির হাড়টা

ভয়ানক শক্ত; যত জোরেই তোমরা ওর উপর ঠোকাঠুকির অত্যাচার চালাও, মগজ থেঁতো হবার নয় আমার! দেখ্‌লে তো, কাল জানালা বন্ধ কর্‌তে গিয়ে তোমাদের সামনেই, কত জোরে মাথা ঠুকে গেল! তোমরা সবাই, আহা আহা করে চেঁচিয়ে মেচিয়ে হুতোশে মর্‌বার্ যোগাড় হলে, আমি কিন্তু স্বচ্ছন্দে মাথায় একবার হাত বুলিয়েই গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালুম!"

"তুই হচ্ছিস্ আস্ত পাষণ্ড ক্লাশের লোক! নিজের ওপর কি তোদের দয়ামায়া আছে, তাই দুখ্‌দরদ বুঝবি?—তুই চিরদিনই এক অদ্ভুত সাইজের হয়ে রইলি।"

"কি করব বল? নাচার হয়ে অগত্যা স্বীকার কর্‌তে হচ্ছে, ওইটেই আমার নসীবের ফল। কিন্তু ছাখো বাপু, তোদের সব ক'টাকে যোড়হাত করে বলে রাখ্‌ছি, ছেলেদের মা যখন হয়েছ, তখন ছেলে মানুষ করার ব্যাপারটা যেন বিগড়ে-শিগড়ে সুসম্পন্ন করো না; ছেলেগুলি যাতে ছেলেবেলা থেকে সোজাসোজি মানুষ হবার পথ পায়, তোমরা 'মা-বাবা'র দল সেই দিক্‌টায় দয়ার দৃষ্টি রেখো! একটু বুঝেসুঝে চল্‌তে শেখো।"

আলস্য ভাঙিয়া হাই তুলিয়া সোফিয়া বলিল "আমি অত পারিনে যাঃ! বলে আমাকেই কে 'মানুষ' করে, তার ঠিক নেই,—"

"সত্যি! তোদের ঘোরতর-নাবালকত্ব ঘুচ্‌তে না ঘুচ্‌তেই তোদের হাতে ছেলে মানুষ করবার ভার দেওয়াই যে কতবড় অবিচারের কাজ হচ্ছে, সেটা তোদের হাতে মানুষ করা,—ছেলেদের বুদ্ধিকে যখনি ঠুকে বাজিয়ে নিতে যাই, তখনি বুঝতে পারি! সত্যি সোফি তোরা তো উচ্ছন্নে গেছিস্, তোদের জন্যে দুঃখ করা না হক্ লোকসান! কিন্তু

তোদের ছেলেদের লোকসানের কথা ভেবে ভেবে, আমার সত্যিই দুঃখ হয়!—"

"তাই বুঝি নিজে বিয়ে-থা' না করে, একেবারে ধিঙ্গি-পীর হবার মতলবে আছিস্?"

"ধিঙ্গি হবার মতলবও নাই, পীর হবার দুরভিসন্ধিও নাই। তোমাদের পাচ জনের আশীর্ব্বাদে আপাততঃ একটু ফুরসুৎ পেলে—নিজেকে মানুষ করে গড়ে তুলে বাঁচি! দোহাই সোফি, আমার মত দীনদরিদ্রের ওপর এতটা বিষাক্ত কড়া দৃষ্টি তোরা হানিস নে ভাই। ওতে আমার আত্মাটা শুকিয়ে দম্ আট্‌কে মরবার যো হয়েছে!—"

চুল বাঁধা শেষ করিয়া তোয়ালেতে ঘাড়মুখ রগড়াইয়া পরিষ্কার করিতে করিতে সোফিয়া ফিরিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। চুপ করিয়া কি একটু ভাবিয়া সহসা ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে বলিল "তোদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি! সাধে পুরুষেরা মেয়েদের লেখাপড়ার উপর চটেন্? এই সব অতি সেখিন্ 'রকম-সকমের' জন্যেই তাঁদের পিত্তি জ্বলে যায়!—"

ঈষৎ হাসিয়া বেগম বলিল "পুরুষেরা, অর্থাৎ? তোমার এম-এ, বি-এল-টি তো? সেই জন্যেই তো তাঁর দৃষ্টি-পীড়া উৎপাদনের ভয়ে তাঁর সাম্‌নে বেরুই না! তাতেও তিনি আমার ওপর চটেন?—"

উত্তেজিত হইয়া সোফিয়া বলিল "কেন চট্‌বেন না? খুব করবেন চট্‌বেন, একশোবার চট্‌বেন্! 'থাকে ফাঁড়া উৎরে যাবে' সত্যি কথাই বলছি,—চাচাজী তোকে কলেজে পড়্‌বার স্বাধীনতা দিয়ে ভয়ানক অন্যায় করেছেন! তোর বড় স্বাধীনতা বেড়ে গেছে তাইতো সবাই তোর সম্বন্ধে বলে যে—"

অবাক্

বাধা দিয়া হাসিমুখে বেগম বলিল "কি বলে? যে 'She is good for nothing but the slaughter house?' এই তো? আচ্ছা ভাই, তোমরা মনে কর যে, আমি জবাই হয়েই গেছি! আমি আর ইহ জগতে নেই-ই। এইবার আমার ওপর রাগ-টাগ ছেড়ে দাও!"

"কেন রাগ ছাড়ব? কক্‌খোনো না! তুই যদ্দিন না বিয়ে কর্‌ছিস, তদ্দিন তোর ওপর আমার রাগ থাক্‌বে! কেন তোর যোগ্য পাত্র কি কেউ নাই? তুই কাকে পছন্দ করিস্ বল্-না আমায়! শুনি একবার তার নামটা?—"

বাজনা ছাড়িয়া বেগম সোজা হইয়া বসিল। দুষ্টু কৌতুকের হাস্যদীপ্তি উচ্ছ্বল মুখে সোফিয়ার দিকে চাহিল। টুক্‌টুক্ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল "আমি যাকে পছন্দ করি তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে তো ঠিক্? ত্যাখো: তা হলে আমি আজই বিয়ে কর্‌তে রাজি আছি।"

সাগ্রহে সোফিয়া বলিল "হ্যাঁ হ্যাঁ বল-না তার নামটা শুনি আগে। কে সে?"

"যেই হোক কিন্তু বিয়েটা দেবে তো?"

"বাপ! ধাড়ি বয়েস পর্য্যন্ত বিয়ে না হলে, মেয়েগুলো এম্নিই বেহায়া হয়ে পড়ে! ছিঃ, নিজের বিয়ের সম্বন্ধে আমরা কিন্তু এত মুরুব্বিয়ানা কখনোই কর্‌তে পারি নি!—তোরা হলি কিরে?"

"পৃথিবীটা ক্রমবিকাশের দিকে চল্‌ছে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা একরকম ছিলেন, আমরা আর একরকম হয়েছি। আবার আমাদের পরবর্ত্তীরা আর কি রকম হবেন—তা বেঁচে থাক্‌লে সময়ে দেখ্‌তেই পাবে!"

অবাক্

"ছেঁদো কথা রাখ্। বেগমের মনের-মত বাদশাটী এখন কে ঠিক্ হয়েছে শুনি ?"

"বলি সত্যি সত্যি বিয়েটা দেবে তো ? না পট্টি-মেরে নামটা জেনে নিয়ে,—একলাফে চৌকাঠ ডিঙিয়ে চীৎকার করে চারিদিকে ঢাক পিটুতে স্থরু দেবে ? হ্যাখো বাপু তাহলে আমি কিছু বলতে-কইতে রাজী নাই ;—একেই তো পরকুৎসা-চর্চ্চায় তোমাদের যুগল-মূর্ত্তির যা অসাধারণ দক্ষতা, না অপরিসীম কল্পনা-কুশলতা ! তোমাকে নিজের সঙ্গে নিভৃত-আলাপের স্থযোগ দিতেই ভয় হচ্ছে ! তার ওপর আবার যদি এই অবসরে উচ্ছ্বাসের মাথায় অন্তরঙ্গ-জন মনে করে, তোমার কাছে, মনের কথা প্রাণের কথা বুকের ব্যথা কিছু প্রকাশ করে ফেলি তা হ'লে তো রক্ষেই থাকবে না।"

বেগমের চেয়ার ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া মাত্রাতিরিক্ত ঔৎস্থক্যের সহিত সোফিয়া বলিল "থাম্ না, এত পাকামো করিস্ কেন ? সত্যি সত্যি যেন আমি ওঁর বিশ্বাস-করে বলা কথা, কাউকে বলে দিতে যাচ্ছি ;—তাই অত ভয় ! বল্ না রে, কে সে লোকটা ?—"

বেগম খুব গম্ভীর হইয়া বলিল "হ্যাখো বাপু তোমরা ভবের হাটে দোকান-পাঠ সাজিয়ে বসে, পুরোদমে ব্যবসাদারী স্থরু করে দিয়েছ,—আমার মত অব্যবসায়ী ক্লাশের লোক, তোমাদের স্বভাবতঃই একটু ভয় করে চল্‌তে বাধ্য হয়—"

বাধা দিয়া সোফিয়া অধৈর্য্যভাবে বলিল "হ্যাখ্, ফের যদি চিবিয়ে চিবিয়ে চিপ্‌টেন্ ঝাড়্‌বি, তাহলে তোর ঘাড়ে এবার এক থাবড়া বসাবো ! বল-না লোকটা কে ?"

"বলি, বিয়েটা দেবে তো সত্যি ?—"

অবাক্

একান্ত—সহৃদয়তা জানাইয়া, সোফিয়া খুব মিহি সুরে বলিল "স্তাখ্ ভাই, আমি তো একলা সুধু তোর মুরুব্বি নই। মাথার ওপর আরো বড় দরের মুরুব্বি সবাই আছেন। তবে আমি কসম্ খেয়ে বল্‌ছি, যাকে তোর আন্তরিক পছন্দ, তার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার জন্যে মুরুব্বিদের কাছে আমি প্রাণপণে ঘট্‌কালী কর্‌ব!"

খুব আশ্বস্তভাব প্রকাশ করিয়া বেগম বলিল "স্তাখো, ঠিক পাকা কথা দিচ্ছ তো?"

"আলবৎ!"—বলিয়া সোফিয়া একটু হাসিয়া সন্দিগ্ধভাবে বলিল "কিন্তু কুলেশীলে আমাদের সঙ্গে মিলবে তো?"

বেগম সজোরে বলিল "বটে আর কি! আমার পছন্দ-শক্তিটা এম্নিই কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত যেন! তাই বিয়ে কর্‌বার জন্য পছন্দ করে বস্‌ব যেন তোমার সেই হীরেমন তোতাটার রং'এর বাহার্‌কে! আমি এম্নিই উজ্‌বুক্ আর কি!"

"আচ্ছা আচ্ছা, বল্ সে কে?"

"স্তাখো-জি, 'যাচিয়ে-সাঙা' কর্‌ছ, এর পর আমায় কসুরের দায়ে ফেল্‌লে চল্‌বে না, বুঝলে? রাজি?"

বারে বারে সেই এক কথা! সোফিয়া অত্যন্ত খাপ্পা হইয়া বলিল "স্তাখ, আমার ইচ্ছে করে, তোর ঠোঁট তুখানার ওপর খানিকটা নাইট্রিক এ্যাসিড্ ঢেলে দি,—যেন জন্মের মত ও-তুটো গোল্লায় যায়! বাপ্ বাপ্—কি বক্তার মেয়েই হয়েছিস্! যেন আস্ত উকিল একেবারে!—"

হাসি মুখে চুম্‌কড়ি দিয়া সবিদ্রূপে বেগম বলিল "আহা মরি মরি! তুনিয়ার মধ্যে কি অপূর্ব্ব চিত্রই তুমি চিনেছ দাদা! কথায় কথায় ওরই

অবাক্

উপমা !—আহা ! কি অনুপম সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দ-বিশেষণ ! উ—কীল ! উ—কীল !! উ—কীল !!!—শুনলেই আমার মনে পড়ে, সত্যপীরের কথার সেই—" বলিয়াই বেগম সহাস্যে হাত মুখ নাড়িয়া, সুমিষ্ট সাধা গলায় গানের সুরে আবৃত্তি করিল "বুকে বসে বসন্ত কোকিল ডাকে !—"

বেগম বিদ্রূপভাবে সোফিয়াকে সময় সময় "দাদা" বলিত।

সোফিয়া হাসিয়া ফেলিল ! সস্নেহে বেগমের কাঁধ চাপড়াইয়া বলিল "আহা ! আল্লা করেন, তুই একটা উকিলের পাল্লায় পড়িস্ !—"

"দোহাই দাদা ! - চন্দ্রের ক্ষেত্রে সমাগত বৃহস্পতির তুঙ্গী মূর্ত্তি ধারণের মত ও-চিজ্‌টি চরম উজ্জ্বলতায় খাসা বাহা—র্ দিয়েছে তোমাতেই ! এ—মকররাশির নামটা আর উচ্চারণ কোর-না, বেচারার জলুস্ চটে যাবে !—বলি এখন আমার বিয়ের ঘটকালীটা কর্‌বে ?"

"আম্মর্ ! সেই থেকে তো সাধ্‌ছি, বল না তোর আন্তরিক পছন্দ কাকে ? বলছি তো, তার সঙ্গেই—"

অতিশয় গম্ভীর হইয়া বেগম বলিল "ঠ্যাখো ঠিক ?"

"কতবার বল্‌তে হবে ? ঠিক, ঠিক, ঠিক !—"

হঠাৎ একান্ত নির্ভীকভাবে সোৎসাহে ঝুঁকিয়া,—সাম্‌নের বহির আলমারীকে তর্জ্জনানির্দ্দেশে দেখাইয়া, বেগম বলিল "তবে, দাও ভাই, ঐ বই-ভরা আলমারীটার সঙ্গে আমার বিয়ে ! দোহাই ধর্ম্ম, সাচ্চা বলছি সোফি,—ওকেই আপাততঃ আমি আন্তরিক পছন্দ করি, ভয়ানক ভালবাসি ! ওর হাতেই আমি—সেই যে গো, কি বলো তোমরা,—সেই "মন-প্রাণ সঁপা" নয় ? সেটা ওর হাতেই সঁপে দিয়েছি। এবার—নিয়ে এস ভাই বরমাল্য !—"

অবাক্

সোফিয়া অসহ্য ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল! সশব্দে বেগমের পিঠে এক প্রচণ্ড চড় বসাইয়া সক্ষোভে বলিল "মুখে আগুন মেয়ের! বাপরে বাপ্ আমায় হায়রাণ করে মার্‌লে! এতক্ষণ ধরে, মিছেই জাঁকজমকের ভড়ং করে, তাক্ লাগিয়ে দিলে? মর্ গে যা! তোর নসীবেই সাদি নেই!"

"বহুৎ খুব! বহুৎ খুব খুশীর তস্‌লীম,! হে বন্ধু, তোমার মঙ্গল হোক্! খোদা তোমায় দোয়া করুন, তুমি রাজা হও, বাদ্‌সা হও—"

সোফিয়া রাগভরে প্রস্থানোদ্যত হইতেছিল, বেগমের শেষ কথাটা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল! ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্যঙ্গভরে বলিল "কি বল্লি? বাদ্‌সা হব? তা হলে বেগম তুই?" সে সকৌতুকে একটা অর্থসূচক কটাক্ষে চাহিল!

তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া বেগম কবিতাচ্ছন্দে আওড়াইল,—

"সেই ভাল!—গজ, বাজী, রাজ্য নাহি চাই!
যদি পাই ও হৃদয়ে দু-আঙুল ঠাঁই।"

সোফিয়া সোৎসাহে বলিল "এই কথা? আচ্ছা, তাহ'লে নিশ্চিন্ত হলুম! তোর বিয়ের জন্যে আর তোকে সাধছি নে, এবার আমার হাতেই তোর সব ভার!—আচ্ছা এখন তাহ'লে চল্লুম বেগম-সাহেবা, বিদায়—"

"আরে, থামো-জি! এমন একটা পাকাপাকি ঘনিষ্ঠতার পর, এর মধ্যেই চলাচলির কথা কি? রোসো বাদসার মেজাজকে একটু বাদ্‌শাই কায়দার অভ্যর্থনায়—"

"না, ভাই, আমার ছোট ছেলের বেড়িয়ে আস্‌বার সময় হয়েছে, এখন বাদশাই কায়দার অভ্যর্থনা সহ্য করা শক্ত।—"

"তবে আমি এখন একটু দুঃখের গান গেয়ে কাঁদি?"

"তা কাঁদ, তাতে বাদশাদের আপত্তি থাকে না।"

সোফিয়া বাহির হইয়া গেল। বেগম বাজনার উপর দ্রুত তালে আঙুল চালাইয়া মধুর সুরে গাহিয়া উঠিল—

"দিল্‌মে মেরি, আগ্ জ্বালায়ে
কাঁহা গেলি বেইমান্!"

কিন্তু সেটা ঐ পর্য্যন্তই! পরক্ষণেই তরল-বিদ্রূপ-চপল কণ্ঠে, শিশু-সুলভ কলহাস্যে সমস্ত ঘর ভরাইয়া সে বাজনা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল! সোফিয়া বারেণ্ডা দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে, হাস্য-ঝঙ্কৃত কণ্ঠে বলিল "জাহান্নামে যাও, জাহান্নামে যাও!—এক্কেবারে ফাজিল্ হয়ে গেছিস্!—"

"যাক্! এতক্ষণের পর ধড়ে প্রাণ পেয়ে বাঁচলুম! এইবার কবুল কর্‌লে তো ফাজিল? দেখো ভাই, আর যেন 'ফিলজফি' 'স্পীরিচুয়ালিটি' করে গালাগালি দিও না! অনেক কষ্টে তোমায় খুসী করে দিয়েছি, একটু বোধ-শোধ রেখো!"

"হুঁঃ! কত বড় সুবোধ-বালিকা তুমি!"

২

পরদিন বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া, খাতা ও বইয়ের গোছা কাঁধে চড়াইয়া, বেগম গুন্ গুন্ স্বরে কি একটা গান আওড়াইতে আওড়াইতে ত্রিতলে উঠিতেছিল। হঠাৎ সিঁড়ির পাশে দোতলার ঘরের দিকে নজর পড়িতেই, থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, মাতৃদেবী নিতান্ত ভাল মানুষের মতই গায়ে একটা বিবরের লোমের কম্বল চাপা দিয়া, সেই অসময়ে বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছেন। পায়ের কাছে বসিয়া একটা বাঁদী পা টিপিতেছে।

বেগমের মুখ শুকাইয়া গেল! ত্রিতলের সিঁড়ি ছাড়িয়া সেই ঘরেই ঢুকিয়া পড়িল, উদ্বিগ্নভাবে ডাকিল "আম্মা—"

জননী পাশ ফিরিয়া শুইলেন। সামনেই মেয়েকে দেখিয়া বেশ একটু সঙ্কুচিত হইলেন। খুব সহজভাবেই তাড়াতাড়ি কৈফিয়তের সুরে বলিলেন "এ, আমার তেমন কিছু হয় নি,—শুধু জান্‌টা একটু খারাপ,"—

উৎকণ্ঠার সহিত বেগম বলিল "জ্বর?"

খুব কুণ্ঠিতভাবেই মাতা বলিলেন "ঐ, একটু—"

"হুঁ—" বলিয়া, হাতের বইগুলা সশব্দে চেয়ারের উপর ফেলিয়া দিয়া, বেগম গুম হইয়া খাটের পার্শ্বে বসিল।

আম্মা আস্তে আস্তে মেয়ের পিঠে হাত বুলাইয়া স্নেহস্বরে বলিল "এখানে বস্‌তে হবে না, উঠে যা। হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে, তার পর একটু জিরিয়ে টিরিয়ে আসিস্, যা—"

অবাক্

কথাটায় ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া বেগম বাঁদীর দিকে চাহিয়া বলিল "কখন জ্বর এলো, রে ?—"

সে উত্তর দিল, "তা কি করে জান্‌ব ? দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর, আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি,—ও আল্লা ! খানিক পরে উঠে এসে দেখি, খুব জ্বরে কাঁপ্‌ছেন্‌, আর কাশ্‌ছেন !—"

"বেশ !" বলিয়া বেগম পুনশ্চ নির্ঝুম !

মাতা বলিলেন "শুন্‌ছিস্‌, ওঠ-না। মুখ টুখ শুকিয়ে যেন কি হয়ে গেছে ! কখন সেই দুটি দাঁতে কেটে গেছিস্‌—"

ফিরিয়া চাহিয়া, বেগম খুব গম্ভীর ভাবে বলিল "আচ্ছা, সকালবেলা যখনি আমি ওপর থেকে নেমে এসে দেখেছি, তুমি বারেণ্ডায় খালি গায়ে শুয়ে আছ শানের ওপর— তখনি আমি বলি নি আম্মা ?"

মাতা খুব নরম সুরে প্রতিবাদ-চ্ছলে বলিলেন "ওরে বাছা, যখন অসুখ হবার হয়, তখন আপনিই হয়। ও কি আর শানের ওপর পড়ে থাকায় হয় ? না, বারেণ্ডার খোলা-হাওয়ায় হয় ?—তোরা লেখাপড়া শিখে কি বেকুব্‌ই যে হয়েছিস্‌ !—কিচ্ছু বুঝিস্‌ না !—"

বেগম হাসিয়া ফেলিল। বলিল "তাই হবে ! কিন্তু চোখের ওপর অত্যাচার করে, এই যে তোমরা ভুগে ভুগে সারা হও, এটা দেখ্‌তে বড় কষ্ট লাগে ! এর চেয়ে যদি সোজাসুজি গলায় একটা চাকু বসিয়ে দাও, তবে সেটা বরং সইতে পারা যায় !—"

"তাই সয়ে নিস্‌, এখন উঠ্‌বি ?"

"দরকার কি ? অসুখ যখন হবার হয়, তখন আপনিই হয়, এত বড় কথাটা তুমি যখন বল্‌ছ, তখন নেই বা সময় মত খিদে-তেষ্টার খোঁজ

রাখ্‌লুন আম্মা! অসুখ না হবার হলে, সে তো কিছুতেই হবে না, তবে আর ভয় কি? ওরে শোভানি,—আজ ওই বাগানের পচা পাৎকুয়ার জল দু টব এনে দিস্ তো আমায়।"

বাঁদী বিস্মিত হইয়া "কি করবে?—"

"শাম্‌কো বথৎ আস্‌নান্!"—বলিয়া বেগম খাট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল "কি বল আম্মা? অত্যাচার করলে তো অসুখ হয় না, অসুখ হয়, সে যখন হবার হয়, তখুনি! আচ্ছা আমি পরখ করে দেখছি। ও রে জলটা এনে দিস্।"

মাতা বিলক্ষণ ব্যস্ত-বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া বলিলেন "হ্যাঁ, দেবে এনে! বকিস্ নি যাঃ!—সোফি বলে মিছে নয়, কলেজে পড়ে তুই বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু করেছিস্!—"

হাসিয়া বেগম বলিল "ভাগ্যে ওই উপসর্গটা আমার ছিল, তাই তোমার সোফি উঠতে বসতে জবাবদিহি করে বাঁচছে আম্মা!—নইলে ওর দুঃখের সীমা থাকৃত না! আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি আম্মা, রাগ করো না! বলি কলেজ পড়ার দোষে আমিই না-হয় বাড়াবাড়ি করছি। কিন্তু সোফি তো ইস্কুলে পড়েই মানুষ হয়েছে—ওর বাড়াবাড়ির কসুর-কম্‌তিটে কোনখানে দেখতে পাও বলতো?"

এসব প্রশ্ন এড়াইতে হইলে, গুরুজনবর্গ সাধারণতঃ যা বলিয়া থাকেন মাতাও তাই বলিলেন অর্থাৎ—"বকৃতে পারি নে বাছা, তোদের সঙ্গে কথায় কে পেরে উঠবে বল?"

হাসিয়া বেগম নিরস্ত হইল। বইগুলি কাঁধে তুলিয়া, প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিল "সোফি, শয়তানিটা কোথা গেল রে? এ মুলুকে নাই,নয়?—"

অবাক্

বাঁদী কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তার আগেই জননী শঙ্কিত ভাবে বলিলেন "কেন ?—এবার চুলোচুলি সুরু করতে হবে না কি ? ছাখ বেগম্, দু মাসের হোক, দশ মাসের হোক—সে তোর বড় বহিন ! তাকে এতটা খাতির-নাদারৎ চালে হতগ্রাহ্য করে চলিস্ নি ! ছিঃ, ওকি ……সে ছেলে-পিলের মা হয়েছে, তার জ্ঞানবুদ্ধি তোর চেয়ে বেড়েছে, তার কথা শুনে চলিস্।"

মা'র কথার ভিতর একটা যে গূঢ় ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেটার পরিষ্কার অর্থ, বেগমের কাছে অতি পরিষ্কাররূপেই বহুদিন ধরা পড়িয়াছে। ওই যে সোফিয়ার কথা শুনিয়া চলিবার অনুযোগ, ওটার সূক্ষ্ম অর্থ,—সোফিয়ার কথানুসারে বেগম পড়াশুনা ছাড়িয়া বিবাহ করুক্ ; এইটুকুই মাতার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু শিক্ষিত পিতার আন্তরিক ইচ্ছাটা ঠিক তাহার বিপরীত ! তিনি চান, পুত্রদের সহিত কন্যাটিও, যতটা খুশী শিক্ষার পথে অগ্রসর হইয়া চলুক, আপাততঃ তাহাতে বাধা দিবার প্রয়োজন কি ? তারপর বিবাহ ? সেটা তো এক দিন আছেই ! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন ?

যাহার যতটুকু জ্ঞান-পিপাসা আছে, সেটুকু তাহাকে সার্থক করিয়া লইবার সুযোগ দেওয়া সে, পিতামাতার পক্ষে অবশ্য-করণীয় ধর্ম্ম-বিশেষ,—পিতা দৃঢ়-নিশ্চয়তার সঙ্গে এই মন্তব্যই প্রকাশ করিতেন। মাতা আধা-সনাতন, আধা-আধুনিক শ্রেণীর মানুষ ; ছেলেদের বিলাত যাওয়ায় তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু মেয়েরা যেন আর পাঁচ জন মেয়ের মতই হইয়া চলে, এইটুকুই তাঁহার কামনা।

সুতরাং মাতার কথা শুনিয়া, বেগম বরাবর যেমন একটু নিঃশব্দে

হাসে,—আজ তেমনি হাসিল। সংক্ষেপে একটা "আচ্ছা" বলিয়া তেতলায় উঠিয়া গেল।

আধঘণ্টার মধ্যে চুল পরিষ্কার করিয়া গা হাত ধুইয়া, কাপড় বদলাইল। জলযোগ সমাপ্ত করিয়া সে যখন নীচে নামিবার জন্য সুপ্রস্তুত,—তখন সোফিয়া পিঠের উপর চুল এলাইয়া দিয়া ছেলে কোলে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে দর্শন দিল। মুখে খুব খানিক অনাবশ্যক গাম্ভীর্য্য টানিয়া,—মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল "এবার কি লিখন পঠন? না,—সেই হাড়-জ্বালানে আধ্যাত্মিক সঙ্গীত?—কি হবে?"

"দুঃখের সঙ্গে স্বীকার কর্‌ছি, দুয়ের কোনটাই আজ হবে না। সুতরাং আজ তোমার হাড়গুলো বরফ-চাপাই থাক্‌বে।"

"অপরাধ?"

"তোমার চাচি-মহারাজটি কেমন লক্ষ্মীমেয়ের মত অসুখ যোগাড় করে শুয়েছেন দেখ্‌ছ তো?—যাই তাঁকে একটু বকুনী টকুনী দিয়ে শাসন করে রাখি গে, নইলে আবার অত্যাচার ক'রে বাড়িয়ে তুল্‌বেন, ভাই।"

গভীর অবজ্ঞার স্বরে সোফিয়া বলিল "হ্যাঃ! অত্যাচার অম্নি করছেন্! তাঁর কাছে বাঁদীরা রয়েছে, তোকে অত ভাব্‌তে হবে না, নে। এই তো খেটে খুটে এলি, একটু গান টান গেয়ে জিরো। আমিও একটু শুনি।"

হাসিয়া বেগম বলিল "সর্ব্বনাশ! আমার হাড়-জ্বালানে আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের ওপর হঠাৎ তোমার এমন অচিন্তনীয় অনুগ্রহ কেন বল দেখি?—কলিজায় ছুরি টুরি বসাবার মতলবে আছ না কি?—"

অতিশয় উদাস গম্ভীরভাবে সোফিয়া বলিল "আমার তো মরণ নাই,

তাই তোমার কলিজায় ছুরি বসাবার মতলব করব! ও কলিজায় আছে কি? ও তো নিরেট পাথর!—"

হাসি মুখে বেগম বলিল "ধন্য হলুম! আহা, কি দরদী বন্ধু আমার! সত্যি ভাই তুমি যে আমার কলিজার চেহারাটা চিনে ফেলেছ,—এই জন্যেই তোমার ওপর আমার বড্ড বেশী ভালবাসা পড়ে গেছে!"

সোফিয়া পূর্ব্বের মতই উদাস ভাবে বলিল "এর আর,—ভালবাসা পড়াপড়ি কি? অত করে আধ্যাত্মিক গান গাইলে কি মানুষের পদার্থ থাকে! সে মানুষ ফকিরসন্নিসী হয়ে একেবারেই উচ্ছন্ন যায়!—"

বেগম বলিল "আহা সাধু সাধু; ভাই সোফি, আজ মোটে আমার হাতে দুটি পয়সা আছে, আর একটা পয়সা যদি দয়া করে ধার দিস্, তা হলে এখুনি বাজার থেকে একটা তিন পয়সা দামের মেডেল কিনে এনে তোকে পুরস্কার দিই! দে-না ভাই, একটা পয়সা ধার। তোর বক্তিমা শুনে আমি ভয়ানক মোহিত হয়ে পড়েছি!"

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সোফিয়া হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু পরক্ষণেই অসাধারণ আত্মসংযম বলে, গাম্ভীর্য্যের ওজন ঠিক করিয়া লইল।—ভুরু কুঁচকাইয়া ধমক দিয়া বলিল "বলি গান গাইবি?"

বেগম হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল।

খুব রুষ্ট ভাব প্রকাশ করিয়া সোফিয়া কড়া আদেশের স্বরে বলিল "হ্যাঁ, তোকে গাইতেই হবে! গা বল্‌ছি ভাল চাস্ তো।—"

"বাঃ! কি চমৎকার বাদশাই-কায়দার মেজাজ রে!—হে বাদশা, অত করে চটিতং মটিতং হোয়ো না, অবিলম্বে তা হলে বহুবিধ নট্‌খটি ঘটিতং

হয়ে যেতে পারে! এই আমি হাঁটু গেড়ে যোড় হাতে করুণ-বিনয়ের সুরে, কাতর অনুনয় জানাচ্ছি, প্রসন্ন হয়ে আজকের মত বিদায় দাও।"

"ভিরকুটি রাখ্, সত্যিই গাইবি নি?"

"বাড়ীতে অসুখ ভাই, পথ ছাড়ো—"

"ওঃ! যেন আস্ত-হাকিম চলেছেন রে! 'বাড়ীতে অসুখ!—' আম্মর্ তোর তাতে কি?"

"মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য-হীনতা! সুতরাং সঙ্গীত চর্চ্চায় নিরুৎসাহতার দুঃখ!—"

"সত্যি সত্যি চল্লি?—"

"অবশ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"—বলিতে বেগম পাশ কাটাইয়া, দুয়ারের দিকে, অগ্রসর হইল। সোফিয়া চক্ষের নিমেষে ফিরিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। গম্ভীর ভাবে বলিল "আ-মোলো-রে! বল্লে কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না? সাধে যেতে বারণ কর্‌ছি, হাকিম এসেছে যে!"

থমকিয়া দাঁড়াইয়া, বেগম সংশয়ের স্বরে বলিল "সত্যি সত্যি, না মস্করা হচ্ছে?—"

"তোমার সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা! গলায় দড়ি আমার!—এখন নে, গান যদি না গাস্, তবে দু একখানা ভাল বই-টই দে, আজ একটু পড়্ব।"

"আহা বইগুলোর আজ কি সৌভাগ্যের দিন, গা! কিন্তু হায় হায়! তোমায় দিয়ে খুশী করতে পারি, এমন ভাল বই যে আমার কিছুই সংগ্রহ করা নেই দাদা!—"

আলমারীর চাবিটা খোলাই ছিল। সোফিয়া ছেলে কোলে করিয়া

অবাক্

আলমারীর এদিক ওদিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে বলিল "এই লাল রংএর বইখানা দেখতে তো বেশ দিব্যি, পড়তে কেমন রে ?"

"তোবা তোবা ! ও-বই ছুঁয়ো না, তোমার মোটেই পছন্দ হবে না— ওটা রাখো।"

"কেন ? আধ্যাত্মিক ?"

"কাছাকাছি বটে।"

"অর্থাৎ ?"

"বুঝে-পড়বার বই !—না বুঝে গড়গড়িয়ে পড়ে চলবার মত ওখানা আদপেই নয়। ও বইয়ের দাম আদায় করতে হলে, পাঠকপাঠিকার মন আর মগজের দস্তুর মত Exercise দরকার।"

"তবে, এটা আমার চাই-না বাপু! 'না বুঝে পড়বার' মত কিছু নাই ? এই যেমন বর-কনের ঝগড়া-ঝাঁটি, ভাব-সাব, ছেলে-পিলে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করা,—এম্নিতর ? নাঃ, তুমি ফকীর-সন্ন্যাসী মানুষ, তুমি বুঝি এ সব-খবরের বই রাখো না ?"

সমর্থন সূচক ভাবে ঘাড় নাড়িয়া, একটু গম্ভীর হইয়া বেগম বলিল "রাখি যদি ঐ ছেলে পিলে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করা ব্যাপারটার মধ্যে, বাপ মা'দের নিজের নিজের যোগ্যতার ওজন না-বুঝে চলার জন্যে যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা, এবং রীতিমত সুশিক্ষা লাভের বন্দোবস্ত দেখি— তা হলে রাখি।"

অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া সোফিয়া বলিল "আচ্ছা, তোদের ঐ লেখাপড়া শিখে হেঁয়ালী হয়ে ওঠার জন্যে, গালটাল দিয়ে, যাঁরা বই লেখেন, তাঁদের বই কিছু রাখ্‌তে পারিস না ? নাঃ, সে যে গায়ে-লাগে নয় ?"

অবাক্

সুপ্রসন্ন হাস্য সুন্দর মুখে বেগম সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "কিছু মাত্র নয়! আমাদের মধ্যে যাঁরা লেখা পড়া শিখে, শিক্ষার মর্য্যাদা আর দায়িত্ব ভুলে গিয়েছেন,—অন্যায় করা আর অন্যায় সহায় অনাচার থেকে জীবনের —পথ বাঁচিয়ে চল্‌বার কর্ত্তব্যজ্ঞানকে যাঁরা জবাই করে চলেন, তাঁদের দুর্ব্বুদ্ধির পিঠে যিনি সুবিচার আর ন্যায়-পরায়ণতার সঙ্গে চাবুক কস্‌তে চান, তাঁর হাতের গোড়ায় চাবুক এগিয়ে দেবার উৎসাহ আমার যথেষ্টই আছে।—কারণ, ওই চাবুকটা আমাদের হিতৈষী বন্ধুর কাজ করে! কিন্তু কই ভাই,—কই সে উদার প্রাণ? শিক্ষাভিমানীর দাম্ভিকতা,—মেয়েদের শিক্ষার ওপর যখন নির্ব্বিচারে অন্ধ-বিদ্বেষে ঈর্ষা প্রকাশ করতে উল্লসিত হয় দেখি, তখন সে উল্লাসের পায়ে ভক্তি-নিবেদন করবার কোন উৎসাহই আমার থাকে না! তা সে তিনি, তোমার এম, এ, বি, এল,—টিই হোন আর যিনিই হোন!—দেখো ভাই রাগ টাগ কোর না, কথাগুলো আমার কিছু বেশী রকম স্পষ্টাস্পষ্টি হোয়ে গেল, এতটা না হলেই ভাল হোত বোধ হয়।"

সোফিয়া ক্ষণের জন্য অবাক্ হইয়া—হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তার পর আস্তে আস্তে বলিল "আচ্ছা বেগম—কথার কথা বলছি,—মনে কর, একটা যদি ঘোর স্ত্রীশিক্ষা-বিদ্বেষী মানুষের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, তা হলে?"

"তা হলে, সচরাচর যা ঘটে থাকে, আমারও তাই ঘটবে,—হয় ফাঁশি, নয় দ্বীপ-চালান্!"—কথাটা বলিয়াই সে চেয়ারের পিঠে হেলিয়া পড়িয়া, আলস্য ভাঙিয়া হাই তুলিয়া হাসি হাসি মুখে বলিল "আচ্ছা সোফি এই অবেলায় চুলবাঁধা নাই, ছেলের গায়ে জামা পরানো নেই,—হঠাৎ আমার কাছে ছুটে এসে আড্ডা জমাতে বস্‌লে এর মানেটা কি বল দেখি?"

সোফিয়া একটু হাসিয়া বলিল "ছাখ্ বেগম, তোকে আমি ভালবাসি না বটে, কিন্তু তোর কথাগুলোকে আমি বড্ড ভালবাসি। সংসারের কায কর্‌তে কর্‌তে কেবল মনে হয়, তোর কাছে ছুটে এসে, দুটো কথা শুনে যাই।"

হাসিয়া বেগম বলিল "আরে চুপ! চুপ! তোমার এম, এ, বি, এল, শুন্‌তে পেলে, আমায় জেল খাটিয়ে ছাড়্‌বেন!"

সোফিয়া হাসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "আচ্ছা বেগম, তোর যেমন মাথা ফুঁড়ে কথার ফোয়ারা ছোটে, তেমনি যদি একটা ক্ষুরের ধার বুদ্ধিওলা লোক—"

"রক্ষে! ওটা ঐ পর্য্যন্ত থাক,—কারণ এবার নিশ্চয় ঐ সূত্রে তোমার সেই এলাহাবাদী ফুটবল-খেলওয়াড় ছাওরটির কথা এসে পড়বে! দোহাই তোমাদের সোফি, রাতদিন বিয়ের কথা মোটেই ভাল লাগে না ভাই।"

"তুমি এক আধাম্বা-গোখ্‌রো! একটা কাযের কথা তুল্‌লেই, অম্নি ফোঁস্ করে উঠ্‌তে চাও!—"

"তা নইলে তোমাদের মত মুরুব্বিদের Surroundingsএর মধ্যে বাস করে, আত্মরক্ষার পথ কৈ! দিন নেই, রাত নেই, সকাল নাই সন্ধ্যা নাই, খালি—বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে! কেন রে বাপু দুনীয়ায় কি মানুষের কর্‌বার কায আর কিছু নাই? আরে, খেলে-যা কচুপোড়া, বিয়ে দিবি, তা আগে বিয়ের যোগ্য করে মানুষ গড়ে তোল্! তা নয়, সকলটাই আলুণো ফক্‌র্ দালালী!"

"বলি, মানুষ করে গড়্‌তে গড়্‌তে বয়স যে এদিকে পঞ্চাশ পার হতে চল্ল?"

অবাক্

"তা হোক্, আমি একশো বছর বয়সে বিয়ে করব সেও ভালো, তবু যতক্ষণ না বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠেছি বুঝ্ব, ততক্ষণ কিছুতেই বিয়ে কর্ব না।"

"ছ্যাখ্ বেগম, তুই ভয়ানক-উদ্ধত হয়ে উঠেছিস্!"

"তোরা নম্র থাক্‌তে দিলি কৈ, ভাই? কিন্তু আমার ওপর তো খুব ঝাল ঝাড়্‌ছ, ওদিকে খালি-গায়ে ছেলেটাকে নিয়ে যে বেড়াচ্ছ, ওর নাক দিয়ে কাঁচা জল ঝর্‌ছে যে, হুঁস আছে সে দিকে?"

ছিল না বটে, কিন্তু এইবার হইল। হেঁট হইয়া আঁচলের খুঁটে ছেলের ঠোঁট নাক পরিষ্কার করিতে করিতে, সোফিয়া অপ্রসন্ন ভাবে বলিল "আর পারি নে ভাই, দিনরাতই ছেলেদের অসুখ, জ্বালাতন হয়ে উঠেছি।"

গম্ভীর হইয়া বেগম বলিল "অসুখ হয় কেন? অত্যাচার অনিয়ম থেকেই তো? ছেলেদের এই অত্যাচার অনিয়মের জন্যে দায়ী কে? মায়েরা নয়?—"

"তুই আর চিপ্‌টেন্ ঝাড়িস্ নি বাপু, থাম।"

"এর বেলা চিপ্‌টেন্! আর উনি যখন আমাদের শিক্ষা চর্চ্চা অপরাধটার জন্যে হাড়ের ভেতর চিম্‌টি কেটে কেটে চিপ্‌টেন্ ঝাড়েন, তখন সেগুলি ঠিক 'আজানের' পবিত্র মধুর ধ্বনি! ছ্যাখ্ সোফি, এই যে হর্‌গিজ্ আমার কথা শুনে চলছিস্ না, এই ছোট বেলা থেকে, ছেলেগুলোকে অসাবধানে অনিয়মে ভুগিয়ে ভুগিয়ে জখম্ করে রাখছিস্, এর ফল তোকে হাড়ে হাড়ে ভুগতে হবে।"

সোফিয়া রাগিয়া বলিল "থাম্ থাম্,—ছেলে পিলের মা হয়ে যদি সংসারের ভার ঘাড়ে নিয়ে উপদেশ ঝাড়্‌তিস্ তা হলে সহ্য করতে পারতুম—"

বাধা দিয়া বেগম বলিল "অর্থাৎ তোমাদের কাছে, সব চেয়ে অসহ্য হয়ে উঠেছে, আমাদের এই,– 'বিয়ে না-করাটা,' কেমন ?—"

"নিশ্চয় ! সেই যে কি একটা কথা আছে, যে রণক্ষেত্র হতে দূরে, দাঁড়ায়ে কৃপাণ হাতে, উপদেশ দেওয়া বটে, বড়ই সহজ কথা—'তোরা হচ্ছিস্ সেই দরের বীর-বক্তার ! হ'-না আগে আমাদের মত সংসারী, হাতে-কলমে কাস করে দৃষ্টান্ত দেখা, তারপর তোর উপদেশ শুন্‌ব। এখন তুই নিজেই ছেলেমানুষ !—তুই আবার আমাদের ছেলে 'মানুষ' করার কি বুঝিস্ যে রাত দিন ট্যাক্ ট্যাঁক্ করে বচন ঝাড়িস্ !

একটু হাসিয়া বেগম বলিল "গ্াখ সোফি, তোমার মত আমার স্মরণশক্তিটা এত হাল্কা নয় যে এর মধ্যে সেই ল্যাজ কাটা শেয়ালের গল্পটা ভুলে যাব। তুমি যতই চুটিয়ে ছোবল্ বসাও,—আমি যে অগ্নি বিষের জ্বালায় ছট্ ফটিয়ে চট্ পট্ বিয়ে করে ফেল্‌ব, এ কথা, মনেও কোর না !"

সোফিয়া যেন কতকটা হতাশ এবং নিরুপায় হইয়া-ই, নিতান্ত বিপন্ন ভাবে বলিল "ভাল, তা হলে এখন ক' শো বচ্ছর বয়সে তুমি বিয়ের যোগ্য সাবালক্ হবে শুনি ?"

"সে সম্বন্ধে, আপাততঃ কোন গ্যারান্টি দিতে পার্‌ছি নে। তবে মোটের মাথায় এই বল্‌তে পারি, শীগ্রী তোমার ছেলেটার গায়ে জামা দেওয়া দরকার হয়ে পড়ছে। আর আমাকেও রোগীর সেবায় চল্‌তে হবে,—অবিলম্বেই !"

"মর্-গে যা, তোদের দ্বারা যদি সংসারের একটা উপকারের আশা আছে !"

অবাক্

"আহা ঠিক বলেছিস্! অযোগ্য অবস্থায় বিয়ে করে পাল-খানেক রুগ্ন, নির্জ্জীব অযোগ্য, দুর্ব্বল সন্তান সৃষ্টি করে তাদের মরণ বাঁচনের ধাক্কায় সংসার শুদ্ধ আত্মীয়দের প্রাণ সামলানো দায় করে তোলাই যে হচ্ছে,—সংসারের একমাত্র মহদুপকার-সাধন! সত্যি সোফি, তোমরা যে রকম নির্ভাবনায় নিঃস্বার্থ করুণাময়ী-রূপে সংসারের উপকার করার ব্রত গ্রহণ করেছ, তাতে এই রকম নির্ভাবনায় চোখ বুজে আর কিছুদিন চল্‌লেই বোধ হয় দুনিয়াখানার চেহারা সত্বঃ সত্বঃ ফিরে যাবে! ভাবনা চিন্তে করবার কোন কারণই আর থাক্‌বে না!—"

"ছাখ্ ঐ 'ছেলের মত হাত পা, আর বুড়োর মত কথা'—আমি দু চক্ষে দেখ্‌তে পারি না! শরীর জ্বলে যায় আমার, তোর ঐ বুড়োমি দেখে!"

দুয়ারের দিকে মুখ বাড়াইয়া, ব্যঙ্গভরা অনুচ্চ স্বরে বেগম হাঁকিল "ওরে কে আছিস্, মণখানেক বরফ নিয়ে আয়, সোফির অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে!—"

"থাম্ তোর ভিরকুটি আমি বার করে দিচ্ছি! মুরুব্বিদের কাছে, তোর নামে, এমন গোটাকতক কথা লাগাচ্ছি, যে, ঘাড় হেঁট করে তোকে বিয়ে করতে হয় কি না তা দেখে নিচ্ছি!—"

কিন্তু এ শাসনেও বেগম টলিল না। যোড়হাতে সপ্রতিভ গম্ভীর মুখে বলিল—"বহুৎ আচ্ছা। হে করুণাময়ি, সংসারের অনেক উপকারই তোমার দ্বারা সংসাধিত হয়েছে, এবার এই উপকারটা যদি করতে পার, তা হলেই তোমার নারীজন্মটা সার্থক হয়ে যাবে। পৃথিবীতে একটা অমর কীর্ত্তি রেখে যেতে পারবে। চলো এখন।"

৩

কিন্তু সোফিয়ার তর্জ্জন গর্জ্জন বেশীদূর পর্য্যন্ত গড়াইবার সুবিধা হইল না। মনের কথাগুলা বলিবার জন্য সে যখন সাজিয়া গুজিয়া অসুস্থা পিতৃব্য-পত্নীর রোগ-শয্যার পাশে উপস্থিত হইল, তখন বেগম কোথা হইতে আচম্‌কা বাজবৌরীর মত আসিয়া পড়িয়া এমন অদ্ভুত ব্যঙ্গ-তৎপরতার সহিত সোফিয়ার অভিযোগটিকে সমর্থন সুরু করিয়া দিল যে 'মেয়ে দুটার জ্বালায়' মাতা বিশেষ বিব্রত হইয়া, মোকদ্দমা ফাঁসাইয়া দিলেন। পরাজিত সোফিয়া অগত্যা রাগে আগুন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল, বেগমের কেতাবের আলমারীতে সে আগুন ধরাইয়া দিবে!—

বেগম হাসিয়া জয়জয়কার দিয়া তৎক্ষণাৎ এক ডজন দেশলাই আনিয়া সোফিয়াকে উপহার দিবার প্রস্তাব করিল; সোফিয়া আরও জ্বলিয়া গেল! কিন্তু গুরুজনের সাম্‌নে গালাগালি, শূলোশূলি, চড়চাপড় তো চালান যায় না, তাই নিরুপায় ক্ষোভে ফুঁসিতে ফুঁসিতে কোন গতিকে পিতৃব্য-পত্নীর কান বাঁচাইয়া বেগমকে সম্বৎসরের মধ্যে পতিপুত্র লাভের অভিসম্পাৎ দান করিয়া দ্রুত অন্তর্দ্ধান হইল।

তারপর আর এবিষয়ে মনোযোগ দিবার অবসর কাহারও জুটিল না। যেহেতু মাতার সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা লইয়া বেগম রহিল অন্যমনস্ক হইয়া,—আর সোফিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল তাহার ছোট ছেলেটির সর্দ্দি কাশি, আর বড় ছেলেটির পেটের অসুখ লইয়া! সোফিয়া একলা দুটি ছেলের অসুখের শুশ্রূষা সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিত না, সেজন্য বাড়ীর অন্য মেয়েদের

সঙ্গে বেগমকেও এ বিষয়ে নজর রাখিতে হইত, এবং এই সুযোগে সে সন্তান পালনে—সোফিয়ার প্রত্যেক অযোগ্যতা ত্রুটির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া এমন চোখা চোখা বচন-বাণ বর্ষণ করিত যে সোফিয়ার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইত ! এক দিন ক্ষোভের আতিশয্যে বেচারা মুক্তকণ্ঠেই বলিয়া ফেলিল "নাঃ বেগম, তুই বেশ আছিস্, অল্পবয়সে তোরা কেউ আর বিয়ে করিস্ নি।"

বেগম উদার চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আদেশটা ক'দিনের জন্য স্থায়ী হোল ?"

নিদারুণ আক্ষেপের সহিত সোফিয়া উত্তর দিল, "তোর যদ্দিন খুশী !"

বাড়ীর রোগী কয়টি ক্রমশঃ একে একে ভাল হইয়া উঠিল, এবং সোফিয়ার বড় ছেলেটি যখন বেগমের মাতার দৌর্ব্বল্য-নিবারণের জন্য প্রত্যহ দুমুঠা করিয়া লজঞ্জুস ভক্ষণের পরামর্শ দিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলকে আবার হাসাইয়া তুলিল,— তখন বেগম ছেলেটির সুবুদ্ধির পুরস্কার স্বরূপ, ছেলেটির পিতৃদেবের নূতন নামকরণ করিল "ফাজিলের সর্দ্দার !"

সে ভদ্রলোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে বেগমের কোন পরিচয় না থাকিলেও, প্রত্যেক সপ্তাহেই বেগম তাঁহার জন্য অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত নূতন নাম আবিষ্কার করিত। সৌভাগ্যের বিষয়, সেগুলা সোফিয়া ছাড়া আর কাহারও কাণে উঠিত না, এবং স্মরণশক্তির দৌর্ব্বল্যবশে সোফিয়া বেচারা সেগুলা প্রায়ই 'শ্রবণ মাত্রেই বিস্মরণ' হইয়া যাইত, সেজন্য বেগমের পক্ষে অকুতোভয়ে রসনা পরিচালনের বেশ সুবিধাই ছিল।

সেদিন রবিবার। পূর্ব্বদিন পিতা কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছেন, আজ সোফিয়ার স্বামীকেও তাঁহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে হইবে। বেলা

এগারটার সময় তাঁহার রওনা হইবার কথা, সেজন্য যাত্রার আয়োজন গুছাইয়া দিতে সোফিয়া নিজালয়ে ব্যস্ত আছে। আজ সকাল হইতে সে বেগমের কাছে আসিতে পারে নাই। সোফিয়ার বাড়ীটা বেগমদের বাড়ীর পাশেই।

বেগম সকাল হইতে যথানিয়মে নমাজ সারিয়া নিজের মনে পড়াশুনা করিল। তারপর স্নানাহার শেষ করিয়া, হাত পা ছড়াইয়া বিছানায় শুইয়া খানিক বিশ্রাম করিল,—যখন দেখিল ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক এগারটা বাজিয়াছে, তখন উঠিয়া চিঠি লিখিতে বসিল,—

"মাননীয়াসু—

তুই কি করছিস্ রে সোফি ? অনেকক্ষণ ঝগড়া কর্‌তে পাই নি, তাই মনটা উস্ খুস্ কর্‌ছে! এবার শীগ্‌গীর করে আয় ভাই। যদি না আসিস্, তবে বড় নিন্দা হবে, কুৎসা হবে,—ভাল চাস্ তো আয় বলছি, শীগ্‌গীর আয়। ইতি

সেবিকা—বেগম।"

চিঠিখানা লেখা শেষ করিয়া, বেগম বেশ প্রসন্ন-সুগম্ভীর মুখে সেটাকে আগাগোড়া পড়িল। তারপর সেটাকে টেবিলের এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া, একটা রঙিন্ খাম লইয়া, খুব যত্ন সহকারে ধরিয়া ধরিয়া, ছাপার অক্ষরের মত সুন্দর হরফে সোফিয়ার নাম লিখিল। তার নীচে লিখিল "কেয়ার অফ্ জনৈক ফাজিলের সর্দ্দার, উকীল।"

বেগম যখন একান্ত মনোযোগে এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদনে ব্যস্ত, তখন পিছনে নরম জুতার মৃদু ধ্বনি সহ একটি সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাব ঘটিল।

বেগম তাহার আগমন-শব্দ মোটেই টের পাইল না দেখিয়া, মেয়েটি কৌতুক-স্মিত মুখে আস্তে আস্তে আসিয়া চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইল। টেবিলের চিঠিখানার উপর নজর পড়িতেই, সে কৌতূহলভরে ঝুঁকিয়া, নিঃশব্দে চিঠিখানা পড়িয়া লইল। তারপর বেগমের কাঁধে আস্তে চাপড় ঠুকিয়া বলিল "বাঃ, বেশ চমৎকার! এক্কেবারে আপাদ-মস্তক বিনয় ভরা, চিঠি!—"

মুখ তুলিয়া বেগম বলিল "Oh dear! তুমি! মূর্ত্তিমতী মিস্—তও্বা! মিসিস্ দুর্নীতি গুপ্তা!—"

হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া মেয়েটি সলজ্জ ভাবে বলিল "মোটেই না! বাপ মা আমার নাম রেখেছেন সুনীতি রায়! আপাততঃ চেয়ারটা—"

"নিতে পার অবশ্য; কিন্তু সুনীতি তুমি মোটেই নও, তা হলে ষ্টুপীড্ মেয়ের মত লেখাপড়া ছেড়ে সাত সকালে বিয়ের জন্যে সাজ-গোজ কর্‌তে বসতে না! বরং বাপ মার দেওয়া অমন সুন্দর নামটার সার্থকতা যাতে রক্ষা হয়, সেই চেষ্টাই দেখ্‌তে!—" এক নিঃশ্বাসে ঝড়ের মতন বেগে কথাগুলা উচ্চারণ করিয়া, বেগম ভৎসনার স্বরে বলিল "কি দরকার ছিল বল দেখি এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করবার? বিয়ের জন্যে তোর,—কি লাট গঙ্গামণ্ডল তালুক বিক্রী হয়ে যাচ্ছিল, আমায় বল্?—কি এমন পণ্ডিত হয়েছিস্ যে তাড়াতাড়ি এইখানেই লেখাপড়া ছাড়ছিস্?"

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে মেয়েটি সলজ্জ অপ্রস্তুত ভাবে বলিল "কেন? বিয়ের পর কি আর লেখাপড়া হয় না?"

"হয়! যেমন সোফি টোফিদের হয়েছে।—পড়া বলে পড়া-সে!—একদম্—'স্বর্গ থেকে হোল প—ত—ন'—চমৎকার পড়া!"

সুনীতি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল "আহা, তোর কবে এমন পড়ার দিন হবে বেগম ?"

বেগম একটু হাসিয়া বলিল "সন তারিখ এখন ঠিক করে বল্‌তে পার্‌ছি নে। তবে আমায় যদি পড়্‌তে হয় তো, স্বর্গবাসের মত কায়েমী যোগ্যতাটা লাভ করেই তবে পড়্‌তে বস্‌ব, নচেৎ নয়! তোমাদের মত ননসেন্সী চালে ও-পথে চলছি নে!" কথাটা বলিয়াই বেগম হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল বলিল "দাঁড়া সোফিকে ডাকি,—সে পুরোণো পাপী, তোমার মত নূতন পাপী তার দলভুক্ত হতে যাচ্ছে শুন্‌লে আহ্লাদে গদ গদ হয়ে সে এখনি তোমায় দুশো 'থ্যাঙ্কের' ফার্ষ্ট প্রাইজ্‌ দিয়ে বস্‌বে!"

"আর তুমি? হাজার দুই গলাধাক্কা?—"

"সে বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ আছে? হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর কর্ত্তব্য যা, তা আমি অকুণ্ঠিত চিত্তেই সম্পাদন কর্‌ব। বস, এখন আমি আস্‌ছি।—" বেগম সদ্যঃ লেখা চিঠিখানা খামে মুড়িয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল "এখন নতুন বিয়ে কর্‌তে চলেছ,—এই বেলা প্রাণ খুলে চীৎকার করে তোমাদের সেই 'পিয়াসা টিয়াসা' নিয়ে রচা, বাঁধা গৎ এর স্ফূর্ত্তির গানগুলো মনের সুখে গেয়ে নাও! কারণ,—"

যোড়হাত করিয়া সুনীতি বলিল "দোহাই বেগম আমাকে ঠাট্টা ঠুট্টি যা কিছু কর্‌তে চাস্‌, আড়ালেই সবটা করে নে ভাই, সোফি দি'র সামনে কিছু বলিস্‌ টলিস্‌ নি। আমার ভয়ানক লজ্জা করে!"

সুগভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বেগম বলিল "তাই না কি? এখনও 'সরমজ্ঞানটা ধাতে বইছে!—নাঃ, লক্ষণ মোটেই ভাল নয়! সোফিকে

জরুরী তলব্ জানাতে হচ্ছে, এ সব ব্যাধির ঝাড়্ফুঁক্ তুকতাকে সে বিলক্ষণ ওস্তাদ আছে!"

সুনীতি বিপন্ন-বিচলিত ভাবে বলিল "ছাখ্ পালাব, তা হলে এবার।"

দারুণ অভিমানের সুরে বেগম বলিল "তা কি আর জানি নে গো ঠাক্‌রুণ! প্রাণ তোমার এখন সদাই পালাই পালাই করছে, তুমি কি আর তোমাতে আছ? নেহাৎ চক্ষুলজ্জার দায়ে একবার দর্শন দিতে এয়েছ। তাও ছল চাওয়া মন্‌সা ঠাক্‌রুণটি সেজে!"

হাসি মুখে সুনীতি বলিল "ছাখ্ বেগম, এবার মুখোমুখি ছেড়ে হাতা-হাতি সুরু কর্‌তে হবে, না হলে তোর মুখ বন্ধ কর্‌বার্ উপায় নাই!—"

"হ্যাঃ! তোমরা গোষ্ঠিসুদ্ধ সবাই তুনীয়ার সমস্ত কায ফেলে মনের সাধে একযাই বিয়ে করে চল,—আর আমি খুশী হয়ে তুলাখ্ হাত তালি পিটিয়ে চার লাখ বাহবা দিয়ে একটানে তারিফ্ করি, কেমন? ছাখ্, দশ বছর বয়েস থেকে আমার সঙ্গী সাথীদলের বিয়ে সুরু হওয়া দেখে আস্‌ছি প্রথম প্রথম বেশ আমোদ লাগত,—রাত জেগে বন্ধুদের "শুভ বিবাহে প্রীতি-উপহার" রচনা করতুমও ঝুড়ি ঝুড়ি! এগার বছর বয়সের নেহাৎ নাবালক সরলাটার বিয়ের সময় প্রীতি-উপহার লিখ্‌তে গিয়ে, অকুতোভয়ে বুক ঠুকে কবিবর নবীন সেনের বই থেকে 'কোট' করে দিয়েছিলুম ঃ—

"এতদিন এ অরণ্যে করিয়া ভ্রমণ,
স্থানে স্থানে মরীচিকা করি দরশন।
বেড়েছিল তৃষ্ণা তব, সুখের কারণ
জুড়াও,—পেয়েছ এবে অমৃত সদন।"

অবাক্

"সেই এগার বছর বয়সে সরলার মত একটা আস্ত বোকা জীব, যে কি 'মরীচিকাই' জীবনে দেখবার সময় পেলে, আর বিয়ে থেকে কি 'অমৃত-সদন'ই লাভ করে কৃতার্থ হয়ে গেল,—তার বিচার বিবেচনায় আমার লেশ মাত্র কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। বিয়ে বাড়ীর পাঠক পাঠিকা'রা দেখলুম, আমার চেয়েও বেশী কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন! তাঁরা কবিতা পড়ে, এইসা তারিফ্ ছাড়্লেন, যে দুঃখের কথা বল্‌ব কি,—মগজে রক্ত চড়ে আমি সাতদিন ঘুমুতেই পারলুম না!—"

বিদ্রূপের স্বরে সুনীতি বলিল "তারপর, আট দিনের দিন ঘুমটা অবশ্য ভাল রকমই হয়েছিল?"

"খুব ভাল রকম! কারণ সেই দিন সরলা শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে, তার দোজ-বরে বর, সপত্নী সন্তান চতুষ্টয়, এবং পরম পুণ্যশীলা শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কাহিনী সবিস্তারে বর্ণন করে, 'অমৃত সদনের' রহস্যভেদ করে ফেল্লে যখন, তখন ভয়ে বুকের রক্ত এমন শুকিয়ে গেল যে, ঘুমিয়ে পড়ে স্বস্তি লাভ করা ছাড়া আর পন্থা খুঁজে পেলুম না! সেই থেকে বিয়ের পদ্য লেখার সখ্ জন্মের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!—"

প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ সুরে, কপট অনুনয়ের সহিত সুনীতি বলিল "আমি অনুরোধ করছি ভাই,—আমার বিয়েটার একটা 'আনন্দোচ্ছ্বাস' টানন্দোচ্ছ্বাস লিখে উপহার দিস্।"

"দেব! দস্তুরমত আনন্দোচ্ছ্বাস 'টের' পাইয়েই দেব! চাঁদের আলো, মলয়ের হাওয়া কোকিলের ডাক,—সব কটাকে গলা টিপে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদেয় করে সোজাসুজি নিরেট গদ্য ভরা Life is dutyর ছবিখানা চোখের সামনে উজ্জ্বল বর্ণে এঁকে দেখিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি সুরেই বল্‌ব,—"ওগো

অসময়ে বিয়ে করবার জন্য, একান্ত অত্রাহি,—কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানবর্জ্জিত, বাংলার অকালকুষ্মাণ্ডদ্বয় ! আর দিন কতক সবুর করে, জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জ্জনে, একটু যোগ্যতর হয়ে বিবাহটা কর্‌লেই কি, এটা সত্যিকার 'শুভ-বিবাহ' হোত না ? এই যে শরীর-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থ-বিজ্ঞানকে আড়ে গিলে 'লেইম্ফে-ঝেইম্ফে' সাত-তাড়াতাড়ি তুফানে নৌকা ছেড়ে বাহাতুরী কর্‌তে যাচ্ছ,—মাঝ দরিয়ায় কালাপানির ঢেউয়ের তোড় সাম্‌লে চলবার মত শিক্ষা এবং শক্তিটা অর্জ্জন করা হয়েছে কি ? না, ব্যস্ততার তাড়ায় সে-সবের তোয়াক্কা না রেখেই, তুই ষ্টুপীডে তুজনের চোখ কাণা করে, 'অন্ধে অন্ধা ঠৈলিয়ে' নির্জ্জলা নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছ ? —"

সুনীতি বাধা দিয়া ব্যস্ত বিব্রত হইয়া বলিল "আহা, আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই আমি কারুর চোখ কাণা করে দিতে যাব ! বয়ে গেছে আমার ! তাখ বেগম যাকে যা বলতে ইচ্ছে হয় বল গে যা, আমায় কিন্তু, কিছু বল্‌তে পাবি নি খবর্দ্দার ! আমি ও-সবের কিছু জানিনে !"

বেগম খুব বিজ্ঞ ভাবে বলিল "আমি বিশ্বস্ত সূত্রে টের পেয়েছি, এই যা কথা ! তোমার সন্দেহ থাকে,—বিয়ের গোলমাল চুকে গেলে ফুরসৎ মত সে ভদ্রলোকের সঙ্গে মোকাবিলা করে নিও, তখন তো মুখোমুখি কথা বল্‌তে পার্‌বে বেশ চট্‌পট্‌ করে ?"

সুনীতি সকোপে বলিল "তোর ঠ্যাং ধরে আছাড় লাগাতে পার্‌লে তবে আমার গায়ের জ্বালা মেটে !"

"দোহাই মিসিস্ গুপ্তা ! তুমি না হয়, বিয়েই করছ, তাই বলে

গরীবের ঠ্যাং দুখানা যেন আহ্লাদের চোটে জখম করে দিও না ভাই! আমায় এখন নিজের পায়ে হাঁট্‌তে হবে,—বহুদূর!"

"কিন্তু এই বহুদূরের রাস্তার মাঝখানেই কেউ যেন আচম্‌কা এসে তোমায় গলা টিপে—"

"থাম্! থাম্! বেহায়া আর কাকে বলেরে? 'বিয়ের-কণে' তো নয়, যেন শিকারী বুল্‌ডগ্‌টি! চুপ্ করে, বিয়ের কবিতাটার উপসংহারটা কি হবে শোন—"

"আর উপসংহারের উপদ্রব সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না, তুই দূর্ হ। সোফি-দি'কে ডাক, তিনি তোর চেয়ে ঢের বেশী ভদ্দর-সদ্দর। খবর্দ্দার বল্‌ছি তাঁর সামনে বেয়াড়াপণা করিস্ নি।"

"সে দেখা যাবে।"—চৌকাঠ ডিঙ্গাইয়া দুয়ারের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া, বেগম প্রচ্ছন্ন দুষ্টামির হাসিমাখা মুখে সবিনয়ে বলিল "কবিতার উপসংহার সোফির সামনেই আওড়াব, কি বল দোস্ত? হাজার হোক্ সে আমাদের চেয়ে ঢের বেশী সিনিয়ার! আমার নির্জ্জলা গদ্যভরা কবিতাটার ওপর তার মতন ভুক্তভোগীরা কি মত প্রকাশ করে,—সেটা জেনে নিতে হবে, কেমন?—"

"তা হলে আমার পক্ষে এই বেলা চম্পট্‌দানই পরম শ্রেয়ঃ। কি বল?—"

"স্বচ্ছন্দে যাও! আমিও সকলের সামনে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে দিচ্ছি, যে রবিবারে শ্রীযুক্ত গুপ্ত বলে একটি 'ভদ্দর-আদ্‌মি' সুনীতিদের বাড়ীতে এসে হাজির হন,—"বহুদূর হতে বহু আশা করে!" সুনীতি তারি টানে, তাড়াতাড়ি ছুটে চলেছে,—শুধু মাত্র "বারেক ফিরিয়া চাহিতে!"

অবাক্

"ছ্যাখ্ বেগম—"

"চোখ রাঙিও না বন্ধু, কথাগুলা অত্যন্ত স্পষ্টাস্পষ্টি রকমে উচ্চারণ করতে হচ্ছে, বড় দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তোমাদের চোখে আঙুল দিয়ে না বল্লে,—তোমাদের আহাম্মকী ব্যাধির দাওয়াই বাৎলানো যাচ্ছে না যে !—"

সুনীতি অধীর ভাবে কি একটা কথা বলিতে গেল, কিন্তু বেগম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

৪

বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র লঘু চরণে, তুড়্ তুড়্ করিয়া সিঁড়ি বহিয়া দ্বিতলে পৌঁছিয়া বেগম, সতর্ক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে মাতার ঘরের দিকে চাহিল! দেখিল, তিনি খাটের উপর একটা বিলাতী কম্বল মুড়ি দিয়া, নিশ্চিন্ত মুখে ঘুমাইতেছেন, তাঁহার খাটের চারিপাশের ছয়টা বড় বড় জানালাই সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। বর্ষা—দ্বিপ্রহরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কোল বহিয়া হু হু শব্দে উত্তরে-বাতাস আসিয়া ঘরে ঢুকিতেছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বেগম অস্ফুট স্বরে বলিল "হুঁ! রোগা শরীরে এই 'জলো'-হাওয়ায় ঘুমুলে,—" কিন্তু মাতা সম্পূর্ণই নিদ্রিত! সুতরাং বাকী কথাটা সামলাইয়া লইয়া, বেগম নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল, সন্তর্পণে পাঁচটা জানালা বন্ধ করিল। মার গায়ে হাওয়া না লাগিয়াও যাহাতে ঘরে স্বচ্ছন্দে হাওয়া খেলিতে পারে, এমন ভাবে হিসাব করিয়া দুইটা দুয়ার ও জানালা খুলিয়া রাখিল।

আবার প্রত্যাবর্ত্তন। নীচের সিঁড়ি ধরিয়া নামিতে নামিতে, চিঠিখানা চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল, অত যত্নে দাগা হাতের অক্ষরগুলা,—ঠিক ছাপার অক্ষরের মত হইবার পক্ষে কোথাও কিছু ত্রুটি রহিল কি না, নিপুণ মনোযোগে, সেই ব্যাপারটা পরীক্ষা করিতে করিতে বেগম ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া ধাপ বাহিয়া নামিতে লাগিল।

হঠাৎ দুটি কচি বাহুর ব্যগ্র-কোমল বেষ্টনে চলন্ত হাঁটু দুইটা অতর্কিতে বন্দী হইয়া গেল! চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বেগম দেখিল, ছয়

বছর বয়সের ছোট বোনটি! হাসিয়া বেগম মিহিস্বুরে বলিল "কি মৎলব Signior?"

মেয়েটি খুব সপ্রতিভ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখে বলিল "কিছু নয়, তুমি বেহুঁস্ হয়ে পড়্তে পড়্তে আসছ কি না, তাই একটু ডর্ মালুম্ করাবার মৎলবে ছিলুম।"

হাসি মুখে হেঁট হইয়া বোনটির কপালে স্নেহের চুমা বর্ষণ করিয়া বেগম উচ্ছ্বসিত প্রশংসার স্বরে বলিল "আহা সাধু সাধু! বহু ধন্যবাদ! এবার হাত দুখানি খুলে নাও।"

খুলিয়া লওয়া দূরে থাক্,—সে গভীর মমতাভরে প্রাণপণ শক্তিতে বেগমের পা দুখানা আরও জড়াইয়া ধরিল। পরম আগ্রহ ভরে হাসিমুখে আব্দারের সুরে বলিল "আচ্ছা, তুমি একবার এইখেনে 'সুপ্টি' করে বোস-না, আমি তোমায় একটু আদর করি,—বেশী কিছু নয়, শুধু চুমো খাব।"

কারণে অকারণে বোনটির যখন তখন এমনি ভাবে বড় ভাই বোনদের আদর করিবার ঝোঁক চাপে। উচ্ছ্বাসের মাথায় তাড়াতাড়ি কথা বলিতে গেলেও বেচারা, ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণে বড় বেশী রকম গোলমাল করিয়া ফেলে!—সুতরাং 'সুপ্টি' করিয়া বসিবার আদেশ পাইয়া বেগম বিনাবাক্যে চুপটি করিয়া সেইখানেই সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল।

মেয়েটি দুহাতে বেগমের গলা জড়াইয়া ধরিল। এগালে ওগালে চুমা খাইতে খাইতে সহসা কি মনে পড়ায়—থামিয়া হাসিমুখে বলিল "আমি এক্টা নতুন 'গাল'—শিখেছি, তুমি শুন্লে রাগ কর্বে না বুবু?"

গম্ভীর হইয়া বেগম বলিল "গাল? কি গাল?"

অবাক্

"নাক্-কুচি !"

অর্থাৎ, রাক্ষসী !—ঈষৎ হাসিয়া বেগম বলিল "তা নাক্-কুচি কান্-কুচির গাল শেখায় সময় নষ্ট না করে পড়ার বানানগুলো শেখায় মন দিলে, অনেক কাজ হয়। চট্ করে বানান্ কর,—'বড় গাছ'।"

সে অম্লান-বদনে তৎক্ষণাৎ বলিল "ব' ডয়ে শূন্য ড়, আর ঘ' এ আকার, ত ? বড় গাছ !"

"বাঃ ! চমৎকার বানান্ ! 'বড় ঘাত' ! 'ঘাত' মানে কি জানো ? এই এম্নি করে তোমার মাথাটা ধরে দেয়ালে ঠুকে দিলে, ঠক্ করে ওই যে লাগ্‌বে, ওই লাগাটাকে 'ঘাত' বা আঘাত বলে, যেমন চপেটাঘাত। এই ন্যাখ না,—একহাত ঠুকে দেখিয়ে দি, নাহয়—"

মহা আপত্তির সহিত বড় বোনকে নিরস্ত করিয়া, ছোট বোন বলিল "আহা, তাই বুঝি ! ঘা—আর ত, 'গাছ' নয় ? যাও তুমি বড়-বোকা।"

মহা তর্ক বাধিয়া গেল। কিন্তু তর্কটা বেশী দূর পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই, বাড়ীর পাশের সদর রাস্তা দিয়া কোন এক সঙ্গীত-বিজ্ঞান পারদর্শী বালক-পথিক নিজমনেই বেখাপ্পা সুরে কি একটা গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। মুহূর্ত্তে শিশুর ক্ষিপ্র মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হইল ! তর্ক ছাড়িয়া—হঠাৎ সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল "আহা-হা ! 'সেলে' কি গানই 'গাইসেন্' !"—বলিয়াই সে উৎকট ব্যঙ্গভরা সুরে নিজ মনেই সকৌতুকে ঘাড় দুলাইয়া আবৃত্তি করিল "আমায়—মেরো না, মেরো না, মেরো না !"—আবার সুট্‌তে সুট্‌তে রাস্তায় যাওয়া হচ্ছে ! নিশ্‌সয় কোনো 'সোট্ট' মতন্ 'সেলে'।—"

শিশু-চিত্তের দ্রুত-অনুধাবন শক্তি দেখিয়া বেগম প্রীত মুখে হাসিল !

কিন্তু শিশু-মনোবিজ্ঞান লইয়া আলোচনার সময় তখন নাই,—সোফিয়ার চিঠিখানা, সত্বর বিলি করা চাই। উঠিবার উদ্যোগ করিয়া বলিল "হোসেন কোথায় রে?"

হোসেন বাড়ীর ছোট একটি চাকর।

হোসেনের নাম শুনিয়া, মেয়েটি হঠাৎ যেন অবাক্ হইয়া গেল!—নিষ্পলক নয়নে বেগমের মুখের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া,—সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল "কেন বল দেখি?"

সংসারে অনেক ব্যাপারে বেগম মনোযোগ দিবার সময় পাইত না বটে, কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতির বৈচিত্র্য—পর্য্যবেক্ষণ করিবার দিকে তাহার উৎসাহ ছিল অসীম! সুতরাং প্রত্যেক মানুষের ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিবার বিষয়ে, তাহার চক্ষু কর্ণ সর্ব্বদাই সচেতন হইয়া থাকিত।

বোনটির বিচলিত ভাব ও আকস্মিক প্রশ্নের ভঙ্গী দেখিয়া, বেগম স্পষ্ট বুঝিল, নিশ্চয়ই সেই নিরীহ বোকারাম ছেলেটার সম্বন্ধে কোন গুরুতর দুঃসংবাদ আছে! ঝি চাকর মহলে বোনটির দৌরাত্ম্যের প্রতাপ সর্ব্বজন-বিদিত! তাহারা সহজে কেউ অভিযোগ কারিতে চাহে না, এমন কি পুরাতন ঝি চাকররা, এই দুষ্ট শিশুটাকে বেশ অযথা রকমেই প্রশ্রয় দিয়া চলে; কিন্তু সেটা খুব আনন্দের বিষয় নয়।—শিশুই আদরের জিনিস, কিন্তু শিশুর অন্যায়টাও যে আদর পাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইবে, এটা কথনই প্রার্থনীয় নয়। বরং অন্যায়ের মাহাত্ম্যটা শিশু যাহাতে চট্‌পট্ বুঝিতে পারে, এবং নিজেই নিজেকে ন্যায় পথে চালাইবার জন্য সতর্ক হইতে শিখে—সেদিকে অভিভাবকদের দায়িত্ব জ্ঞান থাকা খুব দরকার।

পিতার আদেশে, বেগম এ দিকটায় সতর্ক দৃষ্টি রাখিত। বোনটির

মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বেশ কোমলভাবে বলিল "কোথায় সে ? তাকে আমার দরকার আছে।"

চতুর শিশু সে প্রশ্নটা বেমালুম চাপা দিয়া, পরম আগ্রহে বেগমের গলা জড়াইয়া ধরিল। বিশেষ আগ্রহভরে আদর জানাইয়া বলিল "কেন বল-না ? চিঠি ফেল্‌তে হবে, নয় ? দাও-না আমায়, বুড়ো দরওয়ানকে দিয়ে আস্‌ছি, সে ডাকঘরে ফেলে দিয়ে আস্‌বে। নর্দ্দমায় ফেলতে 'মানা' কর্‌ব,—সে নর্দ্দমায় ফেলে না। হোসেন 'সেলে' মানুষ, সে হয় ত নর্দ্দমায় ফেলে দিয়ে আস্‌বে, আমায় দাও।"

মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া বেগম বলিল "তোমার এত হিতৈষিতার মানেটা কি বল দেখি ? নিশ্চয় কিছু অন্যায় কীর্ত্তি করা হয়েছে, নয় ? দাঁড়াও সন্ধান নিতে হচ্ছে—"

মহা অপ্রস্তুত হইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া, সে ব্যতিব্যস্তভাবে কি একটা কৈফিয়ৎ দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তার আগেই, সিঁড়ির নীচে হইতে হোসেন সবিনয়ে জানাইল "সে বারেণ্ডায় বসিয়া আলোগুলা সাফ্ করিতেছিল, আর 'বুৎরু-জী', অতর্কিতে আবির্ভূত হইয়া তাহার মাথায় একমুঠা বালি ছড়াইয়া দিয়া, এইমাত্র পলাইয়া আসিতেছেন!"

আর যায় কোথা! মুহূর্ত্তে সিঁড়ির উপর ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া, 'বুৎরু-জী' প্রচুর অপ্রস্তুত লজ্জার উচ্ছ্বাসে মুক্ত কণ্ঠে খিল্ খিল্ হাসি সুরু করিয়া দিলেন! এত বড় ভীষণ দুষ্কার্য্যটা সাধন করিয়া আসিয়াও, সে কেমন সুন্দর দক্ষতার সহিত বেগমের পথ রোধ করিয়া, তাহাকে আদর আপ্যায়নের চোটে সব ভুলাইয়া দিয়াছিল! বেগম এতক্ষণ কিছু টেরও পায় নাই।

হাসি চাপিয়া বেগম গম্ভীর হইয়া বলিল "ওঠো, জবাব দাও। কেন ও বেচারার মাথায় বালি ছড়িয়ে দিয়েছ ?"

কিন্তু যাহাকে প্রশ্ন করা হইল, সে তখন,—হাস্যাবেগে অধীর! অগত্যা হোসেন বেচারাই সলজ্জ বিনীতভাবে যাহা জানাইল তাহার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বেগম বুঝিল এই যে, ছোট বোনটি উঠানে বসিয়া, এক গাদা বালি লইয়া, মনের সুখে খেলা করিতেছিল, এমন সময় হোসেনের সেই দিকে নজর পড়ে; বর্ষার জল-স্যাঁৎসেতে ভিজা উঠানে, ভিজা বালি লইয়া খেলা করাটা স্বাস্থ্যের প্রতিকূল ভাবিয়া, হোসেন তাহাকে পুনঃ পুনঃ উপরে যাইবার অনুরোধ করে। বোনটি অগত্যা খেলা ছাড়িয়া উঠে, এবং উপরে যাইবার সময় হিতাকাঙ্ক্ষী ভৃত্যটির মাথায় সাদরে একমুঠা বালি বর্ষণ করিয়া, তাহার শুভাকাঙ্ক্ষার পুরস্কার দান করিয়া যায়!

বেগম খুব কড়াভাবে বলিল "কাজটা ভাল হয় নি, মোটেই না! ওঠো, নিজের হাতে কাণ মলে নিজের গালে চড় লাগাও।"

বোনটি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বিনাবাক্যে গম্ভীর মুখে আদেশ পালন করিল। তারপর বেগমের ভর্ৎসনায় তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য স্বীকার করিতে হইল যে, এরূপ অন্যায় বাড়ীর কাহারও সঙ্গে সে আর করিবে না, স্কুলের কোন মেয়ের সঙ্গেও নয়।

উপরের দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করিয়া বেগম বলিল "যাও, শ্লেটে লেখ গে। সাবধান চেঁচামেচি করে আম্মার ঘুম ভাঙিও না যেন।"

সে ঘাড় গুঁজিয়া টুক্ টুক্ করিয়া উপরে চলিয়া গেল।

হোসেনের হাতে চিঠিখানি দিয়া পার্শ্বের বাড়ীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বেগম বলিল "সোফিকে দিয়ে এস। উকীল সাহেব চলে গেছেন, নয় ?"

অবাক্

"অনেকক্ষণ।"

"আচ্ছা যাও"—বলিয়া বেগম উপরে উঠিল। মাতার ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, তিনি নিরুপদ্রবে ঘুমাইতেছেন; অন্যদিক দিয়া ঘুরিয়া গিয়া, সদ্যঃ শাসিত ছোট বোনটির পড়ার ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল সে শ্লেটপেন্সিল বর্ণপরিচয়, এবং একরাশ পুরাতন ও নূতন 'সন্দেশ' মাসিক পত্রিকা লইয়া ঘরের মেঝের বিপুল আয়োজন সাজাইয়া বসিয়া,—শ্লেটে দাঁড়ি টানিয়া "অজ" "আম" লিখিতে লিখিতে, নিজ মনেই গুণ্ গুণ্ সুরে প্রসন্ন মুখে কবিতা আওড়াইতেছেঃ—"যদুরে আমার আদুরে গোপাল···।"

বেগমের মন পরিপূর্ণ সন্তোষে ভরিয়া উঠিল! অন্যায়ের জন্য শাসিত হইয়া বোনটি যে কোন দুঃখ-অভিমানের ভারে কচি-মনটিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে নাই,—ইহাই যথেষ্ট স্বস্তির বিষয়! ঘরে ঢুকিয়া কিছুমাত্র অনাবশ্যক ভূমিকা না করিয়া, প্রসন্ন মুখে বলিল "ছাখো—জি, তুমি কিছু মনে-টনে কোর না, বুঝ্লে? তোমায় আমি খুব ভালবাসি, কিন্তু তোমার অন্যায়কে মোটেই—দুচক্ষে দেখ্তে পারি নে আমি, জান্লে?'

চট্ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ফ্রক্ উল্টাইয়া মুখে ঢাকা দিয়া বোনটি সলজ্জ অনুযোগের সুরে বলিল "আচ্ছা যাও, পেস্।"

কাছে আসিয়া সস্নেহে বোনটির ঘাড় চাপ্ড়াইয়া বেগম বলিল "আহা, যেন, ঘাড়ভাঙা পুতুলটি রে! এবার সাতুর বইয়ের সেই কবিতাটা আওড়াও তো—" বলিয়াই ছোট বোনটির বিকৃত-উচ্চারণ ভঙ্গিমার অনুকরণে বেগম সহাস্যে বলিল "কি, কি,—'বোল্ ওলো পাখীগুলি কল্ কল্ কলে। কি মদুল আখি চুক্ নল্ নল্ কলে'—নয়-জি?"

অবাক্

'জী' মহাশয়া তদুত্তরে বেগমের হাঁটুতে একটি ছোট্ট চপেটাঘাত বসাইয়া,—শোচনীয় দুঃখে, সানুনাসিক স্বরে বলিলেন "যাঁ-ও !"

"বহুৎ আচ্ছা। চল্লুম, মন দিয়ে পড়।" হেঁট হইয়া বোনের কপালে চুমা খাইয়া বেগম হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল। দুয়ারের বাহিরে পা বাড়াইবা মাত্র শুনিল ঘরের ভিতর উৎসাহ-মুখর কণ্ঠে পড়া সুরু হইয়া গিয়াছে,—"ব, ডয়ে শূন্য ড়, গ'এয়ে আকার ছ,—বড় গাছ।"

৫

ত্রিতলে উঠিয়া বেগম দেখিল সুনীতি ইতিমধ্যে তাহার ইজি চেয়ার-খানায় এলাইয়া পড়িয়া, বেশ নিশ্চিন্ত নিদ্রার আয়োজন করিতেছে। চক্ষু দুটি সম্পূর্ণ বন্ধ।

কাছে আসিয়া বেগম বলিল, "কি বন্ধু, নির্জ্জনতার অবকাশ পেয়ে, এবার কি অখণ্ড মনোযোগে, 'গুপ্ত' তত্ত্ব ধ্যান সুরু করেছ?"

আলস্যের অবসাদ-জড়ানো চক্ষু দুটি কষ্টে-সৃষ্টে একটু খুলিয়া, মৃদু হাসি-মাখা মুখে সুনীতি বলিল "সতি-সত্যি ক্ষেপিয়ে তুল্‌বি, না কি?"

"তুমি আর কোন্ খানটায় প্রকৃতিস্থ আছ বল—?"

"যা যা, বাঁদরামো করিস্ নি, সোফি দি কই?"

"সোফিদির জন্যে আজ নাড়ীর টান যে বড্ডই বেশী দেখ্‌তে পাচ্ছি, কেন বল দেখি? মৎলব কি?"

"তোমার শ্রাদ্ধ! আর পিণ্ডী! তুই আজকাল কি বে-আদব্ হয়ে উঠেছিস্ বল দেখি?"

"আহা বন্ধু আমার! তোমাদের চেহারা-মূর্ত্তিতে যা আদব-কায়দার জলুস ফুটে উঠেছে, তাহাতেই চোখ আমার ধাঁধিয়ে গেছে! এর পর কাণ্ডজ্ঞান স্মরণ রেখে চল্‌তে গেলে তোমাদের সঙ্গে লাঠালাটী হওয়াটা যে একদম্ অনিবার্য্য!—তার চেয়ে বে-আদবির ওপর দিয়ে রফা করে চলাটাই মঙ্গল!—"

বেগম হাসিমুখে চেয়ারে বসিল! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাই তুলিয়া

আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিল "নাঃ, সোফি আমায় দার্শনিক, আধ্যাত্মিক বলে বড্ড গালাগালি করে, এর শোধ আমি তুল্‌বই! আমি এবার চটে-মটে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছি,—আমি খুব ভয়ানক ধরণের ফাজিল বে-আদব হব-ই! আর তোমাদের সব-কটাকে প্রত্যেক ভুলের জন্য, এমন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারব যে,—আচ্ছা, সেটা এখন মনে মনেই থাক, আপাততঃ Go your way; you will be wiser when you have suffered for your folly."

ঈষৎ হাসিয়া সুনীতি বলিল "আমাদের ভুলের জন্য নির্দ্দয়ভাবে দণ্ড দেবার লোকের অভাব কখনই হয় না বেগম, অভাব শুধু সহৃদয়ভাবে সাহায্য কর্‌বার মানুষের! বাস্তবিক আমার মনটা এক এক সময় এমন বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে,—কি যে বুঝ্‌লেন্ বাপ মা, জানি নে, সাত তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেল্লেন! আর দু পাঁচ বছর পরে হলে কি এমন ক্ষতি হোত? অথচ আমার ভবিষ্যতের পক্ষে প্রয়োজনীয়, অনেক শিক্ষা-সাধনা, অভিজ্ঞতা আমি এই সময়টায় সঞ্চয় করে নিতে পার্‌তুম্।"

ক্ষুণ্ণভাবে বেগম বলিল "দ্যাখ্ ভাই, এই খানটায় শুধু নির্ব্বিচারে মাথা হেঁট করে থাক্‌তে বাধ্য হই, যেখানটায় অভিভাবকদের বিচার বিবেচনা নিয়ে কথা ওঠে! তাঁরা আমাদের মঙ্গলের জন্যেই প্রাণপণে চেষ্টা করেন, তা জানি,—কিন্তু তাঁরা অনেক সময়ই ভুলে যান যে, প্রত্যেক সত্যেরই দুটো দিক আছে,—আর সেই দুটো দিককেই বিশেষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরীক্ষা করা দরকার!—আচ্ছা,—এই যে তোর ছ' মাস পরে বি, এ এগ্‌জামিন, এ্যাটর্নী জীও কি এ কথাটা ভেবে দেখলেন্ না? নাঃ, তিনি শুধুই জিতেন্দ্র গুপ্ত নয়?"

সুনীতি হাসিয়া ফেলিল ! এবং পরক্ষণে নিজের হাসিতে অপ্রস্তুত হইয়া সকোপে বলিল "আর বলিস্ কেন ভাই ? তিনিই তো যত অনিষ্টের মূল ! আমি যেন নিজের চাড়ে এদ্দিন কিছুই লেখাপড়া কর্‌তে পারি নি, তাই তিনি পরীক্ষা-সাগর পার কর্‌বার জন্যে তাড়াতাড়ি আজ আমার কর্ণধার হতে এলেন !"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বেগম বলিল "শুভ ! শুভ ! শুভ ! তা হলে মাষ্টারের হাতে নির্ভয়ে কাণ দুটো দান করে ফেল !—পয়লা নম্বরের লাফ মেরে পরীক্ষা সাগর ডিঙিয়ে যাবে, কুছ্ পরোয়া নেই,—মোদ্দা সম্‌ঝে চোলো—"

ব্যঙ্গ সুরে সুনীতি বলিল "বাধিত হলুম !--" তারপর হাসি মুখে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সলজ্জ স্মিত মুখে বলিল "আচ্ছা বেগম, অকপটে সত্যি বল,—এই সব যোগাযোগের সংঘটন সত্ত্বেও কি আমায় তুই 'take your wings and fly away' বলে আর পরামর্শ দিতে পারিস্ ?"

বেগমের মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীর স্বরে বলিল "ঠাট্টা নয় সুনীতি, দুনিয়ার সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা এপর্য্যন্ত লাভ করেছি, আর নিজের চোখে, চার পাশের অবস্থাটা যতদূর পর্য্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছি,—এ পর্য্যন্ত,—তাতে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি ! 'কাল তোর বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে, আচ্ছা আজ তাহ'লে তুই ডানা ঝাড়া দিয়ে উড়ে পালা,—' এ-কথাটা যে কেবল তোর মত অন্তরঙ্গ বন্ধুকেই ঠাট্টা করে বলতে পারি, এটা মনেও করিস্ নি ভাই ! এখানে এমন নির্দ্দয় অবস্থাদ্বন্দ্বে তীব্র নিষ্পীড়িত অনেক দুর্ভাগার শোচনীয়

মরণ চোখের উপর দেখলুম, যাদের মৃত্যুশোক ব্যথাটার সঙ্গে ঐ কথাটার মত কতকগুলো বিষয় আমার বুকে তীরের মত গেঁথে গেছে চিরদিনের জন্য।”—হঠাৎ বেগম চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের মেঝেয় পায়চারী করিতে সুরু দিল। ভিতরে—অকস্মাৎ একটা তীব্র ব্যথার উত্তেজনাকে সে যে নিঃশব্দে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে, সেটা তাহার ক্ষুব্ধ বিচলিত মুখভাব দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল। সুনীতি চুপ করিয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে বেগম আসিয়া সুনীতির সামনে দাঁড়াইল। সুনীতির কাঁধে দুহাত রাখিয়া স্নেহময় স্বরে বলিল “বিয়ে করে সংসার পাতাতে চলেছিস্, বেশ ভালই, খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন; কিন্তু ভুলে যাস্ নি ভাই এদেশের অনেক হতভাগা হতভাগীর জন্যে অনেক কিছু ভাববার আর করবার কাজ আমাদের আছে, তাদের দুঃখে নিশ্চিন্ত থাকাটা আমাদের চলবে না।”

দু’হাতে মুখ ঢাকিয়া সুনীতি বলিল “আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র বড় সঙ্কীর্ণ ভাই,—বড় সঙ্কীর্ণ! দুঃসাহসী আর emotional ভিন্ন কেউ সে কর্ম্মক্ষেত্রে বড় আশা নিয়ে এগোতে পারে না, কিন্তু তার পরিণাম কি হয়, তাও তো দেখেছ?”

বেগমের চোখ জ্বলিয়া উঠিল! ঈষৎ তীব্র স্বরে সে বলিল “দেখেছি! কিন্তু discriminative এর সূক্ষ্মদর্শিতার দোহাই দিয়ে অসহায় দুর্ব্বলের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ব্যাপারটাকে নির্ব্বিকার ঔদাস্যে বসে বসে দেখ্‌ব, আর সস্তার হাততালি, আর আরাম উপভোগ করে পুণ্যসঞ্চয় কর্‌ব, এ প্রার্থনা আমার কুষ্ঠিতেই লেখে নাই! আর্ত্তের ব্যথায় যার প্রাণ বিচলিত

হয়, বিপদগ্রস্ত অসহায়কে সাহায্য করবার জন্যে যে স্বেচ্ছায় নিজের বিপদকে ডেকে আনে, তাকে তোমরা emotional বল, অবিবেচক বল,—যা খুসী বলে গাল দাও,—সে আমার পূজার্হ! কারণ সে সাহসী, আর তার উদ্দেশ্য সৎ!"

"কিন্তু নিজের ক্ষমতার দৌড় বুঝে চলাটাও উচিত,—সকলের পক্ষে।"

"এক শো বার! কিন্তু ক্ষমতাও হাতপা গুটিয়ে বসে থাক্‌লে, আচম্‌কা ভুঁই-ফোঁড় হয়ে উঠে না। জ্ঞান আর কর্ম্মের পথ ধরে খাট্‌তে খাট্‌তেই মানুষের ক্ষমতা জেগে ওঠে,—এটা মনে রেখে চল্‌তে হবে।"

হোসেন দুয়ারের সামনে আসিয়া বলিল "চিঠি দিলেন। আপনাদের ওইখানে যেতে বল্লেন।"

হোসেনের হাত হইতে চিঠি লইয়া বেগম নীরবে পড়িল। তারপর অপ্রসন্নভাবে বলিল "দ্যাখদেখি ভাই, সোফি ষ্টুপীডের ওপর সাধে রাগ করি! আবার ছেলেটার সর্দ্দিজ্বর ধরিয়েছে!—আর, সর্দ্দিজ্বরেরই বা অপরাধ কি বল? পর্শু রাত্রে,—এই বর্ষা-বাদলের দিনে, দুই মূর্ত্তিমান বায়স্কোপ দেখ্‌তে গেলেন, ছেলেগুলোকে নিয়ে! হুঁ!"

নিতান্তই অপ্রসন্নভাবে টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া একটা থার্ম্মমেটার ও একখানা খাতা বাহির করিয়া, বেগম বলিল "চল, একবার পাপের প্রাশ্চিত্তির ভোগ কর্‌তে যাওয়া যাক্! বাস্তবিক, এই সব পাপগুলোর জ্বালা ভোগ কর্‌তেই আমাদের সব সময় কেটে যায়,—এদের অত্যাচারে,—নাঃ! এতটুকু নিশ্চিন্ত হয়ে যে দেশের দশের দুঃখ-দুশ্চিন্তা প্রতিকারের চেষ্টায়, আমাদের চিন্তাশক্তিকে খাটাব, কি কোন কাজে লাগ্‌ব,—তার ফুরসুৎ আমাদের মোটেই নাই!—"

অবাক

বিদ্রূপের স্বরে সুনীতি বলিল, "হুঁ! এর ওপর আবার সোফি-দি তোমায় বলেন কি না বিয়ে কর্‌তে! কি ভয়ানক অন্যায়?"

বেগম কোন উত্তর দিল না, শুধু একটু হাসিল।

অত্যন্ত বিস্ময়ের ভান করিয়া সুনীতি বলিল "গরম জবাবের পরিবর্ত্তে নরম হাসি! উহুঁ, লক্ষণ মোটেই ভাল নয়! নিম্‌রাজী, না কি বন্ধু?"

"নিশ্চয়! তোমাদের এমন সব দৃষ্টান্ত চোখের সামনে দুবেলা দেখেও যদি লোভে না পড়ি, তবে আমার জীবনটাই বৃথা! এখন চল।—"

সুনীতিকে টানিয়া লইয়া বেগম নীচে চলিল।

পাশাপাশি বাড়ী। দুই বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করিবার জন্যে, নীচের উঠানের মধ্য দিয়া পথ। দুজনে আসিয়া সোফিয়ার বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া, বরাবর দ্বিতলে উঠিল।

দ্বিতলের বারেণ্ডায় একটা দাসী উৎসুক-ভাবে অপেক্ষা করিতে-ছিল। বেগম ও সুনীতিকে দেখিয়াই তটস্থভাবে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া হাসিমুখে বলিল "আসুন, আসুন,—এই ঘরে—" সে হাত বাড়াইয়া সোফিয়ার শয়ন-কক্ষের দ্বার নির্দ্দেশ করিল।

বেগম হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। সংশয়ের দৃষ্টিতে দাসীটার মুখপানে চাহিয়া,—সন্দিগ্ধভাবে বলিল "খবর কি? বিবিসাহেবার ফর্‌মাস মত আমার পেছনে আবার যড়যন্ত্রে লেগেছে না কি?"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া, হাসি সামলাইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি মুখে আঁচল চাপা দিল। মাথা নাড়া দিয়া সলজ্জ বিনয়ে বলিল "তৌবা! উকীল সাহেব এতক্ষণ টিহরণপর' চড়ে দেশ ছাড়া হয়ে গেছেন! আর সত্যি বাড়ীতে কেউ নাই,—আসুন।"

অবাক্

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চাহিয়া বেগম বলিল "ভাখো, ঠিক বল্‌ছ তো? না, পট্টি বাজী?"

সে অত্যন্ত লজ্জা বিব্রত হইয়া বলিল "তৌবা, আল্লা কসম!—আমি মিথ্যে বলি নি, আপনি নিজে দেখুন—"

সোফিয়ার শয়নকক্ষের পর্দ্দাটা সরান'ই ছিল; বেগম অগ্রসর হইয়া, চৌকাঠের এদিক হইতেই মুখ বাড়াইয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিল,—দেখিল ঘরে বাস্তবিকই তৃতীয় প্রাণী কেহ নাই; শুধু সোফিয়া তাহার ছোট ছেলেটিকে পাশে লইয়া বিছানার উপর শুইয়া আছে। সোফিয়া ঘুমাইতেছে কি জাগিয়া আছে, তাহা বলা কঠিন,—কারণ সে সম্পূর্ণ নিস্পন্দ হইয়া, শুইয়া আছে—আর তাহার মুখে চাপা রহিয়াছে একটা নীল রং'এর সিল্কের রুমাল।

সুনীতি পিছনে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতেছিল। সে ইহাদের দুই ভগিনীর রঙ্গ কৌতুকের সংবাদ জানে—কিছু কিছু! বেগমের লেখা-পড়া চর্চ্চার উৎসাহটার জন্য ভগিনীপতি না কি, তাহাকে বড় বেশী ঠাট্টা করেন!—অন্ততঃ সোফিয়া তো এই রকমই সাক্ষ্য দেয়! কিন্তু তার কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা,—সে খবরের সন্ধান বেগম কখনই খোঁজ লইয়া দেখে নাই,—সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ই উদাসীন! তবে সে একান্তই নারাজ ছিল, শুধু ভগিনীপতির সামনে বাহির হইতে।—

কিন্তু বেগম যে কাজে অনিচ্ছুক, সেই কাজটাই বেগমের দ্বারা সম্পাদন করাইতেই সোফিয়ার ব্রহ্মাণ্ড-ভেদী উৎসাহ!—ছল, বল, কৌশল,—অনেক উপায় অবলম্বন করা হইল, কিন্তু বেগমের দৃষ্টিশক্তির না কি এমনই একটা বিশেষত্ব ছিল,—সে সোফিয়ার মুখ দেখিলেই, অক্লেশে

তাহার মৎলব ঠাহরাইয়া ফেলিত ! সুতরাং প্রতি বারই সোফিয়ার ষড়যন্ত্র পণ্ড হইত !

বারে বারে পরাজিত হইয়া, শেষে সোফিয়া অনেক কষ্টে ভাবিয়া চিন্তিয়া,—নিজের মুখখানা আড়ালে রাখিয়া কার্য্য হাঁসিল করিবার মত, একটা সহজ সদুপায় একবার আবিষ্কার করিয়াছিল। সে ব্যাপারটা এই— একদা সোফিয়া সংসার খরচের মাসকাবারি হিসাব মিলাইবার জরুর তাগাদা জানাইয়া, নিরপরাধ স্বামীকে একদিন অসময়ে গৃহে আট্‌কাইয়া রাখিয়া,— মন্ত্র-দীক্ষিতা দাসীকে বেগমের কাছে পাঠাইয়া দেয়।

দাসী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া, সটান ত্রিতলে উঠিয়া, একেবারে বেগমের পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িল, উদ্বেগ-ব্যাকুল মুখে, হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া জানাইল—"বড় বিপদ ! গৃহকর্ত্তা আদালত চলিয়া গিয়াছেন, গৃহিনী ঠাকুরাণী ইত্যবসরে মেঝের উপর পা পিছলাইয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়াছেন ! শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে !"

বেগম সেইমাত্র কলেজ যাইবার সাজসজ্জা ঠিক করিয়া বইগুলি গুছাইতেছিল, দাসীর সংবাদ শুনিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল—অন্য সব সময় সতর্ক হইয়া চলা যায়,—কিন্তু এ হেন আকস্মিক দুর্ঘটনার মুখে কি, নিজের সম্বন্ধে কোন দুর্ভাবনা ভাবিবার সময় আছে ? বই ফেলিয়া সে নিঃসন্দেহে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ছুটিল। দাসীও যথাসাধ্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে করিতে পাছু লইল।

কিন্তু সোফিয়ার শয়নকক্ষে পা দিয়াই বেগম হঠাৎ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল !—এ কি ! গৃহকর্ত্তা যে সশরীরে চেয়ারে বসিয়া !—আর গৃহকর্ত্রীটি ততোধিক সুস্থ শরীরে, স্বচ্ছন্দ মেজাজে,—তাঁহার হিসাব

বুঝিবার বুদ্ধির ত্রুটি লইয়া,—অত্যন্ত আরামে কি-সব কটুকাটব্য বর্ষণে নিযুক্ত !

বেগমের জুতার শব্দে দুজনেই উৎসুক-দৃষ্টিতে দুয়ারের দিকে চাহিলেন। বেগম অবাক্ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইতেই,—মুহূর্ত্তে সোফিয়া হিসাবের খাতা ফেলিয়া, চক্ষের নিমেষে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, উচ্চ উচ্ছ্বাসে হাসিয়া স্বামীকে বলিল, "এই নাও ! এতক্ষণে আমার হিসেব মিলেছে ! বুঝ্‌লে ?"

সামনে অকস্মাৎ আবির্ভূত তরুণীর, বিস্ময়-বিমূঢ়—বিপন্ন ভাবটা চোখে ঠেকিতেই, ভদ্রলোকটি ত্রস্তে দৃষ্টি নামাইয়া, ব্যস্তভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই,—নিতান্ত অপ্রত্যাশিভাবে, স্ত্রীর সুমধুর মন্তব্যটা কর্ণগোচর হইবামাত্র,—তিনি অধিকতর অপ্রস্তুত হইয়া, বিনাবাক্যে মুখ ফিরাইয়া অন্য দুয়ার দিয়া ঘর ছাড়িবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু বেগম তাঁহাকে ততটা কষ্ট স্বীকারের সুযোগ দিতে মোটেই প্রস্তুত নয় !—সে, যাহাঁতক্ দেখিল ভগিনীপতি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নিজে সরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন,—তাহাঁতক্ ভগিনীটির ঘাড় ধরিয়া—বিনাবাক্যে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল ! সোফিয়াকে অবশ্য টানিয়া লইয়াই ! সোফিয়াও অবশ্য পরিত্রাণের চেষ্টায় ঝটাপটি করিতে কিছু মাত্র কসুর রাখিল না ! কিন্তু সব নিষ্ফল !—বেগমের কলেজ-পড়া বিদ্যা বুদ্ধির উপর সোফিয়ার রাগ, যতই জোরতালে বর্ষিত হইবার ক্ষমতা রাখুক, কিন্তু গায়ের জোরে বেগমের সঙ্গে 'পারিয়া উঠিবার' ক্ষমতা তাহার মোটেই ছিল না !

অবাক্

বেগম ঘাড় ধরিয়া তাহাকে বারেণ্ডায় আনিয়া সতর্ক-দৃষ্টিতে একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল, কেউ কোথাও আছে কি না? তার পর সোফিয়াকে সামনাসাম্‌নি দাঁড় করাইয়া এক হাতে তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিল, অন্য হাতের তর্জ্জনী তাহার মুখের কাছে আস্ফালন করিয়া,—সদ্যঃপঠিত একখানা ইংরেজি উপন্যাসের মহাবল-পরাক্রান্ত মহামানুষ নায়কটির মতই ধীর-গম্ভীরভাবে বলিল, "তুই আমার হাতে আত্মসমর্পণ কর্‌লি কি না বল? এই রকম বদ্‌মাইসি কুটবুদ্ধি নিয়ে আর আমার সঙ্গে লাগ্‌বি কখনো?"

সোফিয়া নিজের পীড়িত শ্বাসনালীটার উদ্ধার চেষ্টায় ঘাড় টানাটানি করিতে করিতে হাসিমুখে বলিল "লাগ্‌বো! যদ্দিন বাঁচ্‌বো, তদ্দিন লাগ্‌বো!—"

"নিলজ্জের সর্দ্দার!—আজ তবে এইখানেই তোকে 'উইণ্ড্ পাইপ্ চোক্' করেই পরলোকে পাঠাব!"—কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই বেগম কথানুযায়ী কাজে প্রবৃত্ত হইল!—

সোফিয়া আত্মত্রাণের চেষ্টায় মহাবিক্রমে ছুটোপাটি করিতে করিতে,—অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া হঠাৎ এক সুবুদ্ধি আবিষ্কার করিয়া ফেলিল! গৃহাভ্যন্তরস্থ গৃহকর্ত্তাটির উদ্দেশে সহসা চেঁচাইয়া বলিল "ওগো আমায় বাঁচাও!—বেগমটা সত্যি সত্যিই আমায় 'গল্লা দাবায়কে' খুন কর্‌তে দাঁড়িয়েছে!"

এক তো ধার-করা দুষ্ট বুদ্ধির সাহায্যে বেগমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা! আবার পরাজয়ের মুহূর্ত্তে আত্মরক্ষার সাধ্য তো নিজের হাতে নাই,—সেটাও না হয় ক্ষমা করা যায়,—কিন্তু উল্টা কি না আবার,—অন্যের কাছে

সাহায্য ভিক্ষা !—প্রচণ্ড অবজ্ঞার সঙ্গে সোফিয়ার পিঠে সশব্দে এক চড় বসাইয়া বেগম সক্ষোভে বলিল "ষ্টুপীড, কাওয়ার্ড ! যা তোর রক্ষাকর্ত্তার আশ্রয় নিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্ গে ! তোর মুখ আর আমি দেখ্তে চাই নে,—এই জন্মের মত 'আড়ি' !—"

সোফিয়াকে ঘরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া, সে দ্রুতপদে সিঁড়ির দিকে ছুটিল। সিঁড়িতে নামিতে নামিতে শুনিল—'নির্লজ্জের সর্দ্দার সোফিয়া'টা তখন—উচ্ছ্বসিত হাসিতে অধীর হইয়া বারেণ্ডায় লুটাপুটি খাইতেছে। আর, আর একজন ভদ্রলোক সলজ্জ-অপ্রস্তুত ভাবে, নিম্নস্বরে ভর্ৎসনা সুরু করিয়াছেন—'সোফিয়ার দুর্ব্বুদ্ধিটা নিতান্তই ভদ্রসমাজবিরুদ্ধ ! এরূপ ভাবে একটি নিরীহ ভদ্র মহিলাকে আচম্‌কা অপ্রস্তুতে ফেলিবার চেষ্টাটা আদৌ আইনানুমোদিত নয় !—চাই কি, তাঁহার ছোট শ্যালিকাটি যদি রাজদ্বারে নালিশ রুজু করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তিনি স্বয়ং 'কেস্ কন্‌ডাক্ট' করিবার ভার লইতেও পেছ্-পা হইবেন না।'

উকীল ভগিনী-পতিটির এই অযাচিত সহৃদয়তায় বেগমের মনে যে কতখানি কৃতজ্ঞতার উদয় হইল,—সে খবরটা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহই টের পাইল না। কিন্তু তার পর ঘড়ি ধরিয়া চব্বিশ ঘণ্টা পুরাপূরি অপেক্ষা করিয়া সোফিয়া যখন, এক বোঝা বাছা বাছা সাদরসম্ভাষণ মনে বোঝাই করিয়া নিতান্তই ভাল মানুষের মত, গুটি গুটি চরণে বেগমকে আপ্যায়িত করিবার উদ্দেশে উপস্থিত হইল,—তখন বেগম গভীর ঔদাস্যের সহিত এমন কঠোর মৌন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল যে, সোফিয়া বেচারা রাগে ক্ষোভে কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাধাইতেই বাধ্য হয় !—শেষে বেগমের পিতামাতা মাঝে পড়িয়া ব্যাপারটা সেবারের মত মিটমাট করিয়া দেন,—তবে রক্ষা !

অবাক্

সেই অবধি সোফিয়া কিঞ্চিৎ সম্‌ঝাইয়া চলিতে শিখিয়াছে। কিন্তু মানুষের স্বভাবটা না কি মরিলেও সংশোধন হইবার নয়, তাই মাঝে মাঝে অভ্যাসদোষে একটু-আধটু সেকরার ঠুক্‌ঠাক্ চালাইতে ত্রুটী রাখে না !—কিন্তু কামারের এক ঘা' পদার্থটীকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে সে এখন আর আদৌ পছন্দ করে না !—বরং যথেষ্ট ভয় করে।

৬

আরও একটু উঁকি ঝুঁকি দিয়া, গৃহের আসবাবপত্রগুলা কে-কেমন সুশৃঙ্খল-বিশৃঙ্খল হইয়া আছে, সেদিকটার তদারকে হিসাবি-দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বেগম যখন নিশ্চিত বুঝিল, বাস্তবিক গৃহকর্ত্তাটির অনেক জিনিসই গৃহে নাই, তখন পরম নিশ্চিন্ত হইয়া চট্‌-পট্‌ ঘরে ঢুকিল।—বিনা দ্বিধায় সোফিয়ার ঘুমন্ত শিশুর জামা সরাইয়া পাঁজরে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিতে বসিল। কিন্তু পরক্ষণেই হঠাৎ পরম গম্ভীর হইল—নির্ঝুম নিদ্রা-মগ্ন সোফিয়ার নিশ্চিন্ত নিদ্রাটার প্রতি লেশমাত্র করুণা না দেখাইয়া—সহসা এক থাবড়ায় তাহার মুখের রুমালটা উড়াইয়া দিল। সুগম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিল "জীয়ন্ত না মরন্ত ?"

সোফিয়া খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "বাবা এতক্ষণ ধরে হাসি চেপে রাখা—এ কি আমার সয়! তুই কি নিষ্ঠুর বেগম ? আর একটু হলেই আমার দম আট্‌কে ফেলতিস্‌ আর কি ?—" আলুথালু চুলগুলা জড়াইতে জড়াইতে সোফিয়া উঠিয়া বসিল। সুনীতির দিকে চাহিয়া বলিল "বসো ভাই বসো। তোমাকে বেগমের কবল থেকে উদ্ধার করে আনবার জন্যেই আমার এত দুর্গতি—বুঝ্‌লে ভাই! ভাল-মুখে' ডাক্‌লে তো ও পোড়ার-বাঁদরকে পাওয়া যেত না এখানে—কাজেই·········।"

বেগম অতিশয় গাম্ভীর্য্য সহকার বলিল "তুমি তা হলে পুরোদস্তুরই জীয়ন্ত আছ ?—"

নমস্কার করিয়া নিকটস্থ চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া সুনীতি হাসিমুখে

বলিল "শুধু জীয়ন্ত কেন? পূরোপূরি জল-জীয়ন্ত হয়েই আছেন!—বলুন না সোফিয়া-দি, যে তোকে শুদ্ধ জল-সই করে ফেল্‌তেই সুপ্রস্তুত হয়ে আছি!—"

সুনীতির কাঁধে বেগম একটা ছোট খাট রকমের কুনুইয়ের ধাক্কা হানিয়া বলিল "তুই থাম থাম! উনি 'একে হুতাশন বিশ্বদাহক্ষম'—তুই আর "তাহাতে ইন্ধন তাহাতে বাতাস"টি যোগাস নে! এখুনি এমন আগুনটি জ্বলে উঠ্‌বে যে—'ধাইয়া যাইয়া ছুঁইবে আকাশ!'—চুপ বল্‌ছি, আগে সোফিকে একটু ধম্‌কে নিতে দে।"

বেগম আর একটা চেয়ার টানিয়া লইল। সোফিয়ার ঠিক সামনাসামনি স্থাপন করিয়া বেশ ভব্যযুক্ত হইয়া বসিল। সুগম্ভীর মুখে বলিল "আচ্ছা মাননীয়া ঠাকুরুণ, আমায় ডাক্‌লি ডাক্‌লি—ছেলেটার জ্বর হয়েছে বলে ডাক্‌লি কেন? তোর বিকার হয়েছে বলে ডাক্‌তে পারিস্ নি?—একেবারেই খানিকটা Strychnine এনে মুখে গুঁজে দিয়ে ভবযন্ত্রণাটা তোর একদম মোচন করে দিতুম!—"

হাসিয়া সুনীতি বলিল "আহা হা! কি করুণাময়ী দেবী গা!—দুনীয়া শুদ্ধ মানুষের ভবযন্ত্রণার ব্যথায় উনি যে একেবারে মুমূর্ষ হয়ে উঠেছেন!—ভাই বেগম, তোর নিজের—"

এক ঠেলায় সুনীতিকে থামাইয়া বেগম সহসা অতিমাত্রায় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আর শুনেছিস সোফি—তোকে খবরটা বল্‌তেই ভুলে গেছি!—আমাদের 'ইয়ে'......এবার মারা গেল হঠাৎ—"

সোফিয়া ও সুনীতি দুইজনেই একযোগে বিচলিত হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল "কে কে?—"

"ঐ যে রে—কি নামটা তার ভুলে যাচ্ছি। সেই আমাদের সঙ্গে পড়্‌ত, কি নাম···দাঁড়া দাঁড়া, ভুলে যাচ্ছি।—নামের প্রথম অক্ষরটা কি দাঁড়া, দাঁড়া—মনে পড়ছে না, হাঁ, হাঁ—সু···সু···হাঁ—সুনীতি রায়!—সুনীতি রায়ই বটে!—মনে আছে সোফি সে মেয়েটিকে? আহা বেচারী বড্ড ভাল মানুষ ছিল, আমি তাকে খুব ভালবাসতুম! আহা নিছক ভাল মানুষ। সেই জন্যেই বেচারী এত তাড়াতাড়ি অকালে মারা পড়্‌ল! অতটা ভাল মানুষ না হলে, বেচারী দুনিয়ায় আরও কিছুদিন বোধ হয় টিকে থাক্‌তে পার্‌ত!—"

ক্ষিপ্র কৌশলে, অম্লান বদনে, বেগম এমনি অবাধচ্ছন্দে কথাগুলি বলিয়া গেল যে সোফিয়ার সাধ্য কি ধরে,—তার মাঝে কোথায় কি কারচুপি রহিয়াছে! কিন্তু সুনীতি বেচারীর মুখ লাল হইয়া উঠিল! সলজ্জ ভাবে বেগমের পাশে কুনুইয়ের গুঁতা হানিয়া বলিল "যাও! কি বাঁদরামো কর!'—

দু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দারুণ-বিস্ময় ভরে বেগম বলিল "এর নাম বাঁদ্‌রামো?—মানুষের মৃত্যু সংবাদ!—যে দুঃসংবাদ শুনে পথের পথিকও হা হুতাশ করে কেঁদে যায়, তুমি কি না সে খবর শুনে, বে-ওজর বলে দিলে বাঁদ্‌রামো? তোদের হৃদয়হীনতা দেখে সত্যি আমার চোখে জল আসে! উঃ, কি পাষণ্ড গো সব! এদের দুঃখে দেখছি,—কাঁদতে কাঁদতেই আমার সমস্ত জীবনটা কেটে যাবে,—নিজের দুঃখে কাঁদবার সময় আর কখনো পাচ্ছি নে, হা আল্লা!—"

বেগম চোখে কাপড় দিয়া রীতিমত কান্নার অভিনয় সুরু করিয়া দিল। সুনীতি ব্যঙ্গভরে হাসিয়া বলিল "আমি শুদ্ধু তোমার সঙ্গে শোকোৎসবে যোগ দিয়ে, এক ঝলক্ কেঁদে নেব না কি?—"

অবাক্

অশ্রুজলহীন চোখ দুটা প্রাণপণে রগ্‌ড়াইয়া, যেন কতই হতাশ কাতর ভাবে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি তুলিয়া, বেগম উদাস ভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া অতিশয় করুণ কণ্ঠে আওড়াইল :—"যার ব্যথা সেই জানে, জানে না পরে !—

"Her voice did quiver as we parted
Yet knew I not that heart was broken
From which it came, and I departed
Heeding not the words then spoken"

কপট কান্নার সুরে সুনীতি বলিল "আ মরি মরি, কি শোচনীয় মনস্তাপ ! পরবর্ত্তী দেড় লাইন অগত্যা আমিই শেষ কর্‌তে বাধ্য :—"

"Misery—O Misery
This world is all too wide for thee."

আহা ! কবি Shelleyর জয় জয়কার হোক্ !—"

"উচ্ছন্ন যাক তোর জয় জয়কার ! আমার মুখের গ্রাস কবিতাটা কেড়ে নিয়ে ঐ যে মনের সুখে কপ্‌চালে......ওর পরিণাম টের পাবে সোণার চাঁদ এর পরে ! অদূর ভবিষ্যতের অঙ্কে—"

বিচলিত হইয়া সুনীতি বলিল "আঃ, বেগম—"

বেগম তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিল "এর বেলা 'আঃ, উঃ' কর্‌লে চল্‌বে কেন শুনি ? এরি মধ্যে হয়েছে কি ? এর পর সেই Life is dutyর অঙ্ক, গর্ভাঙ্কগুলির জন্য থোড়া সবুর কর, তারপর বুঝ্‌বে, সোণার চাঁদ ! যখন প্রতি পদেই—"নাক ফোঁড়া বলদের মত টান পড়বে খেতে শুতে !"—

কথাটা শেষ করিয়া প্রত্যুত্তরের জন্য সুনীতিকে কিছুমাত্র অবকাশ

না দিয়াই বেগম হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সোফিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল "তুই নিতান্তই হাঁদা গাধার মত যে রকম ভাবে হাঁ করে চেয়ে আছিস্, তাতে বড্ড রাগ হচ্ছে!—স্পষ্টই বুঝ্তে পার্ছি, তোর মগজটা একদম আলকাৎরা-পোরা! কথাটা হচ্ছে কি জানিস? আমাদের সুনীতিটা আত্মঘাতী হয়ে মরেছে! তোর সামনে যে বসে আছে,—সে হচ্ছে তার নকল প্রেতাত্মা—মিসিস্ দুর্নীতি গুপ্তা অর্থাৎ মিষ্টার গুপ্ত নামক এক ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত—একটা অন্তঃসারশূন্য, অপদার্থ মাত্র! অর্থাৎ, আরও স্পষ্ট করে বল্‌ছি, উনি এবার তোমাদেরই ক্ষুরে মাথা মুড়ুতে চলেছেন,—অর্থাৎ কি না বিয়ে কর্‌তে চলেছেন!"

দুই বান্ধবীর তর্ক দ্বন্দ্বের গোলকধাঁধায় পড়িয়া—সোফিয়া বেচারী এতক্ষণ বাস্তবিকই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়া ছিল! এবার রহস্যটা বুদ্ধিগম্য হইবামাত্র আনন্দে—উৎফুল্ল মুখে বলিল "বাবা, তাই ভাল! সুনীতির বিয়ে? খয়ের! খয়ের!—আমি এতক্ষণ হকৃচকিয়ে গেছলুম যে, আর কোনও সুনীতি বুঝি সত্যিই ছিল,—সে বেচারা বুঝি সত্যি···আচ্ছা বেগম, তোর মুখে মুখে এত কটুকাটব্য যোগায় কি করে?"

"এই তোদের পাঁচজনের 'রকম-সকমের' কল্যাণে! বলি, দুলা ভাইয়ের আলমারির চাবিগুলা কোথা?—"

"কেন, এবার কেতাবের পিণ্ডি ঘাঁট্‌তে হবে? ত্যাখ্ বেগম, অত আতুরেপণায় কাজ নেই!—কেতাব এর পর দেখিস, এখন আমায় একটু গান শোনা।" দাসী নিকটেই ছিল, সোফিয়া তাহাকে হার্মোনিয়াম আনিতে আদেশ দিল।

দাসী বাজনা আনিয়া সামনে রাখিল। সোফিয়ার দিকে সেটা ঠেলিয়া

দিয়া বেগম বলিল "তুমিই পয়লা নম্বরে সুরু কর,—'ওগো, এমন দুপুরে তুমি কোথা ?—' দোস্‌রা নম্বরে সুনীতি সুরু কর্‌বে, 'সখি সে কি তা জানে ? আমি যে কাতরা তারি বিরহ বাণে—' আর তেস্‌রা নম্বরে—"

সুনীতি মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া জবাব দিল "তুমি সুরু করবে "ফুটবল সম হেন, সারা প্রাণ ধায় যেন, নিতান্ত অচেনা কোন চরণ পানে।—"

"নন্‌সেন্স !"—টপাটপ্ বাজনার চাবি টিপিয়া বেলো করিয়া বেগম সোজাসুজি গানের সুরে গাহিয়া উঠিল "একান্ত আপত্তি, বোধ—করি ও গানে !"

হাসিয়া সুনীতি বলিল "শুনুন সোফিয়া-দি শুনুন। বেগমের দর্পচুর্ণ করবার জন্যে আসুন আমরা এবার আড়ে-হাতে লেগে যাই !—ওটা নিতান্তই দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছে !—"

সোফিয়া করুণ-কণ্ঠে বলিল "সত্যি ভাই, ওর চিপ্‌টেনের জ্বালায় আমাদের আর ভদ্রস্থ নেই ! আমার তো সময় সময় দেশ ছেড়েই যেন পালাতে ইচ্ছে করে ! গিন্নি,—আমাদের গেরস্থালী-জীবন সম্বন্ধে এমন বক্তিমা পদে পদে ঝাড়েন—যেন উনি নিজে কতই দুশো পাঁচশো বিয়ে করেছেন, আর কতই দু দশহাজার ছেলের মা হয়ে কত গিন্নিপনাই শিখে এসেছেন !—আমি হেন মানুষকেও থেকে থেকে যেন থ' বানিয়ে দেয় বাপু !—"

সুনীতি মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বলিল "কিছু নয় কিছু নয় ! ঈশের মূল যোগাড় করুন, তা হলেই দশমূল সিদ্ধ হয়ে যাবে।"—

বেগম হাত মুখ নাড়িয়া ব্যঙ্গ সুরে বলিল "ওগো আমার সনাতন

ঠান্‌দিদি ঠাক্‌রুণ,—থামো না একটু!—হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্‌ব কি? তোমার বিয়ের প্রীতি-উপহারের উপসংহারটা কি এইখানেই সোফির সামনে বাগেশ্রী সুরে প্রচার করে দেব?"

শঙ্কিত হইয়া সুনীতি বলিল "না ভাই না, ও সব কি অন্যায় ঠাট্টা! দেখুন দেখি সোফিয়া-দি, এ সব উপদ্রব আরম্ভ করলে,—"

শরণাগত রক্ষায় পরম উদার সোফিয়া, তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া ধমক দিয়া বলিল "যাঃ, বেগম, থাম! ও সব কি অসভ্যতা?"

"আহা-হা! ওঁরা যা কিছু করছেন, সবই ন্যায়সঙ্গত, সবই সভ্যতা-সম্মত! আর বেগমের বেলায় সবই দোষ!—সবই অন্যায়, সবই অভদ্রতা! —সোফি, আর সুনীতি ঠাক্‌রুণ, তোমাদের যুগলমূর্ত্তির অপূর্ব্ব সুন্দর বিচার শক্তির ক্ষুরে কোটী কোটী সালাম্!—……তোমরা রোজ রোজ বিয়ে কর, দিন-দুবেলা বিয়ে কর, উচ্ছন্নে যাও, জাহান্নমে যাও, গোল্লায় যাও, নিপাত যাও,—আমি আর তোমাদের কিচ্ছুটি বল্‌ব না! তা সে তোমরা মরো আর তরো!—এই জন্মের মত আড়ি!—"

চিবুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঠেকাইয়া বেগম সত্য সত্যই অভিমান ভরে আড়ি করিয়া দিল!—

সোফিয়া নিশ্চিন্ত মুখে বলিল "যাক্ বাঁচা গেল!—এবার নিচ্চিন্দি হয়ে একটু গান শোনা আমাদের……ত্থাখো, উঠ্‌বে যদি, তা হলে আলমারির চাবিটা পাওয়ার দফা—ঐ পর্য্যন্তই হবে!—"

কঠিন সমস্যা! বেগম উঠিতে উদ্যত হইয়াছিল,—সোফিয়ার শাসন-তর্জ্জনে, একটু দমিয়া গিয়া—ইতস্ততঃ করিয়া আবার বসিল। সুনীতি মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে সুরু দিয়া অতিশয় কোমল ভাবে বলিল

"আড়িটা সবাইকার সঙ্গেই করা চলে, কিন্তু গান শোনাতে কাউকেই বাধা নেই।"

মুখ ভার করিয়া বেগম বলিল "একেই আমার মন বিগ্‌ড়ে গেছে, তার ওপর যদি এই রকম হাড় জ্বালানো টীকা টিপ্পনী চলে, তা হলে আলমারির চাবির লোভ ছেড়ে আমাকে মানে মানে বিদায় নিতে হবে।"

ব্যতিব্যস্ত হইয়া সোফিয়া বলিল "না না বেগম, রাগ করিস নি, লক্ষ্মিটি বস। ঐ টেবিলের ওপর চাবির রিং রয়েছে,—একটা গান— অন্ততঃ একটি গান গেয়ে তুই যত পারিস্ রাগ করে লাইব্রেরী ঘরে চলে যা। সুনীতি তার পর বসে বসে আমায় গান শোনাবে। আর আমরা তোকে কিছু বলব না।"

বেগম হার্ম্মোনিয়ামটা ঘুরাইয়া লইয়া দুজনের দিক হইতে মুখ আড়াল করিয়া বসিল। তার পর খানিকক্ষণ বাজনা বাজাইয়া সুর ঠিক করিয়া লইয়া গান সুরু করিল :—

"থাম্ না, এবার থাম্ না,
ওরে ও পিছনের টান।
থামা এবার ব্যর্থ ক্ষোভে
ওই অভিশাপ দান।"

সুনীতি মাঝখান হইতে বলিয়া উঠিল "গানটা অতিশয় আপত্তি-জনক। নিতান্ত যেন ব্যক্তিগত বলে ঠেকৃছে।—"

বেগম সে কথায় ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া নিজের মনেই গাহিয়া চলিল :—

"বাঁধ্‌তে কতই কর্‌লি ছল—
ছুট্‌লি পিছে—হলো কি ফল?
যতই ছুটিস্‌, মন সমানেই হয় যে আগুয়ান্‌।—"

সুনীতি বাধা দিয়া আবার বলিল "কিন্তু সকলেরই একটা শেষ সীমা আছে। পেছনে যারা তাড়া করে ছুটে আস্‌ছে তারা হয় তো একদিন চরম সীমায় পৌছেই নাগাল ধর্‌তে সক্ষম হবে।—কারণ চরমসীমার পর আর একগুঁয়ে ঝোঁকে সটান সোজা চল্‌বার পথ নাই। তখন বাধ্য হয়েই round দিতে হবে। যে হেতু মাকড়্‌সার জাল পদার্থটি কতকগুলি বিচিত্র কোণ বিশিষ্ট হলেও, মানচিত্রে আঁকা, পৃথিবীর 'একপিঠের' মতই প্রায়—গো—লা—কার! কি বলুন সোফিয়া-দি?"

সোফিয়া মনে মনে অবশ্য যথেষ্টই খুশী-বোধ করিল। কিন্তু সাহস করিয়া, প্রকাশ্যে কোন পরিহাস করিতে পারিল না। কারণ সে নিশ্চয় জানিত, এ সময় বেগমকে খোঁচা দিয়া রাগাইলে, সোফিয়ার গান শুনিবার ঐ বড় সখের নেশাটা—'বেবাক্‌ বরবাদ্‌' হইয়া যাইবে! বেগম গানটা অসমাপ্ত রাখিয়াই অন্তর্হিত হইবে!—কাযেই শঙ্কিত চিত্তে ইতস্ততঃ করিয়া,—আড়ে আড়ে চাহিয়া, বেগমের অলক্ষ্যে চোখ টিপিয়া সুনীতিকে একট সমর্থন-সূচক ইশারা জানাইল মাত্র!

কিন্তু অলক্ষ্যের চেষ্টাটা, তৎক্ষণাৎ বেগমের লক্ষ্য গোচর হইল!—উদারভাবেই চোখ বুজিয়া,—সে নিঃশব্দে একটু উদাস হাস্য করিল। যেন, এই দুইটা বর্ব্বরের উপর সে যে রাগ করিয়াছে,—ইহাই যথেষ্ট অনুগ্রহ! অতঃপর, এ দু'টাকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষার চক্ষে দেখে!

অবাক্

বাজনার উপর ঝুঁকিয়া নির্ব্বাকভাবে খানিকটা বাজাইয়া সুর ঠিক করিয়া লইয়া, বেগম আবার গাহিল :—

'বিষের বিষে রাঙিয়ে ছুরি
জখ্‌মে দিলি বুক,
চম্‌কে লালে,—দম্‌কা খুশী
জম্‌কে তোলে মুখ !

হাসনু যত রুষলি তত
মূর্খ,—ওরে বুঝ্‌লি না ত
অসীম সুদূর টান্‌ছে যারে
বাঁধবে কে তার প্রাণ
মরণ ফাঁশির মাঝেই বসি, হাস্‌ছে যে তার ত্রাণ।'

গান শেষ হইবামাত্রই বেগম তড়াক্ করিয়া উঠিয়া—টেবিলের উপর হইতে চাবি তুলিয়া লইল,- কোন দিকে না চাহিয়া সটান্ পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সুনীতির এবং সোফিয়ার দু'শো সরস-বিদ্রূপপূর্ণ সরোষ-অভিযোগ, তাহার গমনপথে এতটুকুও বাধার সৃষ্টি করিতে পারিল না !

৭

লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিয়া বেগম প্রথমেই বইভরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঁচের আলমারীগুলার কাছে গিয়া, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বইগুলির নাম পড়িতে সুরু দিল। তার পর বাছিয়া খুঁজিয়া খান-বার-চৌদ্দ মনের মত বই বাহির করিয়া লইয়া আলমারী বন্ধ করিয়া দিল। সোফিয়ার দৈনিক হিসাবের খাতাখানা খুঁজিয়া তারই এক পাতায় ধার করা বইগুলির নাম লিখিয়া রাখিয়া যাইবার জন্য,—লাইব্রেরীর সেক্রেটেরিয়েট্ টেবিলটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু টেবিলটির উপরকার নথি পত্র, আইনের বই, ইংরেজী বাংলা কবিতা ও উপন্যাস বইগুলি যে রকম হুড়ামুড়ি সূচক শৃঙ্খলার সহিত পরস্পরের ঘাড় চাপিয়া পড়িয়া আছে দেখিল,—তাহাতে বেগমের রাগও হইল, দুঃখও হইল!—এবং বোধ করি দুঃখের আতিশয্যে ঐ অকর্ম্মণ্য আড্ডাবাজ সোফিয়া-গৃহিনীর পিঠে ঘা কতক দিতেও ইচ্ছা হইল! অন্ততঃ পক্ষে সেইখানে দাঁড়াইয়া, পাড়াশুদ্ধ লোককে শুনাইয়া চীৎকার করিয়া সোফিয়ার গৃহিনীপণার উদ্দেশে গোটাকতক মধুর বচন শুনাইয়া দিবার ইচ্ছা হইল—অত্যন্তই!

কিন্তু গম্ভীর মেজাজে রাগ যখন করাই হইয়াছে তখন হাল্কা মেজাজে নামিয়া—অতটা হিতৈষীপণা দেখানো অতীব গর্হিত দুষ্কার্য্য।—কাযেই মনের দুঃখ মনেই রাখিতে হইল। নিজেই টেবিলটা গুছাইয়া ফেলিতে সুরু দিল।

টেবিল পরিষ্কার করিতে করিতে গৃহকর্ত্তার পুরানো বন্ধুদের চিঠি

হইতে আরম্ভ করিয়া নূতনতম মক্কেলদের পর্য্যন্ত রকমারি চিঠি গোছা গোছা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। বেগম দু-একখানা পোষ্টকার্ড উল্টাইয়া দেখিল, খামের চিঠিগুলা যেমন ছিল তেমনিই রাখিয়া দিল। খুলিয়া দেখিল না।

খুচরা কাগজ যে কত বাহির হইল, তার সংখ্যা নাই। কোনও মান্যবর বন্ধু পাঁচ শত পঞ্চান্ন নম্বরের সিগারেট পাঁচ গ্রোস পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন। কোন বন্ধু দু হপ্তা পূর্ব্বের তারিখে একদা রাত্রি-ভোজনের নিমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। কোনও তৃতীয় পক্ষ এক টুকরা বালির কাগজে এক হপ্তা পূর্ব্বের তারিখে সংবাদ দাগিয়া দিয়াছেন তিনি সেদিন নাকি প্রাতঃকালে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন ; অতঃপর কোন দিন কোন সময়ে তিনি আসিলে মাননীয় উকীল মহাশয়ের শুভ দর্শন লাভ করিবেন, জানিতে ইচ্ছুক। ইত্যাদি ইত্যাদি।—

সেই সব বাছা বাছা অমূল্য তথ্যপূর্ণ কাগজগুলি একটা নীল সিল্কের ফিতায় বাঁধিয়া বেগম সাবধানে এক পাশে রাখিল। বাকী চিঠিগুলা যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতে গিয়া দেখিল, সেখানে খবরের কাগজ জড়ানো পিচ্‌বোর্ডের মত একটা বস্তু রহিয়াছে। কাগজটা টানিতেই একটা ফটোগ্রাফ ও একখানা চিঠি বাহির হইয়া পড়িল।

ছবিখানা তুলিয়া লইয়া বেগম দেখিল একটি তরুণ বয়স্ক পুরুষের মূর্ত্তি। গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বপূর্ণ, উন্নত ভাবব্যঞ্জক, সুশ্রী সুন্দর আকৃতি। কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকটির সশস্ত্র সুন্দর পরিচ্ছদ পারিপাট্যের বাহার দেখিয়া বেগম না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। দিব্য

অবাক্

সৌখীন পম্পস্থ পায়ে, তার উপর ফিন্‌ফিনে কালাপাড় ধুতির লম্বা কোঁচার ফুল লুটাইয়া পড়িয়াছে, গায়ে খুব সৌখীন ধরণের লম্বা ঢিলা পাঞ্জাবী। তার উপর মূল্যবান কাশ্মিরী শাল, সুন্দর কায়দার সহিত আগুলফ-লম্বিত ধরণে ঝুলাইয়া, গায়ে জড়ানো,—ভদ্রলোক এক বনের ধারে একটা পাথরের ঢিবির উপর বসিয়া মনের সুখে, তন্ময়-বিভোর দৃষ্টিতে নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার বাঁ হাতের কব্জির আধখানা পর্য্যন্ত শালের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া নিতান্তই অনিচ্ছায় যেন একটুখানি মুখ বাড়াইয়া,—বাঁ কাঁধের উপর ধরা বন্দুকটার ভার বহন করিতেছে। ডান হাত মহাশয়টি ততখানি চক্ষুলজ্জা স্বীকারের প্রয়োজন যেন সম্পূর্ণই অগ্রাহ্য করিয়া নিতান্তই নির্ভীক ভাবে শালের আড়ালে নিশ্চিহ্ন রূপে গা-ঢাকা দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মুষ্টির আশ্রয় ধৃত একখানা কোষবদ্ধ কুক্‌রীর অগ্রভাগ শালের ফাঁক হইতে একটু একটু দেখা যাইতেছে!—

ছবির নীচে পরিষ্কার বাংলা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে:— তোমাদের স্নেহের—ব্যবহারিক কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত,—নির্জ্জলা আইডিয়াল-মূর্ত্তি—"

বেগম কৌতুক-স্মিত মুখে, নিজ মনেই অনুচ্চস্বরে বলিল "এটা তা হলে কোনো ঠাট্টাবাজ বন্ধুর দুষ্টু কীর্ত্তি! – ভদ্দর লোকের চিঠিখানা তা হলে পড়্‌তে হোল!—"

প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে ফটোখানা আর একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, বেগম সেটা রাখিয়া দিল। চিঠির ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল:—

অবাক্

Bankura.

14-10-1904

My dear Bhaijee.

Don't be angry with me please—মাপ করো, শাদা বাংলায়ই লিখ্‌ছি,—রাগ কোর না। প্রসন্ন চিত্তে নিরপেক্ষ-বিচারকের দৃষ্টি নিয়ে ছবিখানার দিকে তাকাও।—বিচার কর্‌তো ভাই,—এই 'কেজো-মানুষের' সৌখীন সাজন-গোজনটা, নির্ব্বিঘ্নে ছবি তোলাবার পক্ষে যতই মনোজ্ঞ-সুন্দর হোক, কিন্তু জঙ্গলে ঢুকে বাঘ ভাল্লুক দলের বন্ধুদের সঙ্গে, কুক্‌রী বন্দুকের সাহায্যে দস্তুরমত তাল ঠোকাঠুকি কর্‌বার সময়,—এই সখের কুর্ত্তি-কোঁচা, লট্‌পটে শাল (যাঁরা কেজো মানুষের হাত পা গুলিকে কাযের পথে আগেই ঝট্‌পটে বাধার ধাক্কায়,—ধীর, স্থির, নিঃসাড় করে দিতে পরমপটু)—এঁদের, সোহাগ-সংলগ্নতা আমায় কোন পথে নিয়ে যাবে? আমায় কোন সাফল্যের পথ দেখাবে?—

দাঁড়াও, থাম! তোমার নিসপিসে হাতখানা একটু সংযত কর; আমার কাণের দিকে ওকে নির্ব্বিচারে বাড়াবার আগে,—বিচার করে আমায় একটু পরামর্শ দাও—(কারণ, আইনজ্ঞ,—উকীল মানুষ তুমি ভাই!) এ অবস্থায় কোন পথে চল্‌ব? Backward না Forward?

হাঁ, বল্‌তে ভুলে যাচ্ছি। পদমর্য্যাদা-রক্ষক হচ্ছেন আবার 'ননীর-গোপাল চেহারার' সৌখীন পম্পজুতো!—ওঁদের স্বভাব-ধর্ম্ম আশা করি

তোমার কাছে অবিদিত নেই। যতক্ষণ মানুষ ঢিলে মেজাজ,—জড়ভরত চালে পথ চল্‌বে, ওঁরা ততক্ষণই greatful মেজাজে তার পদমর্য্যাদা রক্ষা করবেন। কিন্তু হঠাৎ যদি পথে, কোনও নরখাদকের সামনে পড়ে,—এবং অকালে নরদেহটা ধ্বংস কর্‌তে অনিচ্ছুক হয়ে, একটু পাশ কাটাবার চেষ্টা দেখ,—এবং সে চেষ্টার পথে যদি—"বড় গাছ" "ভাল জল" ওলা পগার-খানা, বা "লাল ফুল, ছোট পাতা" সমেত কাঁটাবনের ঝোপঝাড়, লাফ্ মেরে ডিঙিয়ে যাবার তাগিদ পড়ে,—তবে আত্ম-রক্ষার চেষ্টায় যে মুহূর্ত্তে সেই লাফটি ঝেড়েছো,—ওঁরাও তদ্দণ্ডে—বিনা বিচারে Without any word—একদম, পদচ্যুত! তখন যতই কেন—"ungrateful thing" বলে রোষ-কষায়িত লোচনে ওঁদের দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত কর না কেন, ওঁদের নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যের কোনই ক্ষতি করতে পার্‌বে না।—

এখন, শক্ত কাযের পথে এগোবার পক্ষে এই সব সৌখীন সাজ-সজ্জা কতখানি সাহায্যদায়ক একবার ভেবে চিন্তে জবাব দাও।—

মনে কোর না ভাইজী, তোমাদের কারুর ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর কটাক্ষপাত করেই আমি এ কথা বল্‌ছি, মোটেই তা মনে কোর না। তোমরা আমার ভবিষ্যৎকে আজ যে পথে চালাতে চাইছ, সে পথের আব্‌হাওয়ার গুণে, আমার মত অক্ষম শক্তি পথিকদের জীবনে যে কি উন্নতি লাভ, সুসম্ভব হয়ে ওঠে, তারই একটা অসম্পূর্ণ নক্সা,—ফটোগ্রাফার বন্ধুটির সাহায্যে তোমার প্রণিধানযোগ্য করে পাঠাচ্ছি মাত্র। এ রকম বদ্‌খৎ ফ্যাশানের ছবি তুল্‌তে বন্ধুটির বিবেকে অবশ্য অত্যন্ত আঘাত লেগেছিল, কিন্তু আমি তাকে বিশেষ করেই বুঝিয়ে দিলুম যে বিবেকে আঘাত বা নিঃশেষে তার মুণ্ডপাত করা বেশী বড় কথা নয়। কিন্তু আমার

গুরুজন বিশেষের আদর্শানুযায়ী (idea আর বল্‌ছি নে!) খাঁটি Practical man হতে গেলে আমার যেরূপ রূপান্তর প্রাপ্তি অনিবার্য্য,—সে রূপটাকে পূর্ব্বাহ্নে সম্‌ঝে নিয়ে, স্নায়ুগুলোকে একটু ঘাতসহ করে নিতে দাও।—কারণ অনভ্যাসের ফোঁটা হঠাৎ একদিন কপালে চড়ে বসলে, কপাল বেচারীর পক্ষে বিলক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা! সংবাদ শুনে বন্ধুটি অত্যন্তই বিমর্ষ হয়ে গেলেন। অনেক তর্কবিতর্কের পর জানিয়ে দিলেন—ছবিখানা আমি যেন সাধারণ্যে প্রকাশ না করি।' সেটা কর্‌লে, এ পৃথিবীর অনেকেই মানহানির দাবীতে আমার নামে নালিশ সুরু কর্‌বে। কারণ এ ছবিখানা আমার নিজের চেহারার,—একান্ত নিজস্ব ব্যঙ্গ-চিত্র মাত্র হলেও,—এর নাকি একটা মারাত্মক রকমের, আধ্যাত্মিক ভাব আছে। যে ভাবটার সঙ্গে এ পৃথিবীর অনেকেরই না কি, আভ্যন্তরিক-জীবন অর্থাৎ অপ্রকাশ্য জীবন ব্যাপারের বিশেষ সাদৃশ্য আছে! সুতরাং তাঁরা নিশ্চয়ই মনে কর্‌বেন যে আমি অশরীরি-প্রাণী হয়ে, হাওয়ায় উড়ে গিয়েই কোন গতিকে তাঁদের গোপন কাহিনী চুরি করে এনে বে-দরদে নিজের বলে চালাচ্ছি! অতএব আমার সে বে-আদবির দণ্ডটা কি হতে পারে সেটা তোমার কাছে বলাই বাহুল্য!

বন্ধুর খবর শুনে আমিও কম বিমর্ষ হলুম না, কিন্তু আশ্চর্য্য হলুম তার চেয়েও বেশী! যাই হোক্ বন্ধুর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে শেষে সাজসজ্জার অনেক অংশকে ক্ষুণ্ণ চিত্তে, ছেঁটে বাদ দিয়ে এই অসম্পূর্ণ মূর্ত্তিতেই ছবি শেষ কর্‌লুম! আমার সব চেয়ে কষ্ট হচ্ছে Chattering-ape'র চমৎকার মুখসটি পরে শ্রীমুখমণ্ডলের বাহার খোলতাই করতে পেলুম না।

চিঠিটা বড্ডই বড় হয়ে চল্‌ছে, এবার এইখানেই ফুলষ্টপ্।—শেষ কথা,

তোমরা honest-man, তাড়াতাড়ি বিয়ে করে বেশ ভাল মানুষের মতই কায করেছ। কিন্তু আমি honest নই, wise তো এক দমই না,—সুতরাং ও ব্যাপারটায় আমি soon এর তরফেও নই এবং not at allএর জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দলেও নই। আপাততঃ দিন কতক সোয়াস্তির নিঃশ্বেস ফেলবার অবকাশ দাও; কারণ আমার অনেকগুলি জরুরী কাজ আছে। ছেলেদের কুশল দিও। আদাব; ভাবী মহাশয়াকে সম্মানপূর্ণ প্রীতি সম্ভাষণ জানিও। ইতি—

তোমার স্নেহের

মন্নু।

সকৌতুকে আগ্রহোজ্জ্বল মুখে বেগম বেশ তন্ময় চিত্তেই নির্ভাবনায় চিঠিখানি পড়িয়া চলিয়াছিল, কিন্তু চিঠির শেষে লেখকের নাম স্বাক্ষর দেখিয়াই—হঠাৎ সে বিপুল বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল! একি!—ইনিই যে সোফিয়ার সেই দেবর! সোফিয়ার স্বামীর মাসতুতো ভাই! এই লোকটিকে লক্ষ্য করিয়াই না বেগমকে বিবাহে সম্মত করাইবার জন্যই সোফিয়া এত পীড়াপীড়ি করে?

বিস্ময়োদ্বেগের উত্তেজনায় বেগমের কপালের শিরাগুলা দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল! কাণ দুটা গরম হইয়া গেল! ফটোখানা পুনশ্চ ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছাটা গোপন-অন্তরে অজ্ঞাতেই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল বটে—কিন্তু সে ইচ্ছাটা নিজের কাছেই হঠাৎ এমন অস্বাভাবিক লজ্জাদায়ক ঠেকিল যে, ছবিখানার দিকে দ্বিতীয়বার চোখ ফিরাইতেও যেন বেগমের মাথা কাটা যাইতেছিল। ছবির দিকে সে এবার চাইলেই যেন ছবির মানুষটা এখনি সতর্ক সজাগ হইয়া—সচেতন মন-

বুদ্ধি-বিশিষ্ট সজীব মানুষে পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং বেগম যেমন সকলের অজ্ঞাতে, কৌতূহল-ব্যগ্র দৃষ্টি লইয়া তাহার দিকে গোপনে চাহিতে উদ্যত হইয়াছে, সেও যেন-বা তেমনি কৌতূহল-ব্যাগ্র দৃষ্টি লইয়া অকুতোভয়ে বেগমের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইবে!—ঠিক এমনই একটা অদ্ভুত খেয়ালে বেগমের সমস্ত মন সহসা এমন উৎকণ্ঠা-অধীর হইয়া উঠিল যে, সে কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া হঠাৎ—ছবিখানার সামনের দিক হইতে সরিয়া পড়িল। টেবিলের অন্য দিকে দাঁড়াইয়া অনাবশ্যক ব্যস্ততার সহিত,—সদ্যঃ গোছানো চিঠির গোছা টানিয়া লইয়া, অতি-ব্যস্ত ভাবে ওলট্‌পালট্ করিয়া কি যেন কিসের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

কিন্তু—বিধি বাদী! আবার তাই!—চিঠির গোছার ভিতর হইতে সেই সদ্যঃ পরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা আর খানকতক চিঠি বাহির হইয়া পড়িল! বেগম অধীর হইয়া নিজের অজ্ঞাতেই অস্ফুটস্বরে বলিয়া ফেলিল "আঃ কি মুস্কিল!"

যেন সত্য সত্যই কে একজন, কি একটা কৌতুকের খাতিরেই তাহাকে বিশেষ রকম ব্যস্ত-বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, ঠিক এমনিতরই তাহার ভাবখানা!—চিঠিগুলা যেন সত্য সত্যই কি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই তাহার সাম্‌নেই হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছে এবং নেহাৎ দুষ্টামীর মতলবেই যেন, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রঙ্গভরে হাসিতেছে! বেগমের কাণ দুটা উত্তরোত্তর গরম হইয়া উঠিতে লাগিল!—

অত্যন্ত দ্বিধাভরে খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া শেষে,—যেন চোখ বুজিয়া ছোঁ মারিয়া চিঠি কয়খানা উঠাইয়া লইল। জানালার কাছে একটা দেরাজের আড়ালে গিয়া বেগম লুকাইয়া বসিয়া পড়িল। এবং নিজের

অবাক্

এই লুকাইয়া বসাটার সঙ্গে সঙ্গেই—হঠাৎ সে নিজের মধ্যেই নিজে আবার এক অভাবনীয় বিস্ময় ও লজ্জা বোধ করিল। এরূপ লুকোচুরির অভ্যাস তো তাহার জীবনে কস্মিন্ কালেও নাই!—হঠাৎ একি অর্থহীন অদ্ভুত খেয়াল তাহাকে পাইয়া বসিল? বেগম নিজের মধ্যে কোন সদুত্তর আবিষ্কার করিতে পারিল না। কিন্তু অপ্রত্যাশিত লজ্জা-বিপন্নতার সহিত হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল, তাহাদের স্কুল জীবনের পরিচিত স্কুলের একটি ছোট মেয়ের কথা!—সে মেয়েটির পছন্দ শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল,—এবং স্কুল শুদ্ধ সমস্ত বড় মেয়ের দল খুঁজিয়া সে এক দিন না কি—কি ভাবিয়া কে জানে—বেগমকে দেখিয়া মনে মনে অতিশয় পছন্দ করিয়া ফেলে! তার পর হইতেই মেয়েটির ভিতরে কি ব্যাধি আবির্ভূত হইল কে জানে,—বেগমকে দেখিলেই সে লজ্জায় সারা হইয়া ছুটিয়া পলাইতে সুরু করিত টেবিলের আড়ালে, বেঞ্চির পিছনে, নিদান পক্ষে—নিকটবর্ত্তিনী মেয়েটির পিছনেও ছুটিয়া গিয়া আত্ম-গোপন করিতে সে এমনি সুন্দর অভ্যস্ত হইয়া উঠিল, যে, তাহার সেই অহৈতুকী লজ্জার তাড়ায় বেগম শুদ্ধ যথেষ্ট রকম অপ্রস্তুত বিব্রত হইয়া উঠিতে বাধ্য হইয়াছিল! সেই এক ফোঁটা ছোট্ট মেয়েটার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া স্কুল শুদ্ধ মেয়েরা তাহাকে 'যা তা' ঠাট্টা করিত।—বেগম নিজেও সময় সময় সে ঠাট্টায় মৃদুভাবে যোগ দিয়া, সেই ক্ষুদে মেয়েটার এক গুণ লজ্জাকে শত গুণে পরিণত করিতে ত্রুটি রাখিত না! কিন্তু তবু বেগমের মনে মনে বিস্ময় বোধ হইত যে,—মেয়েটার এই পছন্দ শক্তির সঙ্গে ওরূপ ভাবে আত্ম-গোপন চেষ্টাটার সম্পর্ক কি?

এখন নিজের এই অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত অবস্থা বিচার করিয়া বেগম

সবিস্ময়ে মনে মনে বুঝিল—সেই অর্ব্বাচীন-প্রকৃতি ক্ষুদে মেয়েটার মতই বুঝি একটা নেহাৎ অর্ব্বাচীন মেয়ে আজ হঠাৎ বেগমের হৃদয় মধ্যে ত্রস্ত-ব্যাকুলতায় জাগিয়া উঠিয়াছে! সে মেয়েটা বড় দুষ্ট! তাহাকে উচ্চ-শিক্ষা-মার্জ্জিত,—বিজ্ঞ বেগমের বুদ্ধি লইয়া হয়তো এই মুহূর্ত্তেই এক ধমকে ঠাণ্ডা করিয়া দেওয়া খুব সহজ, কিন্তু কে জানে কেন,—সে মেয়েটার কৌতুকময়ী চপলতা লীলা……আজ বেগমের বড় স্নেহের দৃষ্টিতেই দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে! যেমন স্নেহভরে সে নিজের ছোট বোনটার বিচার বোধহীন দুষ্টামী-প্রতাপগুলা দেখিতে ভালবাসে, ঠিক তেমনই একটা কোন অজ্ঞাত খুশীর নেশা তাহাকে আজ যেন নির্ব্বিচারেই আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া দিতে চাহিতেছে!—

৮

নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে বেগম নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে নিতান্তই অসতর্ক ভাবে—আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে জানে না।—যখন চমক ভাঙিল, তখন সরম-সঙ্কুচিত চিত্তে অনুভব করিল, ইতিমধ্যেই সেই হাতের চিঠিগুলার মধ্যে খানকতক চিঠি বেগম পড়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে!—

বেগম অপ্রস্তুত ভাবে একটু হাসিল। কৈফিয়তের সুরে, মনে মনেই বলিল, "কাজটা নেহাৎ-ই ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হচ্ছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পিতৃহীন নাবালক, আর অভিভাবকহীন বিধবার বৈষয়িক-বিপদের কথাগুলো জান্‌তে পাওয়া, আমার পক্ষে বিশেষ কিছু লোকসানজনক নয়, বরং সাংসারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পক্ষে কল্যাণকর,—এটা আশা করি চিঠির মালিক-মশাই অস্বীকার কর্‌বেন না।"

কিন্তু চিঠির মালিক মহাশয়ের কোন সন্ধানই সেখানে ছিল না। সুতরাং বেগমের যুক্তিতর্কে তাঁহার মাথাব্যথা উৎপাদক কোনও দুশ্চিন্তা ঘটিল কি না সে খবর কেহই জানিতে পারিল না। যদিচ, চিঠির মালিকের মাস্‌তুতো ভাই—(অর্থাৎ পত্র লেখক ভদ্রলোকটির) নাবালক অবস্থায় তাঁহার জমিদারীর বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীরা কি সুন্দর দক্ষতার সহিত খাজনার টাকা বাকী ফেলিয়া নাবালক, কলেজের ছাত্র প্রভুটির বিষয়-সম্পত্তির কতকাংশ পাশের গ্রামের জমিদারটির দখলভুক্ত করিয়া দিয়াছে, সে বিবরণ পড়িতে পড়িতে বেগমের বড়ই কষ্টবোধ হইল এবং

তার চেয়েও বেশী কষ্টবোধ হইল, যখন বেগম জানিতে পারিল যে উক্ত নাবালকটি শেষে বৈষয়িক গোলযোগের সঙ্কটে পড়িয়া অসময়ে কলেজের পড়া ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং সেটা না ছাড়া ভিন্ন তাঁহার বিষয় রক্ষার কোন উপায়ই ছিল না। কতকগুলা প্রতারক মানুষের উপরে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া, এই নাবালক ছাত্র ও তাঁহার বিধবা জননীর বৈষয়িক ক্ষতি যে কি পরিমাণে হইয়া গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত হিসাবটা দেখিতে দেখিতে বেগমের দু চক্ষু জ্বলিয়া উঠিতেই চাহিতেছিল,—কিন্তু তবু বেগমের মন সসম্ভ্রম বিস্ময়ে না ভরিয়া থাকিতে পারিল না, যখন সে দেখিল সেই ক্ষতির হিসাব আঁকিয়া, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটি স্বয়ং তার নীচে লিখিতেছেন, "হাজার কতক বার্ষিক আয় নষ্ট হোল, হোক,—ওটা নেহাৎ-ই আমার নসীবে ছিল, না হয় স্বীকার কর্‌ছি দায়ে পড়ে! কিন্তু যারা অম্লান বদনে স্বচ্ছন্দে আমাদের ঠকিয়ে চলে গেল, তাদের নৈতিক-উন্নতির ব্যবস্থা কিছু করে দেবার পথ পেলুম না,—এইটেই আমার ভয়ানক দুঃখ লাগ্‌ছে হে! বল তো ভাইজি, বাধা না পেলে, এই অন্ধ একজ্ঞায়ীর দল কি চরম অধঃপতনের শেষ সীমায় না পৌঁছে ছাড়্‌বে?—এদের মনুষ্যত্বকে এরা কিসের দামে বিক্রী কর্‌ছে,—সে হিসাবের দিকে এদের অনুভব-শক্তি যে কতখানি অচেতন হয়ে রয়েছে, সেটা ভেবে দেখ্‌তে গিয়ে, বাস্তবিকই আমার বুকে দরদ লাগ্‌ছে!—আমার বৈষয়িক ক্ষতিটা তার কাছে তুচ্ছ!"

কথাটা হয় তো খুব বড় কথা না-ও হইতে পারে, কিন্তু কি অবস্থায় দাঁড়াইয়া, ভদ্রলোকটি ঐ কথাটি বলিতে পারিতেছেন,—সেই অবস্থাটা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। বেগমের মনে হইল,—তাহার জীবনের পক্ষে

অবাক্

আজকার দিনটা একটা বিশেষ রকম 'তাক্‌-লাগিবার' দিন !......... কোনও পরিচিত মানুষের আচরণে এতখানি শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়-রহস্য বোধ করিবার অবসর তাহার সমস্ত জীবনটায় আর কোন দিন ঘটে নাই !—অন্ততঃ এ রকম নয় !

অন্যমনস্ক চিত্তে বেগম খানিকটা ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।—তার পর অন্য চিঠিগুলা খুলিয়া একে একে পড়িতে আরম্ভ করিল। বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে সংবাদ ভরা চিঠিগুলার তারিখের প্রায় এক বৎসর পরের তারিখে এ চিঠিগুলা লেখা হইয়াছে ঃ—

এলাহবাদ,
১৩—৭—১৯০৪।

সালাম্,

সাবাস্ ভাইজি !—তোমার ওকালতী বিদ্যেখানা দেখে বাস্তবিকই অবাক্ হয়ে গেলুম ! বলি, ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে, অকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম সাধনের স্থান আর কোথাও পেলে না,—চুটিয়ে কোপ্ বসাতে উদ্যত হলে এই গরীবের গর্দ্দানের ওপর ?—

হাঁ, আমি এবার অত্যন্তই চটেছি ! এবং চুটিয়ে শোধ নেবার জন্য, তোমার ব্যবসাটাকে এবার আমি মুক্ত কণ্ঠেই গালাগালি দিতে বদ্ধ-পরিকর হয়েছি। কারণ, হিতাকাঙ্ক্ষী বড় ভাই তুমি,—তোমার বিচার-শক্তির মধ্যে গোলযোগ দেখ্‌লে, তোমার ব্যবসায়িক পদমর্য্যাদার চরণেই, খুশী হয়ে ঘুসীর পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করতে আমি বাধ্য ! যে হেতু আমি ছোট ভাই,—আমার হাতের নাগাল তার উপরে পৌঁছানো দুঃসাধ্য !

অবাক্

তোমার অবিচার দেখে আমি, বাস্তবিক আশ্চর্য্য হয়ে গেছি!—বৈষয়িক স্বার্থের অনুরোধে, বিবাহ সংঘটন করাবার্—এমন উপাদেয় মন্ত্রণা, হঠাৎ তোমার মাথায় এল কি করে? আফিং টাফিং ধরেছ না কি?

যে লোক আমার দুঃসময়ে আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের ছলে বলে বশীভূত করে আমার সঙ্গে সাংঘাতিক দাগাবাজী করে নিয়েছেন,—আমার ভবিষ্যৎ-উন্নতির পথটি পর্য্যন্ত মেরে দিয়েছেন, এখন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে অপ্রকাশ্য-দুসমনী চালাচ্ছেন,—আমায় আজ জামাই হতে হবে, তাঁর! খুব সুযুক্তির কথা বটে! বৈষয়িক পদ মর্য্যাদার মিলনটা অযোগ্য হতে পারে, তা অবশ্য—বল্‌ছি না। জমিদারের ছেলে, জমিদারের মেয়ে......... 'পরিচয় দেবার উপযুক্ত সম্বন্ধ'—তোমার কথায় আমিও সায় দিচ্ছি। কিন্তু ঐ "টাইরাণ্ট" স্বভাবের উৎকট-এ্যারিষ্টক্রেট্ জমিদার মহাশয়ের উপযুক্ত দুর্দ্দান্ত প্রতাপ জামাই হবার ক্ষমতাটা আমার আছে কি না,—সেটা ভেবে দেখেছ? না, বিয়ের পর পূজ্যপাদ গুরুজন মশাইটির ইতরামির অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হয়ে, যখন আমাকে.........।

কিন্তু "ফাঁশির পর বিচার" করবার সুযোগ তোমায় দিতে আমি রাজী নই।—আমি বিচারটা চাই,—সকলের আগে।

জমিদার-কন্যাটির, ভাল মন্দ সম্বন্ধে আমি কোন আপত্তি বিপত্তির কথা তুল্‌তে সাহসী নই, কারণ তাঁর সম্বন্ধে এলাহাবাদের রাজপথের ওই এক্কাওয়ালাটা যতটা খবর জানে,—আমিও জানি বোধ হয় ঠিক ততটা। তাঁর রং সোনার মতই হোক, আর হীরের মতই হোক,—চাই কাঁচা কয়লার মতই হোক, আমার কোন দুঃখ নাই।—দুঃখ এই, আমি তাঁদের সঙ্গে সংশ্রব রাখ্‌বার অযোগ্য!—তা সে যত বড়ই বৈষয়িক স্বার্থের অনুরোধ

থাক্ না,—কোন জমিদারের 'প্রবল-প্রতাপ' জিনিসটাকে বা 'মহল মজকুর'টাকে আমি বিয়ে কর্‌তে রাজী নই!

Edgar Rice Burroughs সাহেবের Tarzan বাবাজীর অলৌকিক লীলাখেলার বইগুলা আনিয়ে ক'দিন থেকে পড়্‌ছি। আজ Jungle tales of Tarzan উপন্যাসের প্রথম চ্যাপ্টারে মনোযোগ করেছি, এমন সময় তোমার মধুর পত্রখানা এসে,—ব্রহ্ম-রন্ধ্রে ভূমিকম্প গোছ একটা ব্যাপার জাগিয়ে তুল্‌লে! কিন্তু এ চ্যাপ্টারে কি পড়লুম জানো? জংলী কাহিনীর রসান গুলো বাদ দিয়ে সার তত্ত্বটাই এক নিঃশ্বেসে চট্ করে বলছি। ব্রিটিশ লর্ড সন্তান টার্জন জঙ্গলবাস কালে একদা একটি জংলী 'এপ' মহিলাকে (যদিও তিনি কাল লোম ঢাকা' পুচ্ছহীন বৃহৎ বানর বা গরিলা আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট একটি 'মোহন মুরতি'—) সঙ্গিনী রূপে পাবার জন্যে বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। দৈব দুর্ঘটনায় মহিলাটির উপযুক্ত আর এক 'এপ' মহাপুরুষ আবির্ভূত! দুই বীরে তখন খাম্‌চা খাম্‌চি কামড়া কাম্‌ড়ি রক্তা রক্তি যুদ্ধ,—অনেক—অনেক—মধুর—মধুর জংলী কাণ্ড! (পড়তে দিক্ ধরে যায় অবশ্য!) এমন অনেক কাণ্ড কারখানার পর, যুদ্ধজয়ী টার্জনের পক্ষেই—সেই 'বাঞ্ছিতা লাভ' ব্যাপারটা সহজ হোল। কিন্তু—তারপর রণশ্রান্তি দূর হলে' সুস্থ স্বচ্ছন্দ মনে—সেই কাল লোমের কোট ঢাকা, কমনীয় নারী স্কন্ধের ওপর নিজের লোম লেশহীন ধব্‌ ধবে শাদা হাতখানা রাখা, মোটেই মানানসই হবে না বলে টার্জন যখন হঠাৎ এক সময় স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লে, তখন সহসা এক চোট্ হৃদয়বিদারক চীৎকার হেনে, রঙ্গমঞ্চ থেকে বিনা আপত্তিতে বিদায় নিলে। যাবার সময় মৃত্যু-

গ্রাস গত প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে উদ্ধার করে এনে,—তার ওপর অনেকখানি উদার করুণা প্রকাশ করে, তার সম্পত্তি তাকে দান করে গেল। সে ভদ্রলোক তখন চক্ষুলজ্জার দায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'টার্জন কি অন্য স্ত্রী পেয়েছেন তা হলে ?—" উত্তরে টার্জন জবাব দিলে,—(এই জবাবটির জন্য, তার সমস্ত জংলী মূর্খতা গুলো আমি বিনা বাক্যে ক্ষমা করতে বাধ্য হলুম)—যে "না, মানুষের জন্য ঠিক সেই রকম মানুষী চাই। (কিন্তু হায় ! এ্যাফ্রিকার জঙ্গলে তখন টার্জন ছাড়া অন্য শাদা মানুষের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।) সিংহের জন্য যখন সিংহিনী, বাঘের জন্যে যখন বাঘিনী, হরিণের জন্যে যখন হরিণী, বাঁদরের জন্যে যখন বাঁদরী, "For all the beasts and the birds of the jungle is there a mate. Only for Tarzan of the apes is there none. 'Taug' (সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ভদ্রলোক) is an ape. Teeka (সেই ভদ্র মহিলা) is an ape, Go back to Teeka. Tarzan is a man. He will go alone."

আজ তোমাদের উদ্দেশে বিনীত ভাবে ঐ উক্তিটা শুনিয়ে দিয়ে আমিও টার্জনের ভাষায় সবিনয়ে বল্‌ছি,—'অনুগ্রহ করে আমাকেও সুতরাং একা চল্‌তে দাও !—'

আশা করি এই বদ্‌খৎ বিয়ের সম্বন্ধটার পরমায়ু লোপ করবার পক্ষে, আমার নিদান শাস্ত্রোক্ত এই মুষ্টিযোগটাই যথেষ্ট হবে, কি বল ? আম্মাকে থামিয়ে দাও,—দাদা আমার ! তুমি চমৎকার সদাশয় লোক, এই কাযটি কর। নইলে স্বস্তিতে বাড়ীতে তিষ্ঠুতে পারব না, সে পাপটা তোমারি লাগ্‌বে জানলে ? মাতার চোখের জল, আমি সইতে পারিনে,—পারিনে ! বাঁচাও আমায় !—

আজ এই পর্য্যন্ত। এখানকার সব ভাল। তোমাদের কুশল লিখো। ছেলেদের সর্দ্দিজ্বর সেরেছে? আম্মা তাদের খবরের জন্যে ভাবছেন, শীঘ্র চিঠি দিও। আদাব।

ইতি—

"তোমার মন্নু্.

চিঠি পড়িয়া বেগম এবার বিরক্তি ভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিল। দেশটার জল হাওয়ার গুণ কি চমৎকার!—সকল ঘরের সকল ছেলে মেয়ের সব অভিভাবকগুলির দুঃখ দুশ্চিন্তার যত কিছু কারণ—সে কেবল ঐ একটা যা হোক্ তা হোক্—উদ্ভট্, উৎকট রকমের বিবাহ ঘটান ব্যাপারে? ছেলে মেয়েদের জীবনের আর কোন দিককে তাঁহারা আদৌ লক্ষ্য করিতে চাহেন না, তাঁহারা চাহেন শুধু সকাল সকাল বিবাহের ভোজ!—ছেলে মেয়েরা তাহাদের, ভাবিবার মাথা, বুঝিবার হৃদয়,—এবং কায করিবার হাতগুলির শক্তি সামর্থ্যের কি উৎকর্ষ সাধন করিতেছে, কোন উন্নতি, কোন যোগ্যতা, কোন মনুষ্যত্ব লাভের জন্য নিজেকে কে কোন পথে চালাইতেছে—তার কোন সংবাদই কেউ রাখিতে চাহেন না, শুধু যে রকমেই হোক, বিবাহটা চট্‌পট্ সারিয়া দিতে পারিলেই সবাই নিশ্চিন্ত! তার পর অযোগ্য দম্পতি, অসমর্থ অবস্থায়, বহু বহু অযোগ্য সন্তান ভারে প্রপীড়িত হইয়া যত পারে দুঃখভোগ করুক,—তখন তাহার খোঁজ লইবার জন্য কোনও হিতাকাঙ্ক্ষীর কিছু মাত্র সন্ধান পাওয়া যাইবে না।—কি চমৎকার মুরুব্বি-আনা প্রথা, আর কি সুন্দর বিবাহ-পদ্ধতি!

বেগম অনেকগুলি অযোগ্য-বিবাহের শোচনীয় পরিণাম স্বচক্ষে

দেখিয়াছে। অযোগ্য অবস্থায় বিবাহ সম্পাদন ব্যাপারটার বিরুদ্ধে তাহার মন তীব্র বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রান্নার কাযে দাঁড়ানো এবং আঁতুড় শয্যা বিছাইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া যাঁহার জীবনে আর কোন কায করিবার প্রয়োজন হয় নাই, বা অবসর জুটে নাই,—এমন নারী সে অনেক দেখিয়াছে।—ইঁহাদের শারীরিক শক্তি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মানসিক উন্নতির উৎকর্ষতায়?—বেগম নিপুণ মনোযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, দু একটি ক্ষেত্র ছাড়া বাকী সকল ক্ষেত্র,—এবং সে ক্ষেত্রের ফলগুলি সমস্তই দারুণ হতাশাজনক! সে দুঃখের দায় ধাক্কা যাঁহাদের ভোগ করিতে হয় না, তাঁহারা প্রসন্ন-সন্তোষে, যা খুশী তাই বলিতে পারেন,—কারণ কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে দাঁড়াইয়া মনের আরামে বক্তৃতা উপদেশ দেওয়া বাস্তবিকই বড়ই সহজ কথা। কিন্তু সে পাপের আংশিক ফলও যাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে, সে জানে—অযোগ্য-বিবাহের, যথেচ্ছাচারের পরিণাম কি মর্ম্মন্তুদ।

পুরুষদের যোগ্যতার ওজন যাচাই সম্বন্ধে রং বেরং-এর কষ্টি-পাথর ও দাঁড়িপাল্লা হইতে নিক্তির ওজন পর্য্যন্ত যে ভাবে চলিতেছে, তাতে বেগমের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চার অপরাধের হাড়কাঠে মাথা না দেওয়াই ভাল! বিশেষতঃ সোফিয়া শুনিলে নিশ্চয়ই রাগিয়া যাইবে, সুতরাং সে বিপদকে ডাকিয়া কায নাই। কিন্তু লম্বায় চওড়ায় খানিকটা বড় হইলেই যে মানুষ মাত্রেই বিবাহজীবনের যোগ্য হইয়া উঠে,—এ কথাটা স্বীকার করিতে বেগম আজ ভয় খায়!—কারণ, এই বয়সেই এমন গুটিকতক মানুষের আকৃতি প্রকৃতির চেহারা তাহার চোখে পড়িয়াছে, যাঁহাদের—অসময়ে অযোগ্য বিবাহ করার ফল দেখিয়া—এই কথাটাই গভীর বেদনার সহিত

বারে বারে তাহার মনে পড়িয়াছে, যে, এই লোকগুলি এমন ভাবে বিবাহিত জীবনে না ঢুকিয়া যদি চিরজীবন অবিবাহিত থাকিতেন, তবে তাঁহাদের নিজের, ও চার পাশের আত্মীয়দের (এবং বোধ করি সূক্ষ্মভাবে হিসাব করিলে, সমস্ত পৃথিবীটার শুদ্ধ)—যৎকিঞ্চিৎ মঙ্গল করিবার অবকাশ পাইতেন! বেগম অনেকবার ইহাই ভাবিয়াছে, এবং তাঁহাদের কথা মনে পড়িলে আজও সে ইহা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারে না।

আজ—এই পত্রলেখক লোকটির অবস্থার পরিচয়ে সে একদিকে যেমন বিষণ্ণতা বোধ করিল, অন্যদিকে লোকটির মনো-বলের পরিচয় পাইয়া তেমনি গভীর শ্রদ্ধা বোধ করিল! হায় রে, এমন উচ্চ পথের পথিককে, সাধনপথে উৎসাহ দিবার মত সহৃদয় আত্মীয় জোটে না!—জোটে শুধু বাধা দিবার, দরদী!

উন্মনাভাবে খানিকটা নিস্তব্ধ থাকিয়া, বেগম অন্যান্য চিঠিগুলা দেখিতে লাগিল। এ-গুলায় ভদ্রলোকের নিজের কথা একটাও নাই। দেশের গরীব শ্রমজীবী ও কৃষি-তত্ত্বের উন্নতির জন্য, দেশের মানুষদের এখন কোন কোন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য,—যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়া তিনি সেই সব বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। গরীবদের জন্য, লোক-দেখানে দরদ প্রকাশে তাঁহার উৎসাহ নাই,—কিন্তু ইহাদের আর্থিক, —এবং শরীর মন আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপায় বিধান করিবার চেষ্টায় —এই লোকটি এমন একটা অকপট আন্তরিক আগ্রহের বাথা অনুভব করিতেছেন, বোঝা গেল,—যে বেদনাবোধের সামনে ভক্তি ভরে নতশির হইতেই বেগমের ইচ্ছা হইল।

এই আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি দেশের বুদ্ধিমান যুবকদের আমেরিকা

প্রভৃতি দেশে পাঠাইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যকরী বিদ্যা শিখাইয়া আনিবার কথা তুলিয়াছেন এবং নিজেও সেই দল ভুক্ত হইয়া আমেরিকা গিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কৃষি-বিদ্যা শিখিয়া আসিবার, এবং দেশে ফিরিয়া সে জ্ঞানকে কাযে খাটাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার, যেন বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ব্যঙ্গভরে পরিহাস করিয়া লিখিয়াছেন,—"কিন্তু সবই হয় তো শেষ পর্য্যন্ত শিয়ালের যুক্তিতে দাঁড়াবে ভাইজি! কারণ জমিদারীর দিক থেকে আমি দৃষ্টি সরালেই,—ওর ওপর শনির দৃষ্টি পড়্‌বে! আমেরিকার মাটীতে পা দিয়েই হয়তো সুসংবাদ শুন্‌ব,—ও বস্তু একদম হস্তান্তর হয়ে গেছে! তখন, শিক্ষার ব্যয় জোটানো চুলোয় যাক্, উদরান্নের জন্যেই হয় তো রিভলবারের গুলী ভক্ষণ করা সৎপন্থা ঠাউরে বস্‌ব!"

"আমার চারদিকের অবস্থা ভেবে, আজ আমার সব চেয়ে বড় করে কোন অভাবটা বেশী লাগ্‌ছে জানো ভাইজি? সুযোগ্য জননী না পাওয়ার অভাব!—চম্‌কে উঠো না।—আম্মাকে তোমরা বিলক্ষণ রকমেই জানো, স্নেহ, মমতা, দয়া মায়ায় তিনি দেবী,—এমন জননীর সন্তান হয়ে জন্মেছি বলে আমি গৌরব বোধ করি।—আর এও আমি কৃতজ্ঞ নত চিত্তে স্বীকার করছি,—আমার মধ্যে যদি কিছুও এতটুকু ভাল থাকে, তবে সে আমারি আম্মার সদ্‌গুণের ফল!—কিন্তু আমার মধ্যে এই যে ভয়, উদ্বেগ, আলস্যের দুর্ব্বলতা বাসা বেঁধে রয়েছে,—যে দুর্ব্বলতা আমার সমস্ত মঙ্গলের প্রতিবন্ধক,—এ দুর্ব্বলতা-ব্যাধি, এ টুকুও আমার ঐ আম্মার কাছ থেকেই পাওয়া!—পুরুষানুক্রমেই আমরা হয় তো জননীদের কাছ থেকে এই উদ্বেগ-ভীরুতার ব্যাধি গ্রহণ করে আস্‌ছি,—ঠাওর করবার ফুরসৎ নেই!

(অনুভব শক্তিও অতি প্রখর কি না !) কিন্তু এই জননীর সমস্ত সদ্‌গুণের সঙ্গে,—যদি সাহসসম্পন্না সুশিক্ষিতা আম্মা রূপে আমি আম্মাকে পেতুম, তা হলে শুধু এই আংশিক গৌরব মাত্র নয়,—আমি আজ জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনায় সম্পূর্ণ সফল-ক্রিয়, সৌভাগ্যবান বলে পৃথিবীতে পরিচিত হবার পথ পেতুম ! আজ তা হলে পড়াশুনো দেখতে গিয়ে জমিদারী নষ্ট হোত না।—আজ জমিদারী দেখার তাগাদায়, দেশের দশের আর নিজের উন্নতির পায়ে কুড়ুল মার্‌বার অনিবার্য্য বাধা উপস্থিত হোত না। আজ বড় অভাবের মুখে পড়েই আমার ভয়ানক আক্ষেপ বোধ হচ্ছে,—এ জননীরা শুধু আঁতুড় ঘরের জন্যেই ছোট ছেলেকে মানুষ কর্‌বার শিক্ষা পেয়েছেন। বড় ছেলেকে বড় কার্য্যক্ষেত্রের জন্যে "মানুষ" করবার শিক্ষা এঁদের কৈ ?—

রাগ কোর না। আমিও "রক্ষণশীল।" কিন্তু সাময়িক অভাব তো ভাই আমাকে ছেড়ে কথা কইছে না,—মন রাখা মিথ্যে বলি কোন মুখে ?—

মনের অবস্থা কিঞ্চিৎ 'অত্রাহি গোছ' হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভাল লাগ্‌ছে না,—কি করি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। ভেতর আর বাইরের জীবন অতিশয় অশান্তি উৎক্ষেপপূর্ণ লাগ্‌ছে, কি করি বল দেখি ?

যুগলের জন্য সালাম্। ছেলেদের জন্যে আন্তরিক স্নেহ পূর্ণ নীরব কল্যাণ কামনা। ইতি—

তোমার স্নেহের

ভারী অস্বচ্ছন্দ—মনু।"

ঐ—"অত্রাহি" এবং "অস্বচ্ছন্দ" কথা দুটির মধ্যে কি সম্মোহন শক্তি

ছিল, কে জানে,—মুহূর্ত্তে তার মূল ভাবার্থটা বেগমের মনের উপর যেন গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিল। অস্বস্তিপূর্ণ চিত্তে উঠিয়া, বেগম ঘরের মেঝেয় নিঃশব্দে পায়চারী করিতে লাগিল, তাহার মুখ চোখ সহসা শুকাইয়া গেল।

বাকী আর একখানি, প্রকাণ্ড খামে ভরা, সুবৃহৎ চিঠি। কিন্তু এটা খুলিয়া দেখিতে বেগমের আর সাহস হইল না।

পাশের ঘরে সুনীতি তখন মিষ্ট সুরে মধুর তাল রাখিয়া—করুণ কোমল কণ্ঠে গাহিতেছিল :—

"ওগো কাণ্ডারি, তুমি কেগো
কার হাসি কান্নার ধন!
ভেবে মরে মোর মন!—"

বেগম অধীর হইয়া উঠিল।—দূর হউক ছাই! পরের ভাবনা ভাবিয়া মরিতে গেলে,—শুধু মরাই সার হইবে, দুনীয়ার কোনও মানুষের তাহাতে কিছুমাত্র উপকার হইবে না, এটা ধ্রুব সত্য! কিন্তু এ পথে পা বাড়াইবে না বলিয়া বেগম চিরদিনের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া আছে, এ পথ তাহার নয়! নয়!—হৃদয় হারানো! আল্লা বল!..... ...বেগমের তো খাইয়া ঘুমাইয়া আর কায নাই!

৯

কখন যে পাশের ঘরের হাসি গান গল্প থামিয়া গিয়াছিল, বেগম সে দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ রাখে নাই। অনেকক্ষণ পরে কোন এক সময় হঠাৎ দুয়ারের বাহিরে সোফিয়ার ডাক শুনিয়া ত্রস্ত চমকিত হইয়া বলিল "আমায় ডাকছিস্ সোফি ?"

সোফিয়া বাহির হইতেই হাসিয়া উত্তর দিল "না, তোমায় নয়, বাঁদীকে। কিন্তু তুই, দেখ্ছি বই পড়্তে পড়্তে রাগটার কথা সবই ভুলে গেছিস্। —কথা বলে ফেল্লি যে ?"

বেগম ভিতরে ভিতরে একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। টেবিলের চিঠিগুলি ও ফটোখানা চট্‌পট যথাস্থানে গুঁজিয়া রাখিতে রাখিতে অনেক কষ্টে ঠাট্টার সুরে বলিল "তোদের চেঁচামেচির হুড়োহুড়িতে কি নিরীহ মানুষদের মৌনব্রত বজায় রাখবার যো আছে ?"

কিন্তু তার পর সোফিয়া কি উত্তর দিল, সে দিকে বেগম কাণ দিতে পারিল না। সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল,—সেই অপঠিত চিঠিখানা লইয়া! আশ্চর্য্য! এতক্ষণ চিঠিখানা হাতে লইয়া সে যে কি মাথামুণ্ড ভাবনায় অনর্থক সময় কাটাইয়াছে, কিছুই বুঝিবার যো নাই। কিন্তু এতক্ষণের পর চিঠিখানা লুকাইয়া পড়িবার সুযোগটা যখন নিঃশব্দে পার হইয়া গেল, তখন কি না খেয়াল হইল……!

এখন উপায় ? না পড়িয়া চিঠিখানা হাত ছাড়া করা ?……না, সেটা হইতে পারে না। কিন্তু এখানে বসিয়া,……পড়া, সেও আর নিরাপদ

নয়। সোফিয়া ও সুনীতি এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল, কিন্তু এবার তাহারা যখন বেগমের গন্ধ পাইয়াছে,—তখন, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ" শব্দে, এই আসিয়া পড়ে আর কি !—হায় ! কেনই যে বেগম সাড়া দিয়া ফেলিল !—

অতএব ?······ঐ না পায়ের আওয়াজ ? হাঁ, তো !—ঐ যে দুয়ারের কাছে !—

বিচার বিবেচনার আর অবসর জুটিল না !—চট্ করিয়া হাতখানা বুকের জামার ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িল, এবং 'না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ' ব্যাপারটা নিমেষ মধ্যে বেমালুম সম্পাদিত হইয়া গেল।

ছেলে কোলে করিয়া, খাবারের রেকাবি হাতে লইয়া, সোফিয়া প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "নে অনেকক্ষণ থেকে রাগ করে আছিস, অনেকটাই খিদে পেয়েছে, কি বল ? এবার খা।—"

মন ও মুখের ত্রাস্ত-উৎকণ্ঠিত ভাবটা প্রাণপণ চেষ্টায় দমন করিতে করিতে বেগম খুব হাল্কা ভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল "যা, যাঃ!—খুব বাবুর্চ্চিপণা শিখেছিস্! আমার এখন মোটেই খিদে লাগে নি।"

"ফের, মিথ্যে কথা ?—তোর খুব খিদে পেয়েছে। গেল্ বল্‌ছি—"

"হাসালি সোফি! আমার খিদে নাই, তবু গিল্‌তে হবে ?—সুনীতিকে ছাখ্, সুনীতিকে ছাখ্,—ও বেচারা অনেকক্ষণ থেকে গানটান গেয়ে চেঁচামেচি কর্‌ছে,—খিদেটা দস্তুরমত করে, ওরই পাওয়া উচিত।—ওকে দেখ গে—"

"সে জন্যে তোমায় 'কেঁদে—কোকিয়ে' মর্‌তে হবে না,—তুমি নিজের চর্কায় তেল দাও। সে অনেকক্ষণ হোল ঠাণ্ডা হয়ে নিজের বাড়ীতে চলে গেছে।"

অবাক্

"চলে গেছে? বাঃ! কখন গেল?—"

"সাড়ে চারটের সময় তার গাড়ী এসেছিল।"

"বা রে! আমার সঙ্গে দেখা না করেই পালাল? দেখেছ আক্কেল!—"

"আক্কেল তার না তোর? তুই রাগ করে এসে কোন চুলোয় কাঁথা চাপা দিয়ে পড়্লি। তোর আর খোঁজ খবর নাই!—"

বাধা দিয়া অপ্রতিভ হাস্যে বেগম বলিল "আহা চুলোটা তোরই শোবার ঘরের পাশে ছিল সোফি,—তুই কোন—"

"আমার ত গরজ নেই! তুইও রাগ করে চলে এলি, তোর বন্ধুও কেন-না রাগ করে চলে যাবে? আলবৎ সে রাগ করে চলে যাবে।"

"সে রাগ করে গেছে?—" বেগম হাসিল। মাথা নাড়িয়া বলিল "এটা নিশ্চয়ই তোর শিক্ষা, সংসর্গের ফল! আচ্ছা, কাল তাকে দেখে নেব। কিছু খেয়ে গেছে?—"

"শুধু একগ্লাস লেমনেড্, আর দুটি ফল।"

সন্তুষ্ট-ভাবে মাথা নাড়িয়া বেগম বলিল—"ও ছাড়া সে এ সময় কিছু খায় না, আমি জানি। আচ্ছা সোফি সত্যি বল তো, আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না কেন? নিশ্চয় তুই শিখিয়ে দিয়েছিস্—"

"ঐ নাও! 'যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা ব্যাটাই চোর!—' সব তালই সোফির ঘাড়ে! বলি এখন খেতে বসবি কি না বল? একজন রাগ করে গেছে, এবার আমি শুদ্ধ্—"

"দোহাই তোমার! দাও খাচ্ছি! কিন্তু এ আখ্রোট্ ফাখ্রোট্

সরাও, এত ফলটল আমার চল্‌বে না। ওগুলো তুই খা, বাকীগুলো আমি খাই। আচ্ছা—কৈ? চা, দিবি নি?–”

হাসিয়া সোফিয়া বলিল “তাই ভাব্‌ছি যে কতক্ষণে তোর মনে পড়ে!—এগুলো, ততক্ষণ খা, চা তৈরি করে আন্‌ছে। তোমার জন্যে গরম জল না হলে চলে না, সে আমার মনে আছে।—সুনীতি বেশ, চা, ফা, খায় না।”

—ব্যঙ্গস্বরে বেগম বলিল “আর সোফিয়াও অতি উত্তম মেয়ে,—গরম জল দেখ্‌লেই তার গা জ্বলে ওঠে! কিন্তু হায়, আমি যে তোদের মত ‘পিত্তির ধাত’ কিছুতেই যোগাড় কর্‌তে পারলুম না। না হলে, আমিও তোদের মত লক্ষ্মী মেয়ে হতুম!”

খাইতে খাইতে বেগম বলিল “আচ্ছা সোফি, তুলা ভাই কবে ফির্‌বেন ঠিক জানিস্?—”

সোফিয়া বলিল “চাচাজীর সঙ্গেই চার পাঁচ দিন পরে ফেরবার কথা। তবে মাঝখানে যদি এলাহাবাদে নেমে দু একদিন আড্ডা দিয়ে আসেন।”

“এলাহাবাদ!”—বেগম চমকিয়া উঠিল! খাবারের রেকাবির উপর অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া, অস্ফুট স্বরে বলিল “সেখানেও কি মামলা-টামলা আছে না কি?—”

একটু বিষণ্ণভাবে সোফিয়া বলিল “না রে,—এলাহাবাদে তোর সেই ‘ফুটবল-খেলওয়াড়’ লোকটি রয়েছে যে। সে ছেলে আবার এক মুস্কিল বাধিয়েছে, আমেরিকা পালাবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে।”

নিরীহ ভাবে বেগম বলিল “তাই নাকি? তা মুস্কিলটা কিসের?—”

“মার এক ছেলে। সে ছেলে বিয়ে করবে না, ঘর সংসারী হবে না,

কোথা আমেরিকা, কোথা আফ্রিকা এই সব হুজুগ নিয়ে ছুটোপাটি করে বেড়াবে, এ কি মার সয় ? মা আপ্‌সে আপ্‌সে সারা হচ্ছেন, কত দুঃখ করে তোর ফুলা ভাইকে চিঠি লিখেছেন যে "মন্নু যদি একান্তই যায়, যাক। ওকে বিয়ে করে তারপর যেতে বল।"

বেগম অধোমুখে নিরুত্তরে খাবারগুলা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

সোফিয়া নিজ মনেই বলিতে লাগিল "এদের কাণ্ডগুলা কি রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে জানিস্? চাচাজীকে বিলেত পাঠানোর সময় আমাদের গোষ্ঠির মধ্যে যে রকম ব্যাপার ঘটেছিল, ঠিক তেম্নিই। ভাইকে পড়্‌তে পাঠাবার জন্যে,—বাপজান কি দুঃখুই না ভোগ করেছিলেন, শুনেছিস তো সব ?"

হাত ধুইয়া উঠিয়া পড়িয়া বেগম বলিল, "শুনেছি বৈ কি। ছেলের লেখাপড়ায় যাতে আর মন না থাকে, সে কামনায় পীরের দর্‌গায় সিন্নি চড়াতেও দাদি কুণ্ঠিত হন নি। বাস্ রে, তখনকার দিনের মা গুলি কি মজার লোক ছিলেন!—" বেগম মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

সোফিয়া বলিল "তাই তো সেদিন ও-বাড়ীর ছোট দিদি কি কথায় আমাকে বল্লেন,—যে 'বাপ্‌রে, এখনকার দিনের এই ক্ষুদে ক্ষুদে মা গুলোর বুকে যদি এতটুকু ভয় ডর আছে!—লেখাপড়ার জন্যে স্বচ্ছন্দে ছেলে-গুলোকে বোর্ডিং'এ পাঠিয়ে, হোষ্টেলে পাঠিয়ে, দিব্যি নিশ্চিন্তি হয়ে থাকে। আমরা তো বাপু, তা মোটেই পারি নি। আমাদের মনে হোত লেখাপড়া না হয়, নেই হোক, তবু ছেলে কাছে থাক,—চোখের ওপর থাক দা'ক,—আমার তো—জান্‌টা ঠাণ্ডা থাক্‌বে।"

"তা বৈ কি! ছেলেকে শুধু কাঁথা চাপা দিয়ে কোলে শুইয়ে

রাখ্‌লেই ছেলের সর্ব্বাঙ্গীন্ মঙ্গল হয়, সব আপদ বিপদ কেটে যায়!—পৃথিবীর খোলা হাওয়া, আলো, আকাশের নীচে তাকে গা মেলে খাটতে দিলে, খেলতে দিলেই, তার জীবনীশক্তি সমস্তই নষ্ট হয়! যুক্তি মন্দ নয়!—আচ্ছা সোফি, তোর এই ছেলেটা যদি দেশ বিদেশ চরে ঘুরে মানুষ হতে চায়, তুই নিশ্চয়ই ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদতে বসবি, কি বলিস্?"

সোফিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে একবার ছেলেটির দিকে চাহিল। তার পর উদাস-করুণ কণ্ঠে বলিল "তা হলে তুমি রক্ষে রাখ্‌বে? আমায় সন্থঃ সন্থঃ আছ্‌ড়ে মেরে দেবে না?—"

"আরে না না, আমার আছাড়ের খাতিরে নয়। তোর নিজের খুসী মাফিক সত্যি কথাই বল। কাজের জন্যে ছেলেদের দূরে পাঠাতে হলেই কান্নাকাটি কর্‌বি তো?"

"তা মন কেমন করে না বাপু? তোর করবে না, তুই বল?"

বেগম নিরুত্তরে একটু হাসিয়া ছেলেটিকে সোফিয়ার কোল হইতে লইয়া,—বুকে ফেলিয়া সস্নেহে চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল "এটাকে দান করে দিবি আমায়? বড়টা আর বাকী সব কটা তোর থাক। শুধু এইটে আমায় লেখাপড়া করে দে, পারবি?"

"সস্‌চন্দে। শুধু ওটাকে কেন ওর বাপকে শুদ্ধু!—"

"দেব মুখে এক থাবড়া বসিয়ে!—আহাম্মক কোথাকার! যত সব চাষাড়ে ঠাট্টা! আচ্ছা সোফি, তোর কি চল্‌তে বল্‌তে একটুও পায় মুখে বাধে না?"

"অন্ততঃ, দুনীয়ার দুজন মানুষের কাছে নয়! এক তুই—আর তোর দুলাভাই।"

বেগম কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু দাসী সেই সময় চা লইয়া ঘরে ঢুকিল, কাজেই জবাবটা সামলাইয়া লইতে হইল। চায়ের পাত্র লইয়া চুমুক দিয়া, দাসীর দিকে চাহিয়া বলিল "এমন মোলায়েম 'কড়া' চা বানাতে তোমায় শেখালে কে? তোমার এই মোলায়েম-ধাতের বিবি সাহেবা?—"

দাসী থতমত খাইয়া বলিল "না হজরৎ, আমাদের সাহেবজী তো এই রকম চা-ই পছন্দ করেন। আপনার কি কড়া লাগছে? পাৎলা করে চা এনে দেব?"

"আর তোমায় কষ্ট করতে হবে না, যাও। আজকের মত, আমি এইটেই চালিয়ে নিচ্ছি। মোদ্দা এবার যখন আমায় চা দেবে, তখন তোমার সাহেবজীর মত কড়া ধাতের চা আমায় দিও না, সে দিও তোমার ঐ বিবি-সাহেবাকে! বুঝলে? সেটা সহ্য হবে ভালরকম, ওঁর-ই!"

সোফিয়া তখন টেবিলের কাছে গিয়া, অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত কি একটা জিনিষ খুঁজিতেছিল, ইহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। কিন্তু ব্যস্ততার ফাঁকে,—ঐ একটুখানি—'সাহেবজী' নামটা কোনক্রমে তাহার কানে ঢুকিয়া পড়িল! ব্যস, আর নিশ্চিন্ততা চলিল না!—তৎক্ষণাৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অতিশয় অপ্রসন্নতার সহিত বলিয়া ফেলিল "ও লোকটির কথা আর বলিস নি বাপু! হাড়জ্বালানে মানুষ! যত রাজ্যের জঞ্জাল এই টেবিলটার ওপর বিছিয়ে রাখবে, আর,—কাজের জিনিসগুলো যে কে কোথায় যায়, কারুর সন্ধান মেলে না! এই কাল দেখলুম ফটোখানা এখানে রয়েছে—আর আজ যে সেটা কোথায় গেল,—"

বেগম সন্ত্রস্ত হইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল "কি? ফটো? কার?"

অবাক্

নিরতিশয় গাম্ভীর্য্য সহকারে সোফিয়া বলিল "সে একটা লোকের। এদ্দিন সেটা এই সামনে, দিব্বি অসাবধানে পড়েছিল,—তুলে রাখবার ফুরসুৎ হয় নি।—আর আজ সেটার দরকার কি না, অম্নি তাকে সাবধান করে তুলে রেখে যাওয়া হয়েছে।—যেন পড়ে থাক্‌লে কেউ ছবিখানাকে খেয়ে ফেল্‌ত!"

বেগম সহসা নির্ঝুম নিরুত্তর হইয়া গেল! মনে তাহার লেশমাত্রও সন্দেহ রহিল না, যে সোফিয়া কোন ছবিখানা খুঁজিতেছে—এবং বুঝিতেও তাহার কিছুমাত্র বাকী রহিল না যে সোফিয়া কেমন নিখুঁত নিশ্চয়তার সহিত, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চড়াইতেছে!—অত্যন্তই হাসি পাইতেছিল,—কষ্টে স্বষ্টে সেটা সামলাইয়া লইল। সোফিয়ার ছেলেটিকে হাঁটুর উপর দাঁড় করাইয়া—অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শিশুর দৃষ্টি লক্ষ্যে—মূক অভিনয় সুরু করিয়া দিল। খেলা পাইয়া শিশুটি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া অত্যন্ত খুশীর সহিত হাসিয়া কাসিয়া হেলিয়া ছলিয়া, রীতিমত অস্থির হইয়া উঠিল।—অন্বেষণ বিব্রত সোফিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়াও দেখিল না। নচেৎ দেখিলে,—দেখিতে পাইত তাহার কৌতুকতৎপরা বোন মহাশয়া, কেমন সুন্দর নিপুণতার সহিত একমনে খেলা করিতে করিতে সতর্ক বক্র কটাক্ষে সোফিয়ার কাযের দিকেই কি সুন্দর ভাবে 'নজর ঠিক' রাখিয়াছে!—

হঠাৎ সোফিয়া সানন্দে চেঁচাইয়া বলিল,—"এই যে, পেয়েছি! এইখানেই ছিল রে।—"

উদাসীন ভাবে বেগম মন্তব্য প্রকাশ করিল "ওটা পাওয়া না পাওয়ার জন্যে কিছু এসে যায় না। যে কোন ছুতায় হোক, একটা নিরীহ লোকের

ঘাড়ে নিরাপদে রাগের ঝাল বর্ষণ কর্‌তে সুযোগ পাওয়াই,—তোমার পক্ষে আসল স্বস্তিদায়ক ব্যাপার, না সোফি ?—আচ্ছা ছেলেটাকে এবার ধর, --আমায় স্বস্থানে প্রস্থান কর্‌তে হবে।—"

দাঁড়া আর একটু—আজ তোকে একটা মজার জিনিস দেখাব।—" বলিয়াই, সোফিয়া দাসীকে নিজের কাজে যাইবার জন্য আদেশ করিল।

দাসী প্রস্থানোদ্যত হইতেই বেগম শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "দাঁড়াও, দাঁড়াও,—আমার এই বই কখানা ও-বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবে চল দেখি ! আর ওঘরে থার্ম্মমেটার আর একখানা বই আছে, সেটাও নাও।"

দাসী নির্দ্দেশিত বইগুলি তুলিয়া লইয়া ওঘরের বই থার্ম্মমেটার আনিতে গেল।

সোফিয়া দ্রুত চরণে বেগমের দিকে আসিতেছিল, হাতে সেই ফটো !—বেগম আড়চোখে একবার চাহিয়া দেখিল, তারপর চক্ষের নিমেষে ধাঁ করিয়া ছেলেটিকে পাশের সোফার উপর শোয়াইয়া দিল।—চট্ করিয়া চৌকাঠের বাহির হইয়া পড়িয়া বলিল "আজ চল্লুম সোফি,—কিছু মনে-টনে করিস নে।"

"এই,—এই, একবার দাঁড়া, একটা জিনিস দেখে যা—"

বেগম চলিতে চলিতেই উত্তর দিল, "অনেকক্ষণ থেকেই বই দেখে দেখে চোখ টাটিয়ে উঠেছে, আর এখন কিছু দেখা-টেখা পোযাবে না।—"

"খোদার কসম্ ! একবার দাঁড়া, চেয়ে ছাখ্।"

হাসিমুখে বেগম ফিরিয়া দাঁড়াইল। ছবির নীচের সেই লেখাটুকুর উপর হাত চাপা দিয়া সোফিয়া বলিল "এই সুন্দর চেহারার লোকটি কে জানিস ?—"

অবাক্

চকিত দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া বেগম স্মিতমুখে বলিল "খোদার সৃষ্টির কেউ হবেন, আর কি জান্‌ব ?—"

গম্ভীর হইয়া সোফিয়া বলিল "অতদূর থেকে দেখা নয়, কাছে সরে এসে ছাখ,—এ লোকটির সম্বন্ধে অনেক পরিচয়ই তোর জানতে বাকী আছে।—"

"থাক, আমার তাতে কোন আপত্তি নাই।

"কিন্তু আমাদের আছে ভাই,—" সোফিয়ার কণ্ঠস্বর অনুনয়পূর্ণ। মিনতি-করুণ স্বরে সে বলিল "ভাল করে ছাখ ভাই।"

"হাসালি সোফি!—তোর কাতরতা দেখে আমার অত্যন্ত মায়া লাগ্‌ছে! সার ফিলিপ সিড্‌নীর মতই উদার করুণা প্রকাশ করে বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে,—'দাই নেসেসিটি ইজ্ গ্রেটার দ্যান্ মাইন্!—"

কিন্তু ঠাট্টাটা ঐ পর্য্যন্তই রহিল। মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই, হঠাৎ বেগম নিজের মুখটা ফিরাইয়া লইয়া,—দ্রুত অন্তর্দ্ধান করিল।—

নিরীহ সোফিয়া বুঝিতে পারিল না, বেগমের এই আকস্মিক-বিচলিত ভাবটার কারণ কি ?

১০

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া, বেগম অন্য কাজের সময় পাইল না। বাড়ীতে অনেকগুলি কুটুম্ব অতিথির আগমনে,—আতিথ্যসৎকারের তদারকে বেচারাকে রাত এগারটা পর্য্যন্ত প্রবল চেষ্টায় মাথা ঠিক রাখিয়া —খুব ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হইল। কিন্তু তার পর যখন সে নিজের শয়ন-কক্ষে পৌঁছিয়া নিদ্রার জন্য অবসর পাইল,—তখন শ্রান্ত ক্লান্ত মনটা সহসা মহা বিদ্রোহে মাতিয়া গোঁ ধরিয়া বসিল,—এবার—নিভৃতে, সেই চুরি করা চিঠিখানা পড়িবার জন্য !—

কিন্তু বেগম সহসা রাজী হইতে পারিল না।—তাহার শিক্ষা-মার্জ্জিত, সচেতন বিবেক,—মনের এই আব্দারটার ন্যায় অন্যায় লইয়া প্রথমেই বিচার করিতে বসিল। বিবেকের ধর্ম্মাধিকরণের সামনে দাঁড়াইয়া মন ও বুদ্ধির মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক চলিল। অনেকটা ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বেগম এই সর্ত্তে মনের সঙ্গে বুদ্ধির রফা করিল,—যে,—উক্ত পত্র লেখকের মনের ওজনটা শুধু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিবার জন্যই মাত্র, বেগম ঐ চিঠিখানা পড়িতে পারে। নির্ব্বোধ সোফিয়ার নির্দ্দেশিত,... 'প্রয়োজনের' অজুহাতে,—একেবারেই নয়! নয়!—তা যদি হয়, তবে মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের উপদেশ স্মরণ করিয়া, এই মুহূর্ত্তে মনকে ও পথ হইতে দ্রুত-ফিরানই মঙ্গল।

গম্ভীর চিন্তাকুল মুখে বেগম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর সজোরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনেই ঈষৎ হাসিয়া

বলিল "খোদা মালিক। এত ভয় ডরের দরকার নাই!—দেখাই যাক-না কেন!—"

উঠিয়া, আলো উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, সেই চিঠিখানা গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া বেগম পড়িতে বসিল। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বের তারিখ দিয়া চিঠিখানা লেখা হইয়াছে। বেগম মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল,—যতগুলা পত্র লেখা হইয়াছে, এইটাই তার মধ্যে সকলের শেষ লেখা;—অর্থাৎ টাটকা চিঠি।—

তারিখ ও স্থানের ঠিকানার উপর চোখ বুলাইয়া বেগম চিঠির বক্তব্যে মনোনিবেশ করিল ঃ—

প্রিয় ভাই,

তোমার চিঠি পড়ে, আমার মাথাটা যদি খারাপ হয়ে না যায়, তা হ'লেই চিঠির জবাব দিতে হুকুম করেছ। সেই জন্যেই তৎপরতার সঙ্গে, ত্রস্তে জানাচ্ছি,—না আমার মাথা খারাপ হয় নি, মোটেই হয় নি!—

প্রথম কথা,—সমস্ত গালাগালিগুলোর মধ্যে, তুমি যে আমায় উচ্চাভিলাষী বলে গাল দিয়েছ,—এটার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই তোমার বুদ্ধির তারিফ করছি!—সবিনয়ে জানাচ্ছি, জন্ম-লগ্নটার দোষে—('গুণে' বল্লে পাপ হবে! কিন্তু বাস্তবিক আমি Astrologyর নিয়ম-তত্ত্বের নির্দ্দেশ অনুসারে 'গুণে' অর্থাৎ গণনা করে দেখেছি)—প্রকৃত পক্ষেই আমি তাই। অর্থাৎ কি না—গ্রহচক্র যোগে, আমার প্রকৃতিটা এমন ঘোরতর উচ্চ-অভিলাষ-সম্পন্ন যে—সে আর সব কিছু দুঃখ কষ্টকে হাসিমুখে সহ্য করতে রাজী হলেও, কোন রকম নীচ অভিলাষকে আদৌ বরদাস্ত করতে রাজী নয়।—এটার জন্যে তোমরা আমার ওপর যতই রাগ

কর, আমি নিরুপায় !—গ্রহ প্রভাব, আমার ভাগ্যের জন্যে কিন্তু এই ফলই নির্দ্দেশ করেছেন !—

অস্বীকার করছি নে, যে,—গ্রহদের ঐ শুভসূচক Indication-গুলোর বিরুদ্ধে আমরা তেমন জোর তলবে চেষ্টা লাগালে, ও-গুলোর শুভ ফলকে বেমালুম কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন করা যায় না। বরং বিস্ময়ের সঙ্গেই স্বীকার করছি—অধিকাংশ মানুষেই তোফা আরামে,—নির্ব্বিচারে ঝোঁক দেয়,—তাদের সৌভাগ্য-নির্দ্দেশক শুভগ্রহ ফলকে ব্যর্থ করবার দিকে, এবং অশুভগ্রহ ফলকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা ততোধিক বেশী গুণে বাড়িয়ে লাভ কর্‌বার দিকে !—নইলে, শুভাশুভ সব গ্রহই সকল মানুষের জীবনের ওপর কম বেশী পরিমাণে ফল দান করেন।—কিন্তু উদ্যমশীল সদ্বিবেচক, সৎকার্য্যরত মানুষের ভাগ্যে, তাঁর আত্ম কর্ত্তৃত্বের জোরে শুভগ্রহ ফলের বিকাশটাই বেশী ঘটে ওঠে কেন? আর আলস্যপ্রিয় অবিবেচক, দুষ্ক্রিয়াসক্ত মানুষের ভাগ্যে, মন্দগ্রহ ফলের বিকাশটাই বা বেশী পরিমাণে দেখা যায় কেন? সেই জন্যেই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম মর্ম্মদর্শীরা মানুষের গ্রহ-নির্দ্দিষ্ট ফলের প্রভাবের সঙ্গে, মানুষের আত্ম-কর্ত্তৃত্ব ফলের প্রভাবটা প্রায় তুল্য বলবান বলেই স্বীকার করেন শুনেছি।—অর্থাৎ মন্দকে খণ্ডন কর্‌বার দিকে যেমনি বলবান, শুভকে খণ্ডন কর্‌বার দিকেও তেমনি বলবান।

আমি একটি জেদী ছেলেকে দেখেছিলুম, সে যখন কোন জিনিস নেবার জন্যে 'বায়না' ধরত,—তখন চোখ বুজে রুদ্ধশ্বাসে ক্রমাগত চীৎকার করাই ছিল তার একমাত্র কার্য্য।—সে হাঁপিয়ে দম আট্‌কে মর্‌বার যো হোত,—তবু চীৎকার থামাত না!—আর পাছে,—পৃথিবীর অন্য কোন জিনিস

চোখে পড়ে, তার আগেকার জিদ্‌টা ভুলিয়ে দেয়,—সেই ভয়ে সে একদম্ চোখ মেল্‌ত না! তুমি কোনও অন্ধ—অদৃষ্টবাদীকে দেখেছ কি? আমি অনেকগুলিকে দেখেছি,—আর দেখেছি, প্রকৃতিতে তাঁরা এই,—অন্ধ-একজ্ঞায়ী ছেলেটিরই বড়দাদা মাত্র! এঁরা নিজেদের খেয়াল-মাফিক, (সৎকাজ যত হোক না হোক, তার বিপরীত) কায অনেক রকমই করে থাকেন;—কিন্তু তার ফল ভোগ কর্‌বার সময় চোখ বুজে দায়ী করেন,—অদৃষ্টকে! আত্ম-কর্ত্তৃত্বকে কিছুতেই স্বীকার করেন না।—সেটা এঁদের কাছে গাঁজাখুরি গল্পমাত্র।

চেষ্টা কর্‌লে, আর তেমন তেমন কাযের চর্চ্চা রাখ্‌লে, আমিও এই ভাল মানুষদের দলে ভর্ত্তি হতে পারি। আর নীচ অভিলাষের মোহে, নিজের সমস্ত মন বুদ্ধিকে সম্মোহিত করে, আমিও এক দিন তোমাদের 'অবাক্' করে দিয়ে একটি আস্ত জানোয়ারে পরিণত হতে পারি। এবং আমার ভাগ্যনির্ণায়ক গ্রহদের শুভ প্রভাবকে সমূলে ব্যর্থ করে দিয়ে, অশুভ প্রভাবকে মহা উৎসাহে সম্বর্দ্ধন করে নিতে পারি, সন্দেহ নাই। কিন্তু খোদার শ্রেষ্ঠ করুণার দান এই মনুষ্য-মন, মনুষ্য-বুদ্ধির ওপর এতখানি পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠান করা,—এ কি প্রার্থনীয়?

The most desirable thing in the world' বলে, যে জিনিসটার ইঙ্গিত করে বিস্তর বিস্তর প্রলোভন বাক্য ঝেড়েছ,—যে জিনিসটার পরিচয় সম্বন্ধে, আমি সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হলেও, দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করছি—তোমার ওকালতীটা বেশ grand success চালেই, মাঠে মারা গেছে! এখুনি বিয়ে দিয়ে আমায় সুখী কর্‌তে চাও? কেন?—আমার আপাদমস্তকের কোনখানেই তো অসুখ নাই! বিশ্বাস

না হয়,—সমস্ত রাজ্যের ফিজিসিয়ান ডেকে এনে জড় কর ; আমি বুক ঠুকে বলছি, তাঁরা—যদি এই কুস্তি কস্‌রতের রকমারী ব্যায়ামচর্চ্চাপুষ্ট নিরেট স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহটার কোথাও এতটুকু অস্বাস্থ্যের চিহ্ন খুঁজে আবিষ্কার কর্‌তে পারেন, তবে—যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন !—আল্লা বলে, তোমার ঐ শুভাকাঙ্ক্ষার ফাঁসির দড়িতেই লট্‌কে পড়্‌ব, কোন আপত্তি কর্‌ব না !

ঠাট্টা নয়। সত্যিই বল্‌ছি। নারী হৃদয়ের দুর্জ্জ্যেয় রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায়—প্রাণান্ত পরিচ্ছেদে মাথা ঘামানোর জন্যে তোমরা অনেকেই খাট্‌ছ। আন্তরিক দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার কর্‌ছি, ওদিকটায় খাটবার উপযুক্ত উৎসাহ, আমার মগজটায় আজও বিকশিত হয়ে উঠে নি, এবং খোদার রাজ্যের ঐ নিরপরাধ জীবগুলি আমার দৃষ্টিতে, এমন কিছু সৃষ্টি-ছাড়া অদ্ভুত জীব বলে আজও প্রমাণিত হন নি,—যার জন্যে, কেবলমাত্র তাঁদের চলাফেরাটা লক্ষ্য কর্‌বার জন্যেই দুনীয়ার সব কিছু দরকারী কাজ ফেলে,—দু'চোখের বুভুক্ষিত দৃষ্টি মেলে হাঁ করে অষ্ট প্রহর বসে থাক্‌ব,—রাস্তা, ঘাট, রেল ষ্টেশনের দিকে তাকিয়ে !—দুনিয়ার জীব বিশেষের ওপর এতখানি জঘন্য আক্রোশ প্রকাশের উপযুক্ত বিদ্বেষ আজও আমার মধ্যে সঞ্চিত হয় নাই। আর ঐ—হিংস্র রুধিরলোলুপ প্রাণী বিশেষের দৃষ্টির মত, তীব্র প্রখর দৃষ্টি নিয়ে—দূর হোক ছাই,—ও সব ইতর বর্ব্বরতায় আমার কিছুমাত্র আমোদ নাই, দোহাই খোদার !—ঘৃণা আর মনঃপীড়া যথেষ্ট রকম আছে ! কারণ আমি কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি নে, যে আমার ধমনীতে যে রক্ত বইছে—তাঁদের ধমনীতেও সেই—একই মনুষ্য জাতির রক্ত বইছে না। সেটা—কেরোসিন তেল বা তত্তুল্য কোন অসার পদার্থ।—যার জন্যে সে পদার্থের আধার-কেন্দ্রটিকে পদে

পদে পদাঘাত করে চলাই আমার পক্ষে,—পরম পুরুষার্থ বলে প্রমাণিত হবে !

রাগ কোর না। আমি এ সব প্রসঙ্গে স্বভাবতঃ নীরব থাকতে ভালবাসি। কারণ নরনারীর প্রাণ বস্তুটার সম্বন্ধে একদল মানুষের ধারণা এতই বিকৃত-বিষাক্ত হয়ে উঠেছে দেখ্ছি, যে রীতিমত 'স্তম্ভিত মূর্চ্ছিত'... হয়ে পড়্বার মত হৃদয়-বল না থাকলেও, যথেষ্ট মাত্রায় ক্ষুব্ধ গম্ভীর হয়ে উঠেছি। নীচ অভ্যাসের দাসত্ব কর্তে কর্তে মানুষ যে কত নীচ হয়ে পড়্তে পারে,—(রাজ্যের অভিযোগ নিয়ে তোমাদের কারবার) তোমরা নিশ্চয়ই সে খবরটা জানো ? আমায় নিজমুখে বেশী কিছু বলে, অপরাধী হতে হবে কি ?

তার পর ফকীর সন্ন্যাসীদের বাঁধা গৎ ছেড়ে নিজের মনুষ্য-হৃদয়টার দিকে তাকিয়ে, আমায় বিচার করে বুঝে নিতে বলেছ,—মানুষের অবিবাহিত জীবনটার যত কিছু দোষ, ঘাট, আশঙ্কা-জনক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ?

কথাটার জবাব দেবার আগেই পাল্টা প্রশ্ন কর্তে ইচ্ছে হচ্ছে, বিবাহিত জীবন মাত্রেই কি······?

কিন্তু এটার সত্য জবাব দিতে যে খুশী হয়ে উঠ্বে না, এবং আমাদের—অর্থাৎ অবিবাহিতদের, এ রকম অনধিকার চর্চ্চার স্পর্দ্ধা দেখে যে কতখানি আহ্লাদিত হয়ে উঠবে তা জানি। সুতরাং প্রশ্নটা ঐ পর্য্যন্তই রেখে দিলুম,—ইচ্ছা হয় মনে মনে বুঝে দেখো।

এখন ফকীর সন্ন্যাসীদের কথায় আসা যাক !—পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই আয়েসী—বিলাসী জমিদার শরীরটিকে নির্দ্দয় টানে ডোর কৌপীন পরিয়ে বন জঙ্গলে পাঠাতে তোমার দ্বিধা লাগে

অবাক্

নি দেখে—অনেক দুঃখে—একটু হাস্‌লুম ! রাম কহো !—পৃথিবী শুদ্ধ মানুষের সঙ্গে অসহযোগ স্থাপন করে বন জঙ্গলের দিকে রওনা হবার মাথাব্যথা আজ আমার ঠিক ততটুকুই—তোমাদের ইংরেজি উপন্যাস বিশেষের—নায়ক বিশেষের মত নায়িকা বিশেষের চরণ প্রান্তে নত জানু হয়ে My soul for you' বলে রাক্কস খোক্কোস জনোচিত—সুবুদ্ধির পরিচয় দেবার দিকে ঠিক—যতটুকু !—

সুতরাং অকপটেই সত্য স্বীকার কর্‌ছি। 'তোমাদের Most desirable thing'টিকে এড়িয়ে যে Best desirable thing আজ আমার অনুভূতিকে প্রবল ভাবে পীড়া দিচ্ছে—সে বস্তুটি হচ্ছে—নিজেকে সকলের আগে যোগ্য মানুষরূপে গড়ে তোলা—তার পর ফকীর হওয়া বা সংসারী হওয়া যা তোমরা হুকুম কর্‌বে !

কিন্তু তার আগে আপাততঃ তোমাদের অবাধ্য বলে পরিচিত হওয়াই আমার অদৃষ্টের অনিবার্য্য লিখন দেখ্‌ছি। কারণ তোমরা কেউ নিজের জেদ ছাড়তে রাজী নও। ভয়ানক দুঃখ আর অস্বস্তি লাগ্‌ছে তোমাদের মনঃক্ষুণ্ণ কর্‌তে—কিন্তু উপায় কি ? এই অযোগ্য হৃদয় মন বুদ্ধি নিয়ে কোন কার্য্যক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াব ? আমার সে মূঢ়তা সে অন্যায়ের দণ্ড কি হতে পারে—সেটা চার পাশের অনেক নিরীহ-জীবনের পরিণাম দেখে স্পষ্টই মালুম পাচ্ছি।—নিজেকে অতটা নির্ব্বিচার-নিরীহতা অবলম্বন কর্‌তে দিতে আমি একদম্ নারাজ, মাপ কর।

সকলের কুশল দিও, আদাব। ইতি

তোমাদের অবাধ্য

দুর্ভাগা—মনু।

চিঠিখানায় এইখানেই নাম স্বাক্ষর হইয়াছে বটে কিন্তু তার পর উল্টা পিঠে লাল কালীতে পুনশ্চ নিবেদন আবার খানিকটা লেখা রহিয়াছে।

বেগম সেটা বাদ রাখিয়া উন্মনা-ব্যাকুল ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।—কি আশ্চর্য্য রহস্যময় এই মানুষটির প্রকৃতি!—ভদ্র-বিনম্র—অথচ নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুর্দ্দম্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ—সহানুভূতি-করুণ অথচ মৃত্যু-নির্ভীক—কৌতুকচপল অথচ মহৎ গম্ভীর—অভাবনীয় আশ্চর্য্য প্রকৃতির মানুষ এই লোকটি! সুন্দর অতিসুন্দর কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী—মহৎ!—

এই মানুষের মনের ওজন বিচারে অগ্রসর হওয়া?—বেগম নিজের মধ্যে আজ প্রথম—দীনভাবে হাসিল!—

বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ডটা তখন সজোরে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া লাফাইয়া তালে তালে ধ্বনিতেছিল—ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! ওগো পরমেশ্বরের পরমসুন্দর সৃষ্টি—ধন্যবাদ তোমায়! তোমার উচ্চ অভিলাষ পূর্ণ হউক—ঈশ্বর তোমার সহায় হউন! তোমার সাধনব্যগ্র হৃদয়কে আমি শ্রদ্ধাভরে অভিনন্দন করিতেছি, মঙ্গল হউক, তোমার মঙ্গল হউক!

১১

টং টং করিয়া ঘড়িতে রাত দুইটা বাজিল। বেগম চমকিয়া মাথা তুলিয়া চাহিল—বাঃ! এর মধ্যেই এতখানি সময় কাটিয়া গেল! ঘড়িটা ভুল বলিতেছে না ত?

উঠিয়া গিয়া খোলা জানালার সামনে দাঁড়াইল। বর্ষার মেঘ তখন আকাশের আশে পাশে এ দিকে ওদিকে কিছু কিছু ছড়ানো ছিল—কিন্তু মাঝখানের আকাশটা খুব পরিষ্কার ছিল। শুক্ল-দ্বাদশীর চাঁদের আলোয় চারিদিক হাসিতেছিল। সমস্ত শহর গাঢ় সুষুপ্তিমগ্ন।

মাথা নাড়িয়া, বেগম ম্লানভাবে একটু হাসিল। তাহার ঘাড়ে ভূত চাপিবার যো হইয়াছে বোধ হয়! না হইলে বেহুঁস ভাবে এতখানি রাত্রি জাগা—এ যে পরীক্ষার পড়া তৈরী করিবার জন্যও সে কখন জাগে নাই···বড় অন্যায়! পরচিন্তা জিনিসটাকে এবার মাথা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে হইল—সম্পূর্ণ রূপেই! দয়া মায়া আর উচিত নয়!

সরিয়া আসিয়া এক হাতে আলো কমাইতে কমাইতে অন্য হাতে বেগম চিঠিখানা ভাঁজ করিতে লাগিল। কিন্তু অতর্কিতে নজর পড়িল—আবার চিঠির পরপৃষ্ঠায় একটু লাল কালীর লেখার দিকে!—বেগম বিচলিত হইয়া উঠিল—আহা ওটুকু যে বাদ রহিয়া গেল!

কোন বিচার বিতর্কের চেষ্টা না করিয়া মুহূর্ত্তে সে আলো বাড়াইয়া চিঠির ভাঁজ খুলিয়া ফেলিল। সবই যখন দেখা হইয়াছে তখন ওটুকু আর বাকী থাকে কেন?

অবাক্

লাল কালীর লেখাটুকু অত্যন্তই তাড়াতাড়ি করিয়া লেখা হইয়াছে। বেগম পড়িতে লাগিল ঃ—"সালাম হজরৎ যুগলেষু—ভাবী সাহেবা, এই মাত্র আপনার ও ভাইজির দীর্ঘ ও দীর্ঘতম চিঠি দু'খানা হাতে পৌঁছাল। ভাইজীকে বলবেন, পরে তাঁর চিঠির রীতিমত করে জবাব দেব—আপাততঃ আপনাকে সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছি।

আম্মার আব্দারটা ইতিমধ্যে আপনার শুদ্ধ কর্ণগোচর হয়েছে শুনে, সুখী হলুম, কিঞ্চিৎ শঙ্কিতও হলুম। বিবাহটা আমি কস্মিনকালেও করি নাই, সে জন্যে ও-ব্যাপারটায় অগ্রসর হবার পক্ষে আমার সাহস যে খুব কম, সেটা আমিও অস্বীকার করছি নে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর যে সব কথা এবং যাঁর কথা লিখেছেন সে সবের যে কি উত্তর দেব, আপাততঃ ভেবে ঠিক কর্তে পার্ছিনে। বে-আদবী মাফ্ কর্বেন—ভাব্বার সময় নিলুম।

আপনার নিমন্ত্রণ শিরোধার্য্য। ছেলেদের বল্বেন তাদের চাচাজী শীঘ্রই ওখানে যাবে—যদি কোন অনিবার্য্য বাধা হঠাৎ না এসে পড়ে।

অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের মঙ্গল কামনা নত শিরে গ্রহণ কর্ছি—সেলাম্। ইতি

স্নেহপ্রার্থী—মন্নু

তীক্ষ্ণ সংশয়ে হঠাৎ বেগমের মন সবেগে দুলিয়া উঠিল!—এ লেখাটুকু সোফিয়ার উদ্দেশেই নয় কি? সোফিয়া তাহার স্বভাব-অভ্যস্ত বাঁধা গৎ আওড়াইয়া নিশ্চয়ই বিবাহের জন্য অনুরোধ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিল—এটুকু তারই উত্তর। কিন্তু এই প্রসঙ্গে—ঐ 'যে সব কথা, এবং যাঁর কথা'—ওটুকুর অর্থ কি?

অবাক্

বেগমের প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। বিবাহের অনুরোধ লইয়া সোফিয়া তাহার স্নেহের দেবরকে হাজার বার বা দু'হাজার বার স্বচ্ছন্দে পত্র লিখিতে থাক, বেগমের কোন আপত্তি নাই,—কিন্তু এই সম্পর্কে উল্লিখিত 'যাঁর কথা'—ব্যক্তি বিশেষটি কে? কার কথা সোফিয়া লিখিয়াছিল?

নিজের নামটা মনে মনে উচ্চারণ করিতেও, বেগমের দ্বিধা বোধ হইল, লজ্জাবোধ হইল।—কিন্তু সে যতই ভাবিতে লাগিল, সন্দেহটা ততই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। সোফিয়ার উপর রাগও হইতে লাগিল, যথেষ্ট!—ঐ আহাম্মকটার কাণ্ডজ্ঞানের উপর বেগমের কিছুমাত্র আস্থা নাই,—সে তো সব বলিতে পারে,—সব লিখিতেও পারে বোধ হয়! সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই!—

বেগম অধীর হইয়া উঠিল! ঝক্‌মারি করিয়াছিল, সে সোফিয়ার বোনরূপে জন্মিয়া!—

কিন্তু তার পর?—এ ঝক্‌মারির ত্রুটি সংশোধনের উপায়?—

গুরুতর দুর্ভাবনায় বেগমের মন ক্লান্ত দুর্ব্বল হইয়া উঠিল! পারা যায় না আর!—যা খুশী করুক,—ঐ ফাঁস্থুড়ে-কীর্ত্তির সোফিয়া আর তাহার উকীল স্বামীটা!.........নিষ্কর্ম্মার দল! কেবল পরচর্চ্চা, কেবল পরচর্চ্চা!...... উকীলটি তবু 'ওরি-মধ্যে' একটু ভদ্র-সদ্র আছেন। নিজের ভাইকে বিবাহ করিতে বলিতেছেন,—সে শুধু বিবাহের জন্যই। কিন্তু সোফিয়াটা কি দুর্দ্দান্ত পাজী? সে কিনা স্বচ্ছন্দে......! নাঃ, ইহাদের সহিত পারিয়া ওঠা, নিতান্তই অসম্ভব!

অত্যন্তই অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল, মাথাটাও খুব গরম হইয়া উঠিল।

অবাক্

বেগম ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল আড়াইটা প্রায় বাজে! সর্ব্বনাশ, কাল সোমবার যে! কলেজের পড়া?

চিঠিখানা ভাঁজ করিয়া টেবিল-ক্লথের নীচে লুকাইয়া রাখিল, তার উপর খানকতক বই চাপাইয়া, বেগম আলো কমাইয়া দিল। তার পর মাথায় জল চাপ্‌ড়াইয়া, হাত পা ধুইয়া সে যখন রাত্রের জন্য উপাসনা করিতে বসিল, তখন মনস্থির করিতে গিয়া, তাহার কান্না পাইতে লাগিল। এমন দুর্ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই!—

অনেক কষ্টে আত্মসংযম করিয়া কোন মতে উপাসনা সারিয়া লইল। বিছানায় আশ্রয় লইয়া বেগম ক্লান্তি-বিকল চিত্তে উপর্য্যুপরি প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, সোফিয়ার সঙ্গে সে আর কোন সম্পর্ক রাখিবে না, কোন সম্পর্কই না! এমন নিদারুণ চিত্ত-বিক্ষেপকারী মানুষদের লইয়া কি নিরাপদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা চলে?......অতএব কাল হইতেই আড়ি!—

কিন্তু আড়ির কারণটা সোফিয়ার কাছে বেমালুম চাপিয়া লইতে হইবে, না হইলে নিজের অন্যায় ধরা পড়া অপরিহার্য্য!—দুর্ভাবনায় অস্বস্তিতে অনেকক্ষণ বেগমের ঘুম হইল না।—

হায়! কেনই যে পরের চিঠি চুরি করিয়া পড়িবার দুর্ব্বুদ্ধি হইল!—

১২

পরদিন, অনেক বেলায় দাসীর ডাকাডাকিতে বেগমের যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা ন'টা। দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিতেই দাসী বলিল "তিনবার ঘর পরিষ্কার করতে এসে ফিরে গিয়েছি, এবার চার বার।-"

চোখ মুছিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বিরক্ত স্বরে বেগম "আমার কান ধরে উঠিয়ে দেওয়া তোমাদের উচিত ছিল। কাল থেকে ঠিক ছটায় উঠিয়ে দিও।—"

বেগমের রাগ দেখিয়া—দাসী অবাক্ হইয়া গেল।

তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া কলেজ যাত্রা করা হইল। বাড়ীর এবং কলেজের পরিচিত সকলেই দেখিল বেগম আজ কিছু অস্বাভাবিক বিষাদ-গম্ভীর। মেয়েরা ঠাট্টা করিয়া উপাধি দিল "দিদিমা।"

বৈকালে বাড়ী ফিরিল,—নিজের ঘরে গিয়া কাপড় চোপড় না ছাড়িয়াই, বেগম,—গতকল্য সোফিয়ার বাড়ী হইতে আনা, সেই বইগুলির সঙ্গে, সোফিয়ার দেবরের চিঠিখানি লুকাইয়া লইয়া দ্রুতপদে সোফিয়ার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কিছুমাত্র অনাবশ্যক ভূমিকা না করিয়া, গম্ভীরভাবে বলিল "আলমারীর চাবী দে, বইগুলো রেখে দেব।"

আশ্চর্য্য হইয়া সোফিয়া বলিল "এর মধ্যে সব পড়া শেষ হয়ে গেল?—আবার চাই?"

প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা বেমালুম চাপিয়া লইয়া বেগম উদাস হাস্যে বলিল "আর না ভাই, একজামিন মাথায় মাথায়।—এবার থেকে চোখ বুজে নিজের কাযে খাট্‌ব।"

অবাক্

আলমারীর চাবী লইয়া সে লাইব্রেরীর দিকে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে বিষণ্ণ মুখে ফিরিয়া আসিয়া চাবী ফেলিয়া দিল। বলিল, "চল্লুম সোফি,—একটা কথা বলে যাচ্ছি, তোর সঙ্গে দিন কতকের জন্যে আড়ি,—এখন আর ভাব টাব কর্‌বার চেষ্টা করিস্ নি।—"

"অপরাধ?"

"একজামিন।"

"বাবাঃ! এখনো তো ছ'মাস দেরী।—"

বেগম নীরবে প্রস্থানোদ্যত হইল। সোফিয়া ডাকিয়া বলিল "থাম না, দু'মিনিটে একজামিন পালাবে না। সুনীতির সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল?—"

"হয়েছিল।"

"ঝগড়া করেছিস্?—"

বিস্মিত হইয়া বেগম বলিল "কেন?"

"সেই কালকের না-দেখা করে পালান'র জন্যে—।"

"ও!—" বেগম একটু হাসিল! বলিল "কথাটা ভুলে গেছলুন। আর, ও-তো একদম সব পুড়িয়ে মেরেছে! কিছু মনে পড়িয়েও দিলে না।—"

সোফিয়া ছেলের গা হাত পা পরিষ্কার করিয়া জামা পরাইতে পরাইতে বলিল "বল, তার পর,—সে নতুন বিয়ের আমোদে দিশেহারা হয়ে মর্‌তে বসেছে।"

বেগম অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে দেয়ালের একখানা ছবির দিকে চাহিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া সংক্ষেপে বলিল "হুঁ—"

"বস্ না। এইখানেই চা' টা খেয়ে যা।—"

"না, আমার কাপড় চোপড় বদ্‌লানো হয় নি, আম্মা এখুনি খুঁজ্‌বেন,—"

"খুঁজবেন না। আমি খবর পাঠাচ্ছি—"

"না, না, চল্লুম।—"

"আচ্ছা দাঁড়া। তোর কখন সময় হবে বল দেখি? তোর সঙ্গে গোটা কতক জরুরী কথা আছে।—"

উদ্বিগ্ন ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বেগম বলিল "আমার সঙ্গে? কি সম্বন্ধে?—"

ঢোক গিলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া সোফিয়া বলিল "যে সম্বন্ধেই হোক। কথা গুলো আগে তোকে শুন্‌তে হবে,—তার পর যত পারিস ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করিস। না শুনে লাফালাফি কর্‌তে পাবি না।—"

প্রাণপণে আত্মদমন করিতে করিতে বেগম খুব ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া বলিল "আচ্ছা, শোনা যাবে অখন। আপাততঃ চল্লুম।—"

সে চলিয়া গেল।

কিন্তু দু'চার দিন কাটিয়া যাইবার পর বেগমের ভাব গতিক দেখিয়া সোফিয়া বুঝিল,—হঠাৎ পড়া শোনায় বেগমের এত 'চাড়' বাড়িয়া উঠিয়াছে যে নিভৃতে নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় তাহাকে পাওয়া, আজ কাল একেবারেই দুর্ঘট। নিজের কাজ কর্ম্মের অবকাশে, সিঁড়ি ভাঙিয়া তেতালায় উঠিয়া, বেগমকে যখনি নিরলায় ধরিতে চেষ্টা করিত,—তখনি বেগম পড়া ছাড়িয়া, মাতা বা ভ্রাতা ভগিনীদের কাহারও নাম করিয়া, জরুরী কাযের তাড়া জানাইয়া—তটস্থ ভাবে নীচে পলাইয়া আসিত।—আর সে অবস্থায় বেগমের পিছু লইয়া নীচে আসিয়া অত হট্ট-গোলের মাঝখানে কিছু 'জরুরী' কথা

বলা চলে না।—কারণ সোফিয়ার মতে—'একেই তো বেগম যা লক্ষ্মী মেয়ে!'—সোফিয়া মহা বিড়ম্বনায় পড়িল।

সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া, বেগম জল খাইতে খাইতে শুনিল সোফিয়া আজ রাত্রের মত তাহার বাড়ীতে বেগমের আহার ও শয়নের নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে!—

গম্ভীর হইয়া বেগম জানাইয়া দিল, নিমন্ত্রণ খাইলেই আজকাল তাহার গুরুতর রকমে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, ওটা মোটেই চলিবে না। তা ছাড়া অঙ্ক বুঝাইয়া দিবার জন্য আজ কোন এক মহিলা শিক্ষয়িত্রী সন্ধ্যার পর তাহার কাছে আসিবেন, সুতরাং আজ সে কোথাও যাইতে পারিবে না।

কিন্তু রাত্রি ন'টার পরও যখন মহিলা শিক্ষয়িত্রীটির কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না, তখন সোফিয়া আসিয়া বেগমের সত্যবাদিতার উপর সন্দেহ প্রকাশ করিয়া এমন সব চোখা চোখা বচন বর্ষণ সুরু করিয়া দিল, এবং মাতাও এমন ভাবে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, যার পর পড়াশুনা ছাড়িয়া বেগমকে আস্তে আস্তে উঠিতেই হইল,—এবং সোফিয়ার বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণটাও রাখিতে হইল। কিন্তু খাওয়া শেষ হইবা মাত্র সে এত ব্যস্ততার সহিত বাড়ী ফিরিল, যে সোফিয়া তাহাকে কোন কথা বলিবার সময় পাইল না।

গতিক মন্দ দেখিয়াই হউক, বা অন্য কিছু ভাবিয়াই হউক,—সোফিয়া রাত্রে থাকিবার জন্য বেগমকে আর পীড়াপীড়ি করিল না।

পরদিন সকালে, পিতা বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। বেগম খবর পাইয়া একটু পরে উপর হইতে নামিয়া পিতার সহিত দেখা করিতে গেল। তাঁহার ঘরের বারাণ্ডায় পা দিয়া, বেগম শুনিল ঘরের ভিতর মাতা তাহারই নাম

লইয়া খুব নিম্নস্বরে কি একটা কথা বলিতেছিলেন, উত্তরে পিতা বাধা দিয়া বলিতেছেন "ও সব বাজে কথা।—বিয়েটা ছেলেখেলা নয় যে তোমার আমার খেয়াল-মাফিক ওটা যা হোক্ তা হোক্ রকমে শেষ করে দেব। যাদের বিয়ে তাদের মতামত আমায় আগে মান্‌তে হবে। তার পর তোমার আমার মত!—"

"কিন্তু আমাদের সময়—"

"আঃ কি মুশ্‌কিল্! সেটা যে তিরিশ বছর আগের সময়, গো। 'আমাদের সময়' বলে সেটা কি এই তিরিশ বছর পরেও দাঁড়িয়ে থাক্‌বে? সময় যে ক্রমাগতই চলে যাচ্ছে! তা ছাড়া বুঝে ভাখো না, ছেলে এখন লেখা পড়া শেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে, মেয়েরও সেদিকে ঝোঁক রয়েছে—ওদের সে পথ রুখ্‌লে, ওদের জীবন মাটী করে দেওয়া হবে। সব ছেলে দুনীয়ার পণ্ডিত হবার জন্যে জন্মে না, সব মেয়েও নয়! কিন্তু যাদের শেখবার ক্ষমতা আছে,—তাদের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হতে দেওয়াই ভাল, নইলে বড় অন্যায় হয়।"

পিতা ফর্‌সী টানিতে লাগিলেন। মাতা নীরব।

এ সব কথা কর্ণগোচর হইবার পর, বেগমের বক্ষঃ দুরু দুরু করাই স্বাভাবিক,—সেটা বলাই বাহুল্য! কিন্তু অতঃপর—সে যে কি ছুতা করিয়া ঘরে ঢুকিবে, ভাবিয়া পাইল না। বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া নীরবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

পিছনে দু জোড়া ছোট জুতার দ্রুত দৌড়ের আওয়াজ পাইয়া বেগম ফিরিয়া চাহিল। ছোট ভাই ও ছোট বোনটি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছিল। বেগমকে দেখিয়াই ছোট

ভাইটি থমকিয়া দাঁড়াইল। ক্রোধারক্ত মুখে দু হাত ছুড়িয়া, অভিযোগ সুরু করিয়া দিল,—"এই মেয়েটা বুবুজি, ভয়ানক অসভ্য, ভয়ানক অসভ্য! বুঝলে ওদের স্কুলে গিয়ে সমস্ত দুষ্টুমীর কথা বলে দিয়ে এসো তো—"

বেগম, ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিবার আগেই তাহার চীৎকার শুনিয়া পিতা ঘরের ভিতর হইতে ডাকিলেন "কি হোল, সাতু? এদিকে এস। বেগম শুদ্ধ এসেছে কি?—ডাক তাকে।"

"জী হাঁ—" বলিয়া বেগম ঘরে ঢুকিয়া নতশিরে যথারীতি অভিবাদন করিল। মেয়ের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া পিতা সংক্ষেপেই দু একটি এদিক ওদিকের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ছোট ছেলে ততক্ষণে জুতা খট্ খট্ করিয়া সামনে আসিয়া, বুক চিতাইয়া মাথা উঁচাইয়া, সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইল। অভিযোগ ঘোষণার প্রতীক্ষায় কঠিন গাম্ভীর্য্যে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ছোট মেয়েটি ততক্ষণে গুটি গুটি চরণে ঘরে ঢুকিয়া জননীর পিছনে নিশ্চিহ্ন রূপে গা ঢাকা দিল।

বড় মেয়ের সঙ্গে কথা শেষ করিয়া পিতা ছোট ছেলের দিকে চাহিয়া বলিলেন "খবর কি হে?"

সে এক নিঃশ্বাসে চট্ করিয়া উত্তর দিল, "বুৎরু মেয়েটা বড় অসভ্য হয়েছে, দুলা ভাইদের বাড়ীতে সেই যে 'নয়া ভাইজী' এসেছেন—তাঁকে গিয়ে বল্‌ছে 'আপনাল্ হাৎ কানা বেশ চুন্দোল্ তো'—এম্নি বে-আদব্! ওর কাণ মলে দিই?"

ফর্‌সীর নলটা মুখে তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া পিতা বলিলেন "আগে নালিশের হাল বয়ান শেষ কর, আর কি বে-আদবী করেছে?—"

"আর কিছু না, আব্বা।—"

অবাক্

"ভাল করে ভেবে ছাখো।"

"জী না, আর কিছু নয়,—"

"আচ্ছা এই ক' দিনে? তোমার সঙ্গে কিছু অন্যায় করেছে?—"

"জী হাঁ,—ঘুড়ির স্থতো নিয়ে কাল আমার সঙ্গে ঝগড়া—" কিন্তু বিনা বাধায় হঠাৎ কথাটা তাহার নিজের মুখেই অতর্কিতে বাধিয়া গেল—থতমত খাইয়া আড় চোখে সে ছোট বোনের দিকে চাহিল!

জননীর পিছন হইতে ছোট বোন তদ্দণ্ডেই ফোঁশ করিয়া উঠিল! কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিল "ওমা গো! কি মিথ্যিবাতী সেলে বাবা!—সে তোমাল্ স্থতো না, তুমিই আমাল্ স্থতো কেলে নিতে এসেসিলে?……"

ভাই বোনের অভিযোগের ভিড়ে নিজের তথ্যটা বেমালুম চাপা পড়িতে দেখিয়া,—বেগম মনে মনে অত্যন্তই স্বস্তি পাইয়াছিল। পিতার আরাম কেদারার পিছনে ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া, নীরবে রগড় দেখিতে মনোযোগী হইয়াছিল! কিন্তু এইবার ঝগড়াটা বে-আড়া রকমে গুরুগম্ভীর হইয়া শান্তি ভঙ্গের সূচনা করিতেছে,—দেখিয়া, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, ছোট বোনের দিকে চাহিয়া একটু ধমকাইয়া বলিল, "কে মিথ্যেবাদী? স্থতো তুমি পেলে কোথা, আগে বল।—ঘুড়ি তো ওরাই ওড়ায়।—কেন ঝগড়া করছ?"

অভিমান ভরে ঠোঁট ফুলাইয়া ছোট বোন বলিল "আহা-হা! ছুনীয়ার আল্ কালুল্ ঘুলি নেই, স্থতো নেই?—কাল কাদের 'সেলের' ঘুড়ি কেটে গিয়েসিল, হোসেন ছাতের ওপর থেকে স্থতো লুটেছিল,—আমায় সেই স্থতো দিয়েছিল। উনি 'সেলে' সতী লক্ষ্মী হয়ে বল্লেন আমার স্থতো!—

হোসেনকে 'জিংগাসা কর-না।"—কান্নার উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া সে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে মার পিঠে মুখ লুকাইল।

বোনটিকে কাঁদিতে দেখিয়া সাতু অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল "কাঁদিস কেন বাপু? আমি না হয় আমার সুতো মনে করে কেড়েই নিয়েছিলুম, তার পর তোর সুতো জান্‌তে পেরে তখুনি ফিরিয়ে দিই নি? —উল্টে আমার পুরোনো লাটাইটা শুদ্ধ তোকে রি-ওয়ার্ড করেছি, করি নি?"

"তত্রাচ তুমি কাওয়ার্ড! রীতিমত কাওয়ার্ড!—" ফরসীর নলটা মুখ হইতে নামাইয়া পিতা বলিলেন "মেয়েদের মিথ্যে ছুতো খুঁজে খুঁজে বেড়াবার দিকে যে সব ছেলের উৎসাহ এত বেশী,—তারা ওয়ার্থলেস্ কাওয়ার্ড ভিন্ন আর কিছুই নয়। বেগম, ওকে নিয়ে যাও। তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ করে, ওকে আধ ঘণ্টার জন্যে দাঁড় করিয়ে রাখো।"

পলাইবার ছুতা পাইয়া বেগম হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাড়াতাড়ি ছোট ভাইটির হাত ধরিয়া বাহিরের দিকে চলিল।

পিছন হইতে মাতা ডাকিয়া বলিলেন "আজ কি তোর কলেজ আছে?"

ফিরিয়া চাহিয়া বেগম বলিল "আছে।"

"তবে কামাই কর; আজ কাল দুদিন কলেজে যেতে হবে না।—"

বেগম শঙ্কিত হইয়া প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টিতে পিতার পানে চাহিল। পিতা ফর্‌সী টানিতে টানিতে মুহূর্ত্তের জন্য কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন,—পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া বেগমের মাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন "কেন? ও কলেজ কামাই করে তোমাদের ঘর-সংসারের কি দরকারে লাগ্‌বে?

না, না,—ওদের পড়াশুনো নষ্ট করো না।—কন্যার দিকে দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন "না, তুমি কলেজ যেয়ো।"—

বেগম ঘাড় নাড়িয়া, নিঃশব্দে ভাইয়ের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।—

উপরে উঠিয়া,—ভাইকে 'দেয়াল-মুখো' শাস্তির জন্য দাঁড় করাইতে করাইতে বেগম মৃদুমন্দ হাস্যে বলিল "আমার দায় দোষ নেই! আব্বার হুকুম! আধ ঘণ্টার জন্যে নিরুপদ্রবে Wallface হও!—"

ভাই কোন জবাব না দিয়া গম্ভীর ভাবে শাস্তি গ্রহণ করিল। পিতার ন্যায়পরায়ণতার প্রভাব বাড়ীর ছোট বড় সকলকেই মাথা হেঁট করিয়া মানিতে হইত। অন্যায়ের শাস্তিগ্রহণের সময়, পিতার আদেশের বিরুদ্ধে কেউ মাথা নাড়িবার কারণ খুঁজিত না।

একখানা দর্শন শাস্ত্রের বই খুলিয়া প্রহরা দিবার জন্য বেগম নিকটস্থ চেয়ারের উপর বসিল। মিনিট দশেক পরে, বালক আস্তে আস্তে ঘাড় তুলিয়া শেল্‌ফের উপর ঘড়িটার দিকে আড় চোকে চাহিতেই,—সতর্ক প্রহরিণী তৎক্ষণাৎ হাঁকিলেন—"বী কেয়ারফুল!" বালক আবার ঘাড় গুঁজিল।

ঠিক—সেই সময় দুয়ারের বাহির হইতে হোসেন বলিল, "একটা চিঠি আছে—"

বেগম বলিল "চলে এস।"

হোসেন ঘরে ঢুকিয়া চিঠি দিল। বেগম দেখিল পিতা লিখিতেছেন :—সাতুর শাস্তি ১৫ মিনিটের জন্য মাফ করা গেল। তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে ছেড়ে দাও। আর,—আজ বিকালে কলেজ থেকে ফিরে, তুমি এক ঘণ্টার মধ্যে বাহিরে যাবার পোষাকে তৈরী হয়ে থেকো। দরকার আছে। যথাসময়ে জান্‌তে পার্‌বে।—ইতি—তোমার আব্বা।

অবাক্

ইহাই পিতার চিরন্তন রীতি!—ছেলে মেয়েদের সঙ্গে লইয়া বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইবার ইচ্ছা থাকিলে পিতা পূর্ব্বাহ্নে এইরূপে নোটীশ জারী করিয়া থাকেন। সুতরাং আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বেগম বুঝিল,—আজও সেই রকম কোথায় যাইতে হইবে।

হোসেনের কাছে সংবাদ লইয়া জানা গেল, পিতা স্নানের ঘরে গিয়াছেন। হোসেনকে বিদায় দিয়া বেগম ঘড়ির দিকে চাহিয়া বাকী পাঁচ মিনিটের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

১৩

বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া বেগম বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল ঝি চাকর ও বাজারসরকারের ব্যস্ত চীৎকারে রান্না মহলটা সরগ.ম হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীতে প্রায়ই আত্মীয় কুটুম্ব ও ধনী মক্কেল উকীল ব্যারিষ্টারের আতিথ্য-উৎসব। বেগম মনে মনে নিঃসন্দেহে ভাবিল বড় দরের কোন লোক আজ অতিথি হয়েছেন! অথবা নিমন্ত্রিত!—

সারাদিনের পাঠশ্রমের অবসাদ-ক্ষিন্ন দেহ মনে তখন বাহিরের অতিথি সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশের উৎসাহ মোটেই ছিল না। বারেণ্ডার দু'ধারে বসিয়া, বাঁদীরা তরকারী কুটিতেছে, কিসমিস্, বাদাম, পেস্তা বাছিতেছে, আরও কত কি করিতেছে,—সমস্ত কাযগুলার উপর একবার অলস দৃষ্টি বুলাইয়া বেগম ধীরে ধীরে ক্লান্ত চরণে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল।

কিন্তু ত্রিতলে সিঁড়ির মুখে পৌঁছিয়া, বেগম থমকিয়া দাঁড়াইল। সবিস্ময়ে দেখিল বাহির মহলের দু'জন চাকর উপর হইতে নামিয়া আসিতেছে।—ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বেগম বলিল "তোমরা ওপরের ঘরে গিয়েছিলে কেন?"

একজন উত্তর দিল "আপনার ঘরের আলমারী সরিয়ে কুর্সি রাখবার জায়গা করতে।"

আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া বেগম আর কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল। কিন্তু তার আগেই মাতা ত্রিতলের ঘর হইতে সাড়া দিয়া ডাকিলেন "আমি এখানে রয়েছি, উঠে এস।—"

অবাক্

বেগম উপরে উঠিয়া অধিকতর আশ্চর্য্য হইল! দেখিল মাতা নিজে তো সেখানে রহিয়াছেন-ই,—উপরন্তু সোফিয়াও রহিয়াছে! দু'জন বাঁদীও উপস্থিত।—ঘরখানার চেহারাও আদ্যোপান্ত বদ্‌লাইয়া গিয়াছে! জিনিস পত্র সমস্ত সরাইয়া নড়াইয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঘরের মেঝেয় একটা শ্বেত পাথরের টেবিল বসাইয়া সেটার চারপাশে খান পাঁচেক চেয়ার আনিয়া যে ভাবে সাজানো হইয়াছে,—সে দৃশ্য দেখিয়া বেগমের চক্ষুস্থির হইল! উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল "এখানে কি হবে আম্মা?"

সোফিয়া টেবিলের উপর রঙিন কাঁচের ফুলদানিতে ফুল সাজাইতে সাজাইতে বলিল "ইমাম সাহেবদের বাড়ীর মেয়েদের আজ এখানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তুই শীগ্রী কাপড় চোপড় পরে ঠিক হয়ে নে, গাড়ী করে তোকেই যেতে হবে তাঁদের আন্‌তে।—"

"আমাকে? বাঃ! আব্বা যে ওবেলা থেকে নোটীশ দিয়ে রেখেছেন, আমাকে এখুনি তাঁর সঙ্গে কোথায় বেড়াতে যেতে হবে না কি,—তৈরী হয়ে থাক্‌বার হুকুম দিয়েছেন।—"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া ব্যঙ্গ স্বরে সোফিয়া বলিল "হ্যাঁগো লক্ষ্মী, হ্যাঁ—তাই জন্যেই! আমার কাছে শোনো,—তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া নয়, তাঁর দরকার—নিমন্ত্রণ কর্‌তে যেতে হবে।"

"হ্যাঁ, আম্মা, সত্যি?—" বেগম সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মার মুখপানে চাহিল। মাতা একদৃষ্টে এতক্ষণ বেগমের মুখপানে চাহিয়াছিলেন; বেগম প্রশ্ন করিতেই তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুণ্ণ অনুযোগের স্বরে বলিলেন—"আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একবার মুখখানার চেহারা দেখ্‌দেখি! বেগম

তুই মানুষের সাম্‌নে বেরুবি কি করে ? দিন দিন যে টিক্‌টিকিটি হয়ে যাচ্ছিস। এই কদিন পড়া নিয়ে তুই বড্ড শুকিয়ে গেছিস !—”

এই অপ্রত্যাশিত ভর্ৎসনার জন্য বেগম মোটেই প্রস্তুত ছিল না। লজ্জায় পড়িয়া মাতার দিক হইতে মুখখানা আড়াল করিবার জন্য তাড়াতাড়ি, ঘরের কোণে, লিখিবার টেবিলটার দিকে আগাইয়া গিয়া, নতমুখে হাতের বইগুলা টেবিলের উপর গুছাইতে লাগিল। কোন উত্তর দিল না।

সোফিয়া ততক্ষণে ঘোরতর তাচ্ছিল্যের অভিনয় করিয়া নিষ্করুণ বিদ্রূপের সুরে বলিয়া উঠিল “অমন কথা বোল না চাচি,—শুধু টিকটিকি ? ওমা ! তাদের শরীরে যে হাড় আছে, পেশী আছে,—উনি কি তত ভার সইতে পার্‌বেন ? উনি সূক্ষ্ম চেহারার সৌখীন মানুষ হবেন,—টিক্‌টিকি গিরগিটি নয়, ফড়িং টড়িং কিছু বল,—যা বরদাস্ত হবে।”

হাসিমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, বেগম বলিল “এমন ইঞ্জিনীয়ারী বুদ্ধি খাটিয়ে, লেখাপড়ার টেবিলটাকে একপাশে কোণ-ঠাসা হয়েছে কেন ? কে এটাকে এখানে রাখ্‌তে বল্‌লে আম্মা ?”—

সোফিয়া তদ্দণ্ডেই বলিল “অর্থাৎ, তা’হলেই আম্মা সোফির নামটা একবার উচ্চারণ করুন, তার পর সেই ছুতোয়—সোফির সঙ্গে চুলোচুলি করে, গায়ের জ্বালা মিটুনোর পথ হোক !—উঃ ! দেখ্‌ছ চাচি, শয়তানী বুদ্ধি দেখ্‌ছ ?”

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বেগম খুব ঠাণ্ডাভাবে সহাস্যে জবাব দিল “গায়ে পড়ে ঝগড়া কর্‌বার বিদ্যেয় তুই যে রকম ‘তালেবর’ হয়ে পড়েছিস্ সোফি,—তোকে কোনো দৈনিকপত্রের এডিটার করে দিলে, বেশ কায দিতে পারিস্ দেখ্‌ছি—”

"কেনই বা পার্‌ব্‌ না? তোর মত নিষ্কর্ম্মার ঢেঁকি তো নয়?— আমার রাগ হলে, আমি সব বল্‌তে পারি।"

পিছনে দুহাত রাখিয়া টেবিলের পাশে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে বেগম বলিল "ছাখ সোফি,—আমিও কিন্তু এবার ভদ্রদস্তুর বোল্ চাল্ ঝাড়্‌তে সুরু দেব,—তা বলে রাখ্‌ছি! নইলে—চুপ্‌!—"

মাতা ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া বলিলেন "হ্যাঁ হ্যাঁ, থাম বাপু, কায কর্ম্মের সময় ঝগড়া ঝাঁটী ভাল লাগে না, চুপ কর সব। বেগম, জল টল খেয়ে একটু জিরিয়ে সব গোছ গাছ করে নে। আমি এখন নীচের কায দেখ্‌তে চল্লুম। সোফি, বেগম কি পরবে, টর্‌বে—তুই একটু দেখে শুনে পছন্দ করে দে বাছা।"

মাতা বাহির হইয়া গেলেন।

বেগম ঠিক সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্মিত-মধুর হাস্যে বলিল "তাপর সোফিয়া দিদি ঠাকুরাণি!—আমার জন্যে এখন কি পোষাকের ফরমাস দিচ্ছ?—হুকুম কর—ফ্রক, ইজের, আর বীব?"

খুব রাগ জানাইয়া সোফিয়া বলিল, "জানিনে,তোমার যা খুশী কর।—" একটু চুপ থাকিয়া চোখ তুলিয়া চাহিল।...প্রত্যেক শব্দের তালে মাথাটি বাঁদিকে হেলাইয়া হেলাইয়া, খুব গম্ভীরভাবে বলিল "অন্য বাড়ীর ছোট বোনরা,—বড় বোনদের খুব,—খু—উ—ব মানে! তোমার মত এমন হতগ্রাহ্যি করে না!—"

"ঐ নাও! এততেও হতগ্রাহ্য করা হোল?—আচ্ছা বাপু,—এই যে বইয়ের টেবিলটা আমার, এমনভাবে একঘরে করে রাখ্‌লি যেন জন্মেও ওটার আর দরকার হবে না, এর জন্যে এতটুকুও টুঁ হুঁ আমি কর্‌ছি?

না বড় বোনের কায বলে— বিনা আপত্তিতেই সয়েছি, তুই-ই বল! তা'পর, —সেই যে ভদ্রমহিলাগুলিকে নিমন্ত্রণ করা হোল,—তাঁরা আস্‌ছেন্ নিমন্ত্রণ খেতে, কিন্তু তাঁদের বস্‌তে দেবার ব্যবস্থা কি কর্‌লি? না, কার্পেট গেল, —ফরাস গেল,—আরামে বস্‌বার নরম-সরম গাল্‌চে ফুলচে গেল,—উনি মেয়ে বন্দোবস্ত করলেন কি? না, পাথরের টেবিল ঘিরে কাটঠোক্‌রা চেহারার খানকতক চেয়ার সাজানো! এটা নিমন্ত্রিতদের বস্‌তে দেবার জায়গা হয়েছে, না ভূত নামাবার কেন্দ্র করা হয়েছে,—নিশ্চয় করে বোঝাই কঠিন—তত্রাচ বড় বোনের কায বলে আমি একটি কথাও বললুম না, বলেছি?—তুই-ই বল, এই লক্ষণগুলো থেকে বড় বোনকে হতগ্রাহ্য করা বোঝায়? না, ভক্তিভরে চোখ বুজে গ্রাহ্য করাই বোঝায়?—"

সোফিয়া কোনও জবাব না দিয়া ক্ষণেকের জন্য নীরবে ফুল সাজাইল। তার পর পুনশ্চ খুব গম্ভীরভাবে বলিল "ত্যাখো, ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।—তোমার লজ্জা না থাকে, নেই নেই,—কিন্তু আমাদের লজ্জা আছে, অপমান বোধ আছে। অন্ততঃ আমাদের খাতিরে ঐ শুষ্ক রুক্ষ চেহারাটা একটু সুদ্‌রে নাও—"

"তটস্থ হয়েই আদেশ পালন কর্‌ছি, আহা! বড় বোনের হুকুম!" বেগম খুব ব্যস্ততার সহিত বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে বেগম তোয়ালে লইয়া হাত মুখ পরিষ্কার করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল। সোফিয়ার উদ্দেশে বলিল "কি গো গিন্নি? এখনো ঘরের সাজান গোজান শেষ হয় নি?"

সোফিয়া কায করিতে করিতে সংক্ষেপে বলিল "উহুঁ—"

তোয়ালে রাখিয়া, আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল পরিষ্কার করিতে

করিতে বেগম নীরবে কিছুক্ষণ কি ভাবিল, তার পর ঈষৎ সংশয়পূর্ণ স্বরে— খুব অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল "আচ্ছা সোফি, দুলা মিঞা এখনো ফেরেন নি, নয়! কবে ফিরবেন রে?—"

বেগম পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিল, মুহূর্ত্তে সোফিয়া চমক-ব্যগ্র দৃষ্টি তুলিয়া বেগমের দিকে চাহিল। আয়নায় বেগমের মুখের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল,—সোফিয়া চকিত কটাক্ষে দেখিয়া লইল,—সে মুখ সম্পূর্ণই নিরীহ সরলতা মাখা!—কোনও কপটতার চিহ্নই সেখানে নাই।—

আশ্বস্তভাবে মুখ নত করিয়া, গোপনে দু'চার বার ঢোক গিলিয়া, সোফিয়া একটু বিলম্বে উত্তর দিল,—"কবে ফির্‌বেন, তিনিই জানেন। কেন রে?—"

উন্মনাভাবে বেগম বলিল "এমন কিছু নয়। আজ কলেজ থেকে ফেরবার সময় গাড়ীটা তোদের ওদিক দিয়ে এল। তোদের বারেণ্ডায় দেখলুম, কে একটি ভদ্রলোক চেয়ারে বসে বই পড়্‌ছেন,—আমি চম্‌কে গিয়েছিলুম, বুঝি দুলা ভাই!—তা'পর লক্ষ্য কর্‌লুম,—না তিনি নয়, গরদের চাপ্‌কান্ টাপ্‌কান পরা কে একটি পশ্চিমদেশী ভাই সাহেব টাই সাহেব গোছ মানুষ। বোধহয় কোনো মক্কেল বা বন্ধু টন্ধু হবেন, না?—"

বেগমের কথার আরম্ভেই সোফিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শেষ মন্তব্যটা শুনিয়া বিলক্ষণ স্বস্তিবোধ করিল।—একটু থামিয়া,— পরম নিরুদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিল "তা হবে,—কি রকম চেহারা বল দেখি? খুব কুচকুচে কালো,—বেঁটে খাটো চেহারার মানুষ?—"

"না না, খুব ধব্ ধবে সুন্দর চেহারার মানুষ! হেঁট হয়ে বই

পড়্‌ছিলেন আমি শুধু ঘাড়টা দেখতে পেলুম। হাত দুটিও ফর্শা দেখলুম।—”

উৎকণ্ঠিত হইয়া সোফিয়া বলিল “মুখ দেখতে পাস্ নি?—গাড়ীর শব্দে মুখ তুলে চাইলেন তো নিশ্চয়? সে সময় ভাল করে দেখতে পেয়েছিলি তো? কি রকম মুখ বল দেখি? ঠিক তোর মত, সুন্দর মুখ তো?—” ঈষৎ হাসিয়া বেগম সলজ্জ অনুযোগের স্বরে বলিল “তোর ঠাট্টাগুলো নেহাৎ বে-আড়া রকমে দাঁড়াচ্ছে সোফি! একটু ভদ্র-সমাজের ভাষা শেখ ভাই, দোহাই তোর!—অমন বে-আদবী কর্‌লে তোর সঙ্গে কথা বলতে পার্‌ব না!—”

অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সোফিয়া পরম নিরীহভাবে বলিল “ঐ নাও! এটা বে-আদবী হোল? মানুষের মত মানুষের মুখের চেহারা থাকে না? সত্যি বলছি আমি একটি লোককে দেখেছি, ঠিক তোর মত মুখ!—এমন কি তার চুলগুলিও ঠিক তোর মত করে ফেরানো—ঠিক অম্নি কালো অম্নি কোঁক্‌ড়ানো—ঠিক মেয়েদের মত! সে আমাদের ওখানে আসে—”

বাধা দিয়া ব্যঙ্গ স্বরে বেগম বলিল “তার নামও বোধ হয় বেগম,—তার বোনের নাম বোধ হয় সোফিয়া বিবি, আর দুলা মিঞার নাম বোধ হয় আবু সাহেব, কি বল?—”

উদাসভাবে সোফিয়া বলিল “বিশ্বাস না কর—নাচার!—আচ্ছা তোকে একদিন দেখিয়ে দেব, তা'হলে বিশ্বাস কর্‌বি তো? সত্যি বলছি বেগম, তোকে যদি সে লোকটার পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়,—আহা—হা, লাফিয়ে উঠিস্ না!—এই কথার কথা বলছি,—কারুর সঙ্গে কারুকে

'কম্পেয়ার' কর্‌তে হোলে এ রকমটা কি বলা চলে না? তেম্নিই বলছি আর কি! নইলে সত্যি সত্যি কি তুমি কারুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে জোঁকা দিতে যাচ্ছ, না—সত্যি সত্যি কারুর হৃদয়াকাশে তুমি—চন্দ্র সূর্য্য—"

ব্যগ্র অধীর ভাবে, যোড় হাত করিয়া বেগম বলিল "দোহাই সোফি! 'বড়া বহিন্' বলে যথেষ্ট সহ্য করেছি,—আর নয়! আমি অকপটেই প্রাণ খুলে স্বীকার কর্‌ছি, কারুর হৃদয়াকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা হওয়া চুলোয় যাক,—একটা জোনাকী বলে পরিচিত হবার সখও আমার নাই! ও সব, তোদেরই মানায় ভাল,—তুই থাম! অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে!—"

রাগতঃ ভাবে সোফিয়া বলিল "বাবাঃ, মেয়ে তো নয়, যেন আস্ত কেউটে!—"

হাসিমুখে বেগম বলিল "তথাস্তু, তাও ভাল! অন্ততঃ তুই আমার বিষদাঁতকে একটু ভয় করে চল ভাই,— এই অনুরোধ,—এমন কি সকরুণ মিনতি পর্য্যন্ত!—এখন মাতৃ আজ্ঞাটা পালন কর্‌তে দাও,—এই নাও ড্রয়ার খুলে দিচ্ছি, কি কাপড় জামা পছন্দ করবার ইচ্ছা আছে, কর।"

সোফিয়া কোন উত্তর দিল না, খুব গম্ভীর ভাবে আসিয়া, জামা কাপড় নাড়িয়া চাড়িয়া, কালো রংয়ের জমির উপর বাদ্‌লা বসানো একস্যুট্ জামা কাপড় বাহির করিল। বিনাবাক্যে সাম্‌নে তুলিয়া ধরিল।

বেগম সভয়ে বলিল "সর্ব্বনাশ! এই রাত্রে বিজলী বাত্তির আলোয় 'ঝিকি-মিকি চোখ মিটিমিটি চায়' চেহারার, চকৃমকে বাদ্‌লার সজ্জা! দোহাই বড়া বহিন্,—তোমার ছোটা বহিনের কসম্, একবার ভেবে

দ্যাখো,—আমি কারুর বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছিনে,—আমার নিজের বাড়ীতেই আজ বন্ধুদের নিমন্ত্রণ ! সুতরাং অত ঝকমকে সজ্জা,—"

সোফিয়া সকোপে ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল "তাই যদি জানো, তবে আমায় পোষাক পছন্দ কর্‌তে ডাক্‌লে কেন ? আমার—বড় বোনের মান্‌টা কোথা রইল শুনি ?"

অনুনয় করিয়া বেগম বলিল "এই সাদা মলমলের সুটটা পছন্দ কর ভাই, বেশ হাল্কা জিনিস। পরে ছুটোছুটি কর্‌তে আটকাবে না, জানিস তো ভাই কাযের দরকার।"

সোফিয়া সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "তোকে ছুটতেও হবে না, কারুর সঙ্গে পঞ্জা লড়তেও হবে না,—সমস্ত কায আমি দেখে নেব। তুই শুধু—আমার কথা শুনে,—ঔটে পর।"

অপ্রসন্ন ভাবে কাপড়গুলা হাতে লইয়া, ক্ষুণ্ণ স্বরে বেগম বলিল "বাবাঃ ! এ তো hostess' এর পোষাক নয়,—এ হচ্ছে বিয়ের ক'নের সজ্জা !—"

এতক্ষণের গাম্ভীর্য্যের আড়ম্বর ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া—তরল কৌতুকের উচ্ছ্বাসে সহসা হো হো করিয়া হাসিয়া—সোফিয়া বলিল "খয়ের ! খয়ের ! ভগবান তোর মঙ্গল করুন বেগম ! শুভক্ষণে বেশ কথাটি উচ্চারণ করেছিস—আমি শুনে বড় খুশী হলুম !—"

আধা-হাসি, আধা-দুঃখ ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বেগম বলিল "তোমার কি বল-না ? পরকে বাঁদর সাজাতে সবাইকারই মজা লাগে ! দেখ দেখি কি বিশ্রী, ছেলেমানুষের মত দেখাচ্ছে, যেন ভয়ানক ডেলিগেট্ !—এ আমার ভাল লাগে না।"

"না, বেশ ডিগ্‌নিফায়েড দেখাচ্ছে, ঘাবড়াচ্ছিস্ কেন? আমার বেশ লাগ্‌ছে। আচ্ছা, এখন হাত পা ছড়িয়ে বসে বসে জিরো, গাড়ী তৈরী হলেই তোকে ডেকে পাঠাব।"

"বস্‌তে আর পারিনে, একটু শুই।—গাড়ী ঠিক হলেই খবর দিস্।"—বেগম শুইল। সোফিয়া চলিয়া গেল।

১৪

সারাদিনের পর, পরিশ্রম-ক্লান্ত পেশীগুলিকে একটু ঢিলা হইবার সুযোগ দেওয়া মাত্র—তাহারা একেবারেই যেন—এলাইয়া পড়িল। বেগমের অত্যন্তই ঘুম আসিতে লাগিল।

দশ মিনিট—পনের মিনিট—ক্রমে কুড়ি, পঁচিশ, ত্রিশ মিনিট কাটিয়া চলিল, তবুও গাড়ী সম্বন্ধে কোন সংবাদ আসিল না। এ দিকে বেগমের শ্রান্ত-অলস দেহের উপর তন্দ্রার ঝোঁক্‌টা ক্রমেই রীতিমত ঘনীভূত হইয়া, গভীর আরামদায়ক নিদ্রার আয়োজন বিছাইয়া দিল।—গাড়ীর খবরের প্রতীক্ষায় কাণ ও মন সজাগ রাখিতে রাখিতে শেষে এক সময়—দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ পরে কে জানে,—সহসা কানের কাছে মিহি মোলায়েম সুরে সোফিয়া ডাক দিল "ওরে—উঠ্‌-না। আর কত ঘুমুবি ?"

বেগমের ঘুম চিরদিনই খুব সজাগ; শব্দটা কানে পৌঁছিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু ঘুমের আরাম নেশাটা না কি তাহাকে নিতান্তই পাইয়া বসিয়াছিল, তাই,—গা-ঝাড়া দিয়া উঠিবার চেষ্টায় কিছু মাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া, তন্দ্রালস জড়িত ঢুলু ঢুলু চক্ষে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল "গাড়ী ?—হোল গাড়ী ?"

ব্যঙ্গস্বরে উত্তর হইল "হয়েছে, ওঠো! আর বেশী ঘুম ভাল নয়!"

দুহাতে চোখ রগড়াইয়া, মুহূর্ত্তে পূর্ণ সজাগ ভাবে উঠিয়া বসিয়া বেগম বলিল "চল, আমি তৈরীই আছি।"

অবাক্

কিন্তু পরক্ষণেই সে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল,—ঘরখানা উজ্জ্বল বাতির আলোয় ভরিয়া গিয়াছে! সামনে সোফিয়া দাঁড়াইয়া, অকুতোভয়ে মন্দ মধুর—দুষ্টামীভরা হাসি হাসিতেছে!—

বেগম অবাক্ হইয়া গেল! পাশের খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, স্নিগ্ধোজ্জ্বল সান্ধ্য জ্যোৎস্নার আলোয় বহির্জগৎ পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে! অধিকতর বিস্মিত হইয়া,—বোধ করি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়াই,—সে আবার বিমূঢ়ের ন্যায় ঘরের দেওয়ালের আলোটার দিকে চাহিল। তার পর নিজের সসজ্জ দেহের পানে চাহিয়া,—হতবুদ্ধি হইয়া বলিল "কি হোল রে সোফি? তাঁদের নিমন্ত্রণ করা···? এ যে সাঁজ পার হয়ে গেছে দেখ্‌ছি!"

অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গভীর অবজ্ঞায় স্বরে সোফিয়া বলিল "তা তোমার যেমন কাযের ছিরি। সাধে বলি, তোর দ্বারা সংসারের একটা উপকারের আশা নেই! সারাদিন দস্যিবিত্তি' করে, অবেলায় ঘুম! লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, তা হুঁস-ই নেই,—এতক্ষণে ঠেলে জাগিয়ে দিলুম কি না, তাই 'কি হোল রে সোফি?' সোফি আপ্যায়িত হয়ে গেল আর কি!—"

সমস্ত ভর্ৎসনাটুকু নিঃশব্দে পরিপাক করিয়া, বেগম, উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল "নিমন্ত্রণের কি হোল?"

"আর মায়া কান্নার দরকার নেই, থামো। তোমার যে লোক-লৌকিকতার ওপর, কতখানি আঁতের টান্ সে খুব বোঝা গেছে, আর গিন্নিপণার বহর দেখিও না। এখন তোমার চায়ের পিণ্ডী গিলে নিয়ে, তাঁদের একটু অভ্যর্থনা কর্‌তে পার্‌বে? না, বল,—তাতেও ঘুম পাচ্ছে!"

অবাক্

"অভ্যর্থনা! তা হলে আমার নিমন্ত্রণের ফাঁড়াটা উৎরে গেছে বল? কে গিয়েছিল, তুই?"

অত্যন্ত ব্যস্ততা জানাইয়া সোফিয়া বলিল "সে যেই যাক্। তুই চট্ করে হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে ঠিক হয়ে নে, ঐ তাঁরা এলেন বলে। গাড়ীর শব্দ হচ্ছে বোধ হয়।"

কিন্তু সে 'বোধ হয়' টার বাস্তবপক্ষে কোন মূল্য আছে কি না, সেটা পরীক্ষার জন্য কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে বেগমের আর মোটেই সাহস হইল না। একজন দাসী তাহার চায়ের পাত্র লইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল, বেগম তাহার পাশ কাটাইয়া ত্রস্তে পাশের স্নানাগারে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিল—বিনাবাক্যে চায়ের পেয়ালা উজাড় করিয়া পুনশ্চ দাসীর হাতে ফেরৎ দিল। নিমন্ত্রিতারা কেহ আসিলেন কি না, সংবাদ জানিবার জন্য বেগম দাসীকে বলিল, দাসী চলিয়া গেল।

সোফিয়া তখন আলোর সামনে দাঁড়াইয়া, একমনে নিজের কাঁধে একটা সেফ্‌টিপিন্ আট্‌কাইতে ছিল। বেগম রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে,—তাহার নিকটে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল,—জোর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, হাসি হাসি মুখে বলিল "তারপর, সোফিয়া বুবু সাহেবা, এবার "মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।"—কিছু মধুর বচন বর্ষণ কর।"

গম্ভীর মুখে সোফিয়া বলিল "তা বটে, এখন আমিই 'তোমার মরণ' হয়ে দাঁড়াব বৈ কি! হুঁ! ভালর কাল নেইরে, 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর্'!"

"তওবা! ও সব পুরোনো কাসুন্দীগুলো হাঁড়িতে সরা চাপা রেখে দাও,—নতুন কিছু ততক্ষণ আম্‌দানি কর না।"

সোফিয়া গম্ভীর দৃষ্টি তুলিয়া সুগম্ভীর মুখে বলিল “নতুন কিছু কি আমদানি কর্‌তে হবে, শুনি? ‘তোমার হৃদয় দ্বারে প্রেমার্ত্ত অতিথি’ টতিথি বলে, ঐ ভবিষ্যুক্ত মূর্ত্তিখানির পায়ের কাছে কেঁদে-কোকিয়ে লুটোপুটি খেতে হবে, না কি কর্‌তে হবে, বল?”

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া,—সলজ্জ স্মিত মুখে বেগম বলিল “ইম্‌লির মতই খাট্টা হয়ে উঠেছিস্ যে!”

“কেনই বা উঠ্‌বে না? তুমি নিচ্চিন্দি হয়ে তোফা আরামে ঘুমুবে, আর তোমার পাপের ভোগ ভুগ্‌তে, আমায় দুনীয়া টহ্‌ল দিয়ে বেড়াতে হবে!—রাগ ধরে না?”

“আহা চটিস্ কেন? পরোপকার ব্রত,—মহা পুণ্যময়-রে, মহা পুণ্যময়! পরকালের কায হচ্ছে।—”

“আর এ দিকে ঐ ইহকালের কায, সিঁড়িতে—ঐ শোন জুতোর শব্দ!—এখন দয়া করে, একটু এগিয়ে গিয়ে, ওঁদের অভ্যর্থনা করে আন্‌তে পার্‌বে? না, বলো,—তার জন্যেও এই ‘ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো’ সোকি আছে!”

“আহা বালাই ষাট্!—” হাত বাড়াইয়া সোফিয়ার চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের আঙুলে চুমা খাইয়া বেগম প্রসন্ন বিদ্রূপে স্নেহ-গদ-গদ কণ্ঠে বলিল “ও কথা বল্‌তে আছে? তুমি যদি ছাই ফেল্‌বার ভাঙা কুলো হও,—তবে আঁস্তাকুড় ঝাঁটাবার মুড়ো খ্যাংরা হবে কে?”

বিধাতার কি অভিশাপ ছিল কে জানে,—সোফিয়ার গাম্ভীর্য্যটা যখনই হিমালয় পাহাড়ের মত অভ্রভেদী হইয়া উঠিত, বেগম তখনিই এক ঘায়ে তাহাকে ভাঙিয়া চুরমার করিত!—প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও সোফিয়া দৌর্ব্বল্য

সামলাইতে পারিল না,—ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল,—টুক্ টুক্ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া, বলিল "আচ্ছা, আচ্ছা! বড় 'বিত্তেব' বেড়েছে! এই মুড়ো খ্যাংরাই কেমন-না তোমার বিষদাঁত ভাঙে, তা দেখে নিও।—"

সিঁড়িতে শব্দ তখন প্রবল হইয়াই উঠিয়াছিল। প্রত্যুত্তরে চেষ্টা না করিয়া বেগম দ্রুত বাহির হইয়া গেল। সোফিয়া উদাসীন ভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, সুদীর্ঘ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "আঃ!"

বিশ্বস্ত-নির্ভীক চিত্তে, শশব্যস্তে সিঁড়ির দুয়ার পার হইয়া হাস্যোৎফুল্ল মুখে অভ্যর্থনায় অগ্রসর তরুণীটি,—কিন্তু হঠাৎ অবাক্ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সিঁড়ির উজ্জ্বল আলোয় যে তিন জন আগন্তুকের মূর্ত্তি তাঁহার চোখে পড়িল, তাহাতে সদ্যঃ ঘুম ভাঙা মগজটার অবস্থা—অকস্মাৎ অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল! সংশয়-কুণ্ঠিত স্বরে বেগম নিজের অজ্ঞাতেই বলিয়া উঠিল,—"আব্বা! আপনি?"

দুইটি ভদ্রলোকের সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা বলিতে বলিতে পিতা উপরে উঠিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গী দুইটি পিছনে আসিতেছিলেন, বেগম তাঁহাদের চেহারা ভালরূপ দেখিতে পাইল না। শুধু—অনুমানে বুঝিল, বাড়ীর কেহ নয়—বাহিরের লোক। কিন্তু তাহাতেও সংশয় জাগিল,—বাহিরের লোক বিনা সংবাদে বাড়ীর মধ্যেই বা আসিবেন কিরূপে?

কন্যার প্রশ্নে পিতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সংযতস্বরে বলিলেন "কে বেগম? হাঁ মা, আমরা আস্‌ছি—সোফিয়া কোথায় গেল?"

ঠিক,—সেই সময় পিছনের লোক দুইটি সিঁড়ির দেওয়াল-বাতির সামনে আসিয়া পড়িলেন। নিদারুণ সংশয়-উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া, লোক দুটির আপাদমস্তক বেগম এবার সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল!—সর্ব্বনাশ!

এ যে সোফিয়ার স্বামী, এবং সোফিয়াদের বারেণ্ডায় বৈকালে-দেখা সেই গরদের পোষাক-পরা পশ্চিম-দেশীয় ভদ্রলোকটি!—পিতা, এ করিলেন কি? কোন সংবাদ না জানাইয়া হঠাৎ ইহাদের কোথায় আনিলেন?

...বেগমের পলাইবার পথ যে এখন কোন দিকেই নাই!

পিতার প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলিয়া গিয়া, বেগম ঘাড় গুঁজিয়া, প্রাণপণে দেওয়াল-ঠাসা হইয়া দাঁড়াইল। অভিপ্রায়—পিতা অন্যমনস্ক হইয়া সঙ্গীদের সহিত কথা বলিতে বলিতে একবার আগাইয়া যান ত! তারপরই মুক্ত সিঁড়ি-পথে সে নিঃশব্দে দ্রুত অন্তর্দ্ধান করিবে।

কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটিল। বেগমকে তেমন ভাবে সঙ্কোচ-আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া,—সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত পশ্চিম দেশীয় ভদ্রলোকটি সকলের পিছনে থাকিয়াই, সহসা ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন! পিছনের সিঁড়ির দিকে চাহিয়া,—বোধ হয় ফিরিবেন কি না ভাবিয়া, কুণ্ঠিত ভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

চকিতে—সামনের কন্যার ও পিছনের সঙ্গীর কুণ্ঠা-বিপন্ন অবস্থার দিকে পিতার দৃষ্টি পড়িল! মুহূর্ত্তে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া—সঙ্গীর উদ্দেশে স্নেহময় স্বরে বলিলেন "উঠে এস বাবা তুমি আবার দাঁড়াচ্ছ কি? তোমরা ঘরের ছেলে,—উঠে এস।"

বিনীতভাবে লোকটি বিনাবাক্যে নতশিরে ফিরিয়া আবার অগ্রসর হইলেন। মুহূর্ত্তে—লোকটির কাঁধের উপর ঝুঁকিয়া সোফিয়ার সেই বাচাল-মুখর উকীল স্বামীটি—চুপি চুপি কি যে গোপন-রহস্য প্রকাশ করিলেন, বেগম কিছুই বুঝিতে পারিল না।—কিন্তু ভয়-চকিত কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল,—অপরিচিত লোকটি অত্যন্তই অপ্রস্তুত বিপন্নভাবে

মুহূর্ত্তের জন্য মুখ তুলিয়া, সোফিয়ার স্বামীর দিকে সলজ্জ-অনুযোগভরা মৃদু-ভর্ৎসনার কটাক্ষ হানিলেন। তারপর হেঁট হইয়া যেমন উঠিতেছিলেন, তেমনিই উঠিতে লাগিলেন।

অপরিচিত লোকটি যে কৌতূহল বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলিয়া,—কটাক্ষাঘাতে তাহাকে উত্যক্ত করিলেন না,—ইহাতে বেগমের অন্তরাত্মাটা বড় কম স্বস্তি কৃতজ্ঞতা বোধ করিল না!—কিন্তু নিজেদের ঘরের লোক,—ঐ সুপরিচিত উকীল ভগিনীপতি মহাশয়ের নষ্টামী......? হায় ভগবান! মনে যতই দুঃখ জাগিয়া উঠুক,—রাগ অভিমান প্রকাশের পথ যে এখানে একেবারেই নাস্তি! অন্যথা......!

অনেকখানি সঙ্কুচিত হইয়া, পিছনের অন্ধকারের আড়ালে, নিজেকে গোপন করিবার ব্যর্থ চেষ্টায়, বেগম যথাসাধ্য মাত্রায় পিছু হটিয়া,—খুব দেয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

পিতা অগ্রসর হইয়া বিনা-ভূমিকায় বেগমের হাতটি ধরিয়া,—শান্ত স্বরে বলিলেন "এস, আমাদের সঙ্গে।"

বেগমের বিচলিত অন্তঃকরণটা এবার সম্পূর্ণ ই বিদ্রোহ বিচলিত হইয়া উঠিল! বিস্ময় ব্যাকুলতামাথা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলিয়া সবিস্ময়ে পিতার মুখ পানে চাহিল,—তিনি এ কি অদ্ভুত আদেশ করিতেছেন? এমন ভাবে,—বিদেশী অতিথির আতিথ্য অভ্যর্থনার ক্ষেত্রে বেগম কি কখনও দাঁড়াইয়াছে? আজ এ কি প্রথা-বিগর্হিত ব্যাপার?

কিন্তু পিতার বদনমণ্ডল সম্পূর্ণ ই শান্ত গম্ভীর। বেগমের মত—অবেলায় ঘুমাইয়া কাঁচাঘুম ভাঙ্গা মগজে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া, তিনি পৃথিবীটার, আদব-কায়দা পরিবর্ত্তনের শোচনীয় দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া

বিশেষ কিছু শঙ্কিত বা চিন্তিত হইয়াছেন, এমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

সংশয়ে হতবুদ্ধি বেগম ভাবিল,—হয় সে ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে,—নয়, তাহার বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে! নচেৎ সকলেরই এমন অভাবনীয় ভাবান্তর কেন?

পিতার আদেশটা যত বড়ই অস্বস্তিদায়ক হউক,—সে আদেশটা এড়াইবার চেষ্টা ততোধিক অস্বস্তিব্যঞ্জক; সুতরাং মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া মাথা হেঁট করিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিতেই হইল। মনে মনে, বড়ই ক্ষোভ বোধ হইতেছিল,—হায় পিতা যদি জানিতেন, এই ভগিনীপতিটির সহিত বেগমের সৌহার্দ্দ্য কতখানি গভীর মিষ্টতাভরা,—তাহা হইলে কি সম্পর্কের খাতিরে বেগমের উপর এরূপ আদেশ জারী করিতেন? আর ওই অচেনা লোকটির সামনে বাহির হওয়া?.........এটা তো সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়াই,—বিনা দ্বিধায় আপত্তিযোগ্য; তবু পিতা এ কি করিলেন?

ঘরের দুয়ারের কাছে পৌছিয়া সামনেই সোফিয়াকে দেখিয়া—বেগমের হঠাৎ মনে পড়িল, তাহার উপস্থিতি সংবাদ; অপ্রত্যাশিত ঘটনা বিপ্লবে বেচারা এতক্ষণ সোফিয়ার কথা আদৌ স্মরণ রাখিতে পারে নাই! এবার তাহার মূর্ত্তিটা চোখে পড়িবামাত্র অনেকখানি আশা ভরসায় উৎসাহিত হইয়া—ব্যগ্র আপত্তির সুরে বলিয়া উঠিল,—"এখানে ববু সাহেবা রয়েছেন যে!"

এতখানি সম্মানজনক সম্ভাষণে আপ্যায়িত হওয়া সোফিয়ার ভাগ্যে কোন দিনই ঘটে নাই। নিতান্তই পিতার খাতিরে বেগম এত বড় দুর্লভ

অনুগ্রহটা সোফিয়ার ঘাড়ে বর্ষণ করিল মাত্র। কিন্তু অকৃতজ্ঞ সোফিয়া মহোদয়া,—অতিশয় নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ!—মুহূর্ত্তে সসৌজন্যে চেয়ার ছাড়িয়া, মাথায় একটু কাপড় টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—দিব্য সংযত নির্ভীক স্বরে, অম্লানবদনে বলিল "তা থাকলুম-ই বা; তাতে তোমার আপত্তি কি?—"

পিতা হাস্যোজ্জ্বল মুখে একবার সোফিয়ার দিকে একবার বেগমের দিকে চাহিলেন, তারপর সে কথায় কোন সায় উত্তর না করিয়া,—পিছনের আগন্তুকদ্বয়ের উদ্দেশে চাহিয়া বলিলেন "এস বাবা, তোমরা এস।"

বেগম একেবারেই বাক্যস্ফূর্ত্তিহীন হইয়া গেল!

পিতা স্বহস্তে চারিজনের জন্য, চারখান চেয়ার সরাইয়া দিলেন।—সোফিয়া গৃহিণীপণা করিয়া,—তটস্থভাবে বেগমকে টানিয়া নিজের এবং স্বামীর চেয়ারের মাঝের চেয়ারখানিতে এমন ভাবে ঠেলিয়া বসাইল, যেন—বেগমকে সেই টেবিলের অন্যদিকে উপবিষ্ট অপরিচিত যুবকটির ঠিক সামনেই থাকিতে হয়, এবং দৈবাৎ উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিলে যেন,—ডান বাঁয়ে দুই যুগলমূর্ত্তির একজনকে ঠেলিয়া সরাইয়া ভিন্ন যাইবার পথ না পায়!

পিতা—সেই অপরিচিত ব্যক্তির পাশের চেয়ারখানায় বসিয়া হাস্যমুখে বলিলেন "এবার তোমাদের পরিচয়টা করিয়ে দিই।—মন্নু, তুমি তোমার ভাবীসাহেবাকে তো চেনই,—ওটি তারই ছোট বহিন্ বেগম।—আর বেগম, আবুর পরিচয় তোমায় জানানো নিষ্প্রয়োজন,—এ ছেলেটি আবুর ভাই মণিরুদ্দীন। আমরা ফেরবার সময় ওঁকে এলাহাবাদ থেকে ধরে এনেছি, উনি দিনকতকের জন্যে আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছেন।—"

অবাক্

সটান্ আকাশ হইতে একটি শব্দহীন বজ্র আসিয়া যেন,—হঠাৎ বেগমের মাথায় পড়িল!—হায় কি নিষ্করুণ ষড়যন্ত্র!—তাই সোফিয়ার এত বিক্রম! তাই......মাতা, পিতা......অধিক কি ঐ বাচাল ভগিনী-পতিটির পর্য্যন্ত, এতখানি বিস্ময়াবহ ভাবান্তর······বিশেষ করিয়া সোফিয়ার আচরণ স্মরণে বেগমের যেন কান্না আসিতে লাগিল; হায় সে কি না স্বচ্ছন্দে গালে চড়াইয়া বেগমকে না হক্ মিথ্যা বচনে ভুলাইয়া বোকা বানাইয়া—বিনা দ্বিধায় এই জম্‌কালো পরিচ্ছদে সাজাইয়াছে? এখন এই পরিচিত অপরিচিতদের সামনে, মাথা তুলিতে যে লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছে, কি অনর্থ।—

বেগম ঘামিয়া উঠিল! আরক্ত মুখে কোনমতে মাথা ঝুঁকাইয়া, হাত তুলিয়া নিঃশব্দে অভিবাদন পর্ব্বটা শেষ করিয়া লইল! প্রত্যুত্তরে কেহ তাহাকে সম্মান জানাইল কি, না জানাইল, সেটা চাহিয়াও দেখিল না। প্রাণপণে টেবিলের দিকে দৃষ্টি সংযত করিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

দুই চারিটা সময়োচিত কথা বলিয়া, নবাগত আগন্তুকের উদ্দেশে সস্নেহ শিষ্টাচার জানাইয়া, পিতা বলিলেন,—“এঁরা তা' হলে, এখানে রইলেন। সোফা তুমি দেখো। আবু তুমি যেন মন্নুকে একা ফেলে পালিও না বাবা, নীচের ভদ্রলোকগুলিকে দেখতে চল্লুম, তোমরা গল্প-সল্প কর। বেগম, তুমিও এইখানে থাক।”

বেগম মাথা হেঁট রাখিয়াই উৎকর্ণ হইয়া শুনিল,—আবু সাহেব এবং সোফিয়া,—দুই ‘মাণিক যোড়’ই সমান উৎসাহে ব্যগ্র-তৎপরতা জানাইয়া আতিথ্যসৎকার ভার গ্রহণ করিল। বেগম মনে মনেই বলিল, শরীর জুড়াইল আর কি!

১৩

গৃহকর্ত্তা বাহির হইয়া যাইবামাত্র—আবু সাহেব চেয়ারখানি ঘুরাইয়া লইয়া, বেগমের ঠিক সামনে, সোজাসুজি হইয়া বসিলেন। সোফিয়ার সঙ্গে চোখে চোখে কি নিঃশব্দ কথাবার্ত্তা হইল, অন্তর্যামীই জানেন—কাশিয়া গলা শানাইয়া লইয়া, রীতিমত উকীলী চালে, সুস্পষ্ট পরিষ্কার উচ্চারণে—বেগমের উদ্দেশে বলিলেন "আমাদের তিন জনের ওপরই যখন দৈবক্রমে এই অতিথিটির সৎকার ভার পড়্ল, তখন কাযের আসরে তিন জনের দায়িত্বই সমান, কি বলুন? আমাদের এখন colleague মনে করেই আপনাকে তা হ'লে চল্‌তে হবে, কি বলুন, চলবেন তো?"

বেগম অনেক কষ্টে, মাথা নাড়িয়া, নিঃশব্দে স্বীকার লক্ষণ জানাইল।

আবু সাহেব তদ্দণ্ডেই আবার সুরু করিলেন—"বাধিত হলুম, অনেক ধন্যবাদ!—এখন তা হলে গোটাকতক কথা আমার নিবেদন করবার আছে। প্রথম কথা,—colleagueদের আপনি বলেও কায চালানো যায় বটে, সে জন্য নয়,—তবে অদৃষ্ট দোষে, সম্পর্কের প্যাঁচে পড়ে, আপনার এই বয়োজ্যেষ্ঠাকে 'তুমি' বল্‌তেই না কি বহুদিন থেকে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি,......তাই! মাফ্ কর্‌বেন! এটা ঘরোয়া কথা আলোচনার ক্ষেত্র নয়,—আকাশ বাতাসের খবর ছাড়া এখানে আর কিছুই আলোচনা হওয়া উচিত নয়,—সেটা মনে আছে অবশ্য! তত্রাচ জিজ্ঞাসা কর্‌তে বাধ্য হচ্ছি, 'আপনি' বলাটা শোভন হবে কি আপনাকে?"

বেগম দেখিল,—আজ অদৃষ্টে অনেক দুর্গতি ভোগ অনিবার্য্য! সহিষ্ণু

ভাবে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া,—কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল "'তুমি' বলুন। তাহলেই আমি খুশী হব।"

"বহুৎ আচ্ছা! আবার ধন্যবাদ। তা হলে ঘাড়টা এখন তুলে বসতে মর্জ্জি হোক্। কারণ, ও রকম ঘাড়-ভাঙা colleague নিয়ে কায চালানো আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। তা ছাড়া, অতিথির পক্ষেও আনন্দজনক নয় বলেই মনে করি।"

মুহূর্ত্তে সোফিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, দু'হাতে বেগমের মুখখানা ধরিয়া,—সোজা করিয়া তুলিল। মণিরুদ্দীনের উদ্দেশে বলিল "এই রকম, কি বলুন? চেয়ে দেখুন এদিকে,—কালো জামা কাপড়ের ওপর এই সুন্দর মুখখানি ঠিক,—অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর মতই দেখাচ্ছে, নয়?"

মণিরুদ্দীন তখন উর্দ্ধে দৃষ্টি তুলিয়া একখানা সুদৃশ্য ছবির দিকে একান্ত মনোযোগে চাহিয়া ছিলেন। সোফিয়ার ব্যগ্র আহ্বানে, দৃষ্টি নামাইয়া একবার বেগমের দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই,—অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া লইলেন। উদাস ভাবে, সলজ্জ স্মিত হাস্যে বলিলেন "দেখুন যা আপনাদের মর্জ্জি!—"

সোফিয়া তৎক্ষণাৎ অতীব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল "ও বাবা! অবস্থা সঙ্গীন্! আমাদের মর্জ্জির ওপরই একান্ত বিশ্বস্ত নির্ভর, আজ!—"

আবু সাহের গম্ভীর হইয়া বলিলেন "তাই তো মনু, তোমায় এমন অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি কেন?"

বেগমের দিকটা, চোখের সামনে হইতে একটু আড়াল পড়িবার মত

করিয়া,—চেয়ারটা আড় ভাবে একটু ঘুরাইয়া লইয়া, মন্নু ভ্রাতাটির সহিত ঠিক মুখোমুখি হইয়া বসিলেন। প্রসন্নস্নিগ্ধ হাসিভরা মুখে বলিলেন "তোমার চোখে তো আমি বরাবরই অন্যমনস্ক! তুমি কবেই-বা আমায় মনোযোগী ছাত্রটীর মত চেহারায় দেখতে পাও?"

অধিকতর গম্ভীর হইয়া আবু সাহেব বলিলেন "তা হলেও এ ক্ষেত্রে—"

বাধা দিয়া হাসিমুখে মন্নু বলিলেন "সেই খুকিটিকে ডাক। সে বেশ চুন্দোল্ হাৎ, চুন্দোল্ হাৎ, করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, তার কথা শুন্‌তে আমার বড্ড ভাল লাগে; তাকে ডাকো—"

সকাল বেলার কথা স্মরণ করিয়া বেগম মনে মনে অত্যন্তই অনুতপ্ত হইয়া উঠিল! হায়! হায়! কি মূর্খতাই সে করিয়াছে! সেই সকাল বেলা ভাই-বোনদের ঝগড়ার মাঝে পড়িয়া, যখন—এই 'সুন্দর হাত-ওলা' লোকটির সন্ধান পাইয়াছিল, সেই সুযোগে ভাই বোন দুটির কাছে যদি এই লোকটির সবিশেষ পরিচয় জানিয়া লইতে পারিত,—তবে আর কিছু না হউক,—অন্ততঃ সোফিয়াদের 'যুগল-মূর্ত্তির' দুর্ব্বৃত্ততা প্রকাশের পথটা বন্ধ করিবার একটা উপায় এতক্ষণ নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিয়া ফেলিত! হায়! কেনই যে অনাবশ্যক—কৌতূহল ভাবিয়া ব্যাপারটা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া অনন নিশ্চিন্ত হইয়াছিল! কেনই যে অমন পরিষ্কার-সূত্রটা হাতে পাইয়াও অবহেলা ভরে ছাড়িয়া দিয়াছিল!

কিন্তু এ আক্ষেপ চিন্তার তন্ময়তাও,—পাপ-সোফিয়াটার উপদ্রবে দুদণ্ড নিশ্চিন্ত হইয়া টিঁকিতে পারিল না! চমকোৎকণ্ঠিত চিত্তে, সহসা উৎকর্ণ হইয়া বেগম শুনিল 'ঠাকুরুণ'টি ইতিমধ্যেই তাঁহার স্বভাব-অভ্যস্ত 'মধুর বচন' বর্ষণ সুরু করিয়াছেন,—"তার জন্যে দুঃখু কি? সে ছেলে মানুষ,

এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু এই একজন আমার পাশে উপস্থিত রয়েছে,—এর আবার যা মিষ্ট মিষ্ট কথা, শুনলে আপনি অ—বা—ক্ হয়ে যাবেন! সে শুধু 'সুন্দর হাত' বলেছে, এ আবার 'সুন্দর মুখ, সুন্দর মুখ' করে কত কথা আপনাকে বল্‌তে পার্‌বে! বিশ্বাস না হয়—"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত বিব্রত হইয়া মণিরুদ্দীন বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! বড় অত্যাচার করেন আপনি!—"——কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। পিছনের আলমারীটার দিকে চাহিয়া হাসি মুখে বইগুলি দেখিতে লাগিলেন।

সোফিয়া মহা পরিতাপ ভরে ঘোরতর উষ্ম নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "ও আর কি দেখছেন বলুন? ও, সবই আধ্যাত্মিক! আধিভৌতিক ওর মধ্যে কিছুই নেই!"

মৃদু হাসিয়া প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া মণিরুদ্দীন সবিনয়ে বলিলেন "আমি যে আধিভৌতিকের সন্ধানে বিশেষ দুশ্চিন্তাকাতর হয়ে রয়েছি, এমন কথা মনে করবার কোন কারণ আপনার নাই! আপনি দয়া করে ঐ ওকালতি প্যাচগুলি ছেড়ে দেন দেখি, বড়—অনুগৃহীত হব!"

কথাটার উত্তর দেওয়া খুব নিরাপদ নয় দেখিয়া সোফিয়া চিন্তিত ভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। স্বামীটি—মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, —"এ, মন্নু; বস বস। বলি তোমার বিষয়ের এক্সিকিউটার কি আমায় সত্যিই করছ? সত্যিই কি আমেরিকা যাওয়া ঠিক্?"

কথাবার্ত্তার গতি অন্যদিকে ফিরিল দেখিয়া, মণিরুদ্দিন বোধহয় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন,—কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে তাঁহার ভরসা হইল না। চেয়ারের পিঠে ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া, হাসি হাসি মুখে ভ্রাতার দিকে

চাহিয়া বলিলেন "আবার কিছু মোচড় দেবার মৎলব আছে, নয়? কেন জ্বালাচ্ছ?"

"বলি, বসুন-না"—সোফিয়া চেয়ারখানা ঠেলিয়া দিয়া অসহিষ্ণু ভাবে বলিল "একি পাঠশালায় গুরুমশাই-এর কাছে পরীক্ষা দিতে এসেছেন যে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌তে হবে!"

"আপনারা দুজনে যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, গুরুমশায়ের পরীক্ষার চেয়ে পাঁচ শো পঁচিশ গুণ জবর্‌দস্ত!—" মণিরুদ্দিন বসিলেন। উর্দ্ধমুখে দেয়ালের সেই ছবিখানার দিকে চাহিয়া, উদাস হাস্যে বলিলেন "দেখুন,—যা আপনাদের খুসী হয়, করুন।—"

দরদী ভ্রাতাটি তৎক্ষণাৎ স্নেহ জানাইয়া, আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করিলেন "এতটা উদাসীন হবার কারণ কি মন্নু?—"

টেবিলের উপর কুনুয়ের ভর রাখিয়া, আড়ভাবে ঈষৎ হেলিয়া বসিয়া মন্নু বলিলেন "তোমরা যা কাণ্ড কারখানা সুরু করেছ, তাতে—কিছু কিঞ্চিৎ উদাসীন হওয়ার চেষ্টাই নিরাপদ দেখছি।"

"ওহে এ দুনীয়ায় আর যে জিনিসের জন্য যত চেষ্টা কর, ক্ষতি নাই। কিন্তু দিনরাত যখন হচ্ছে, চাঁদ সূর্য্যি যখন উঠছে, আর নেহাৎই যখন মাটীর বুকে পা রেখে হাঁট্‌ছ, তখন এত তাড়াতাড়ি উদাসীন হবার চেষ্টাটার জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি কোর না, কোর না! বরং স্বপ্ন বিভোর দৃষ্টি যুগলকে প্রাণপণে সচেতন বিস্ফারিত করে দুনীয়াটার দিকে তাকাও, অনেক কিছু শিখতে পারবে!—কবির ভাষ্যতেই কবুল জবাব দিচ্ছি,—As you are now, so was one I.—" কিন্তু এখন সব ওলট পালট হয়ে গেছে রে দাদা,—সব! সেই জন্যেই অনুরোধ কর্‌ছি,—"Therefore prepare to follow me."

অবাক্

ভ্রাতার বক্তৃতার বহর দেখিয়া, মণিরুদ্দিন হাসিলেন। উর্দ্ধমুখে চাহিয়া, —নিঃশব্দে উপর্য্যুপরি মাথা নাড়িয়া, সলজ্জ-বিনয়ে অস্বীকার জানাইলেন 'সেটা হইতে পারে না।'—

সোফিয়া রাগ জানাইয়া বলিল "ও, ঘাড় নাড়া, মাথা নাড়ার মানে আমরা বুঝতে পারি না।– একটু কথা কয়েই বলুন-না, কি বলছেন ?"

"কেন আর কষ্ট দেন ? আমি যা বল্‌ছি, সে তো আপনারা মনে মনে বেশই বুঝতে পার্‌ছেন।"

"কি বুঝতে পারব বলুন ? আপনি এক পদাঘাতে হিমালয় পাহাড় টলাবেন, না একলাফে আটলাণ্টিক সাগর ডিঙুবেন, না লক্ষ্মীছেলের মত সোজা সুজি আমাদের কথা শুনবেন, কোনটে বুঝব বলুন ?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, মণিরুদ্দিন হাসিমুখে অনুনয়ের স্বরে বলিলেন "এবার বাড়ী চলুন-না। ছেলেরা এতক্ষণ নিশ্চয় কান্নাকাটি সুরু করেছে। রাত্‌ও অনেকখানি হয়ে গেছে।"

আলস্য ভাঙিতে ভাঙিতে আবু সাহেব হঠাৎ মিহিসুরে বলিলেন "বেগম, তোমার ঘরে চুরুট টুরুট আছে ?"

"আমার ঘরে !"—সবিস্ময় দৃষ্টি তুলিয়া বেগম মুহূর্ত্তের জন্য চাহিল। পরক্ষণেই ভদ্র লোকটির প্রচ্ছন্ন কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, —সলজ্জ কুণ্ঠায় ঈষৎ হাসিয়া, মাথা নাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নম্র-বিনয়ে মৃদুস্বরে বলিল "আপনি চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিন,—আমি বাইরে থেকে চুরুট্ আনিয়ে দিচ্ছি।—"

খুব নিরীহ ভাবে ভগিনীপতি বলিলেন "এবং এই সুযোগে আপদগুলার কব্জা থেকে খসে পড়ে বাঁচি, কি বল ?"

কিন্তু বেগম কিছু বলিবার আগেই সোফিয়া তাহার জামার লেশ ধরিয়া এক টান্ দিয়া বলিল "তুই বস্ তো! নেশার সন্ধান উনি নিজেই দেখবেন, ওঁর পকেট ভর্ত্তিই আছে!"

সোফিয়ার টানে বেগম বসিয়া পড়িতেই বাধ্য হইল।—কিন্তু বেচারার মনে অনেক আপত্তিই ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—যেগুলার একবর্ণও উচ্চারণ করা মহা আপত্তিজনক! সঙ্কোচ-শঙ্কিত চিত্তে মাথা হেঁট করিয়া সে নীরব রহিল।

গোপন হাস্য-রুদ্ধ অধরে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া মণিরুদ্দীন অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"ঐ চেয়ার শুদ্ধু তুলেই, তোমায় এক আছাড় দিতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে!"

ফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া পরম ক্ষোভের সুরে আবু সাহেব বলিলেন "তা হবে বৈ কি! সে তো আমি আগেই জানি!—সাধে বলছিলুম, "As I am now, so you must be!" দেখলে তো, হাতে হাতে ধরা পড়লে!—"

সলজ্জ হাস্যে মণিরুদ্দীন বলিলেন "এবার তোমার ভাষাতেই তোমায় বল্‌ব না কি—'অনেক ধন্যবাদ!'—"

দুর্ম্মুখ সোফিয়া তৎক্ষণাৎ ফট্ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"উঃ! দেখছ, কি আঁতের টান! এর মধ্যে বেগমের ওপর এত দরদ জেগে উঠেছে যে, ওকে কেউ একটা কথা বল্‌লে, তাও এঁর সহ্য হয় না! সেটাও সুদ সমেত ফেরৎ দিতে ব্যস্ত!"

মনে মনে অত্যন্তই অসহিষ্ণু হইয়া বেগম, আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। সোফিয়ার দিকে চাহিয়া খুব বিনীত ভাবে বলিল, "তোমরা বসো, আমি খাবারের যোগাড় দেখি।—একটু রাস্তা ছাড়ো।—"

"সে ব্যবস্থা দেখবার লোক বাড়ীতে ঢের আছে, তোমায় অত ছট্ ফট্ কর্তে হবে না,—থামো।" বলিয়া সোফিয়া এক ঠেলায় বেগমকে আবার বসাইয়া দিল।

মণিরুদ্দীন ততক্ষণে—ঘাড় বাঁকাইয়া উদাস দৃষ্টিতে আবার আলমারীটা নিরীক্ষণে মনোযোগী হইয়াছিলেন। সোফিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া,—স্বগম্ভীরে বলিল "অত করুণ দৃষ্টিতে আলমারীটার দিকে চেয়ে রয়েছেন কেন? ওটার গুপ্ত-পরিচয় টের পেয়েছেন না কি?"

দপ করিয়া বেগমের মনে পড়িয়া গেল,—সেই এক দিনের পরিহাস! ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল! এই নিতান্ত দুর্ম্মুখ-বর্ব্বর ভগিনীটির দ্বিধা বোধ করিবার মত দুষ্কার্য্য যে জগতে খুব কমই আছে,—সেটা বেগম ভালই জানে!—সসঙ্কোচে ব্যাকুল-মিনতি-মাখা দৃষ্টি তুলিয়া সোফিয়ার দিকে চাহিল। কিন্তু নির্দ্দয় সোফিয়া নিতান্তই খাতির-নদারৎ চালে, সে দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ই উপেক্ষা করিল। বিস্ময়-নির্ব্বাক দেবরটির মুখের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ বলিল "শুনবেন্ এর গোপন পরিচয়?"

দেবরটি একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধীর ভাবে দৃষ্টি তুলিয়া,—সকলের মুখের দিকে চাহিলেন। সোফিয়ার ও আবু সাহেবের মুখ ভাব, প্রদীপ্ত-কৌতুকোজ্জ্বল! দু'জনেরই চোখে ঠোঁটে যেন দুরন্ত দুষ্টামী, দুর্দ্দান্ত প্রতাপে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে!

কিন্তু এই নির্দ্দয়-পরিহাস-প্রিয় যুগল মূর্ত্তির মাঝখানে নিরুপায় বন্দিনীটির অবস্থা?......বেগমের লজ্জা-বিপন্ন, করুণ-মিনতি-কোমল মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়া,—এই উদার স্নেহশীল, বলিষ্ঠ-ন্যায়-পরায়ণ ভদ্র যুবকটির অন্তঃকরণ,—সহসা ক্ষুব্ধ-বেদনায় ব্যগ্র-সহানুভূতি ভরে সাড়া দিয়া উঠিল, এবং

নিমেষেই আর্ত্ত-রক্ষার চেষ্টায় তাঁহাকে ক্ষাত্র-ধর্ম্মে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল!

সহসা সোফিয়ার দিকে সসম্মান-ভর্ৎসনার দৃষ্টি হানিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ অনুযোগের স্বরে বলিলেন "আচ্ছা, এ সব কি দুষ্টু বুদ্ধি আপনাদের বলুন দেখি? যেন-তেন-প্রকারেণ একটি নিরীহ মানুষকে উৎপীড়িত করে তুলতে পার্‌লেই কি খুব আনন্দ পাওয়া যায়? আমি তা হলে আপনাদের সঙ্গে এক মত নই! আলমারীটার কি টেবিলটার গোপন-ইতিহাস যদি কিছু থাকে, থাক! আমি সেটা শুন্‌তে মোটেই রাজী নই! —উঠুন, এবার বাড়ী চলুন, ঘুমে আমার চোখ জ্বালা কর্‌ছে! কাল রাতে ট্রেণে মোটে ঘুমুইনি।"

"অবাক্!" নিপুণ দক্ষতার সহিত গালে হাত দিয়া,—যৎপরোনাস্তি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সোফিয়া বলিল,—"ঢের ঢের মনের-মিলের মহামারী কাণ্ড দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখি নি! বেগম, তুই তো ঢের দর্শন-ফর্শন পড়েছিস, এখন নিজের বুকে হাত রেখে সাচ্চা বল্ —এমন অদ্ভুত কায়দা-কসরৎ কখনো দেখেছিস্?"

মুখ লাল করিয়া,—বেগম বিনা বাক্যে হঠাৎ টেবিলের নীচে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, পায়ের কাছে কি একটা জিনিস খুঁজিতে ব্যস্ত হইল!

বেগমের আচরণে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া, সোফিয়া নিজ মনেই উপর্য্যুপরি বিস্ময় বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া চলিল,—"উঃ! তাই! তাই দুজনের মনে মনে এমন সাংঘাতিক মতের মিল! উনি 'গোঁ' ধরেছেন বিয়ে কর্‌ব না, এঁরও কি ছাই—ঠিক তাই জেদ্! কারুর মুখে আর দোসরা বুলিটি নাই! কেউ ভুলেও মত বদ্‌লে বলতে চায় না, হাঁ বাপু,

তাই হোক্ !—তোমাদের পাঁচ জনকে খুশী করবার জন্যে—তাই, বিয়েটাই করব! কই, বলাও দেখি!—দেখি কেমন দুজনের একজনের মুখ থেকেও—কথাটা বেরোয় ?”

স্বামীর দিকে চাহিয়া, সোফিয়া শেষের আদেশটা জ্ঞাপন করিয়া,—নিতান্তই হতাশ-ক্লান্ত ভাবে চেয়ারের পিঠে হেলিয়া পড়িল! স্বামী ততোধিক হতাশা-ব্যঞ্জক স্বরে,—বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন “হায়! তাহলে যে মতের মিলে গরমিল এসে পড়বে!”

ফুলদানির উপর হইতে একটা ফুল তুলিয়া লইয়া হাসিমুখে সেটাকে পরীক্ষা করিতে করিতে মণিরুদ্দীন বলিলেন “নেহাৎ জলপড়ার ভূত ঠাউরেছ নয় ?”

“জলপড়ার ভূত! শোভানুল্লা! ফাঁশি-ছেঁড়া-বদ্‌মাস বলতে যাদের বোঝায়,—তোমরা হচ্ছ, সেই দরের শ্রীমান এবং শ্রীমতী! বাপ! তোমাদের একরোখা মতের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি কর্‌তে কর্‌তে আমাদের গোষ্ঠিশুদ্ধ সকলের মাথা বিগড়ে যাবার যো হয়েছে। তবু তোমরা এতটুকু নরম হতে রাজী নও! কি শোচনীয় মনস্তাপ বল দেখি!”—

মণিরুদ্দীন বলিলেন “সেই জন্যেই তো, পরচর্চ্চা, আর অনধিকার-চর্চ্চাকে হিতোপদেষ্টারা পাপ বলে গণ্য করেছেন। যিনি পাপ করবেন, পীড়ন ভোগ তাঁর পক্ষেই অপরিহার্য্য! এর জন্যে ‘শোচনীয় মনস্তাপ, টনস্তাপ’ করে চেঁচিয়ে কোন লাভ নাই। নিজেদের দুষ্কার্য্যের উৎসাহকে সংযত কর, তা হলে তোমরাও শান্তি পাবে আমরাও স্বস্তি পেয়ে নিজের নিজের পথ দেখব!”

“উঃ! হোলো কি! ‘আমি’ একেবারে ‘আমরা’য় পরিণত হোল! দেখেছ, দ্বিবচন সুরু হয়েছে!—” স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কথাটা বলিয়াই

অবাক্

আবু সাহেব একটা অর্থসূচক ইঙ্গিত করিলেন। তার পর সোজা হইয়া বসিয়া সহসা সুর বদলাইয়া বলিলেন "এ সব বাজে কথা বাদ দেওয়া যাক্। আমি একটা গল্প আরম্ভ করি, তোমরা শোন। বেগম, তুমি এখন কাঁধের ওপর মাথাটা স্বচ্ছন্দে স্থাপন করে সোজা হয়ে বোসো। ওঠো, লক্ষ্মী বহিন্ আমার ঠিক্ হয়ে বোসো। শোনো আমার গল্প।"

বেগম - কষ্টেস্ৃষ্টে একটু হাসিয়া, যথাসাধ্য প্রসন্নভাবে আদেশটা পালন করিল।

কিন্তু স্বামীর কথায় নিতান্ত অধীর বিচলিত হইয়া সোফিয়া অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিল "কি হবে? গল্প? হুঁঃ। বলে 'এ মরে ও মরে, আমার প্রাণ ধড়ফড় করে'।—তুমিও ওদের নিশ্চিন্তির নেশা দেখে নেশায় পড়লে? দুনীয়ার সমস্ত দরকারী খবর ফেলে রেখে, এই তোমার নিশ্চিন্তি হয়ে গল্প বলবার সময় হোল?"

মাথা চুলকাইয়া উদাস ভাবে স্বামী বলিলেন "কি করি বল? নতুই দুশ্চিন্তা প্রকাশের দুশ্চেষ্টা করা যাক, ওঁদের ঐ 'মর্ম্মান্তিক মতের মিল'— না,— কি যে বল্লে সেই মিঠে মধুর কথাটি,— কি বেগম বল ত?—" তিনি নিতান্তই নিরীহ ভদ্রতার সহিত অমায়িক-সরলভাবে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টিতে বেগমের দিকে চাহিলেন।—

বলা বাহুল্য, প্রশ্ন শুনিয়া বেগমের হৃৎপিণ্ডটা কৃতার্থ আনন্দে, সাহ্লাদেই লাফাইয়া উঠিল! কিন্তু একেবারে নিরুত্তর থাকিলে পাছে আবার কোন নূতন বিপদ্ আসিয়া ঘাড়ে চাপে সেই ভয়ে সোফিয়াকে নির্দ্দেশ করিয়া সবিনয়ে বলিল "ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

কিন্তু হায়!—"বিধির মার দুনিয়ার বার"!—বেগম চাহিল নিরাপদ

হইতে, উল্টা বিপদ বাড়িল, তাতেই! বেগমের এই প্রশ্ন-এড়ানো চেষ্টাটা দেখিয়া দরদী ভগিনীপতিটি তৎক্ষণাৎ মহা ক্ষোভ ও অনুতাপ ভরে বলিয়া উঠিলেন "কেন বল দেখি? তুমি কি তাহলে সেই,—ভেকেরা যেথায় বক্তা, সেথায় নীরব থাকাই ঠিক' নীতিটা মনে মনে স্মরণ করছ? হায় ভগবান!—এই হতভাগা ভেকগুলোর কর্কশ কণ্ঠস্বর,—যত বড় অসহনীয় কর্কশই হোক, কিন্তু বর্ষার আগমনী গান বেজে ওঠে, এই দুর্ভাগাদের কণ্ঠেই! বেগম তুমি কি দয়া করে এটুকুও মনে রাখবে না?"

চুপ করিয়া থাকার চেয়ে বড় বিপদ যে ক্ষেত্রে নাই,—সে ক্ষেত্রে—প্রাণপণ শক্তিতে কথা বলার চেষ্টাই বেগম দেখিল,—অপেক্ষাকৃত ভাল! রুমালখানা আঙ্গুলের ডগায় জড়াইতে জড়াইতে, সেই দিকে দৃষ্টি সংযত রাখিয়া, মৃদু হাস্যে বলিল "বর্ষার আগমনী গান যাঁদের কণ্ঠে বাজে, তাঁরা দুর্ভাগাই হোন্, আর সৌভাগ্যবানই হোন্,—আমার মত ক্ষুদ্রশক্তি মানুষের দয়া মায়া যে তাঁদের কোন উপকারে লাগা সম্ভব নয়,—সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ! কই, আপনার গল্পটা বল্‌লেন না?"

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, ঈষৎ হেলিয়া বসিতে বসিতে, স্মিত মুখে মণিরুদ্দীন ঠিক যেন—স্বগতোক্তি করিলেন "ও নিমন্ত্রণের লোভটা ছেড়ে দেওয়াই কিন্তু নিরাপদ ছিল। কারণ ভাইজির গল্পগুলি সচরাচর সাংঘাতিক বিপদ আপদ পূর্ণ ভিন্ন হয়-ই না। হতে পারে বলেও বিশ্বাস করি না!"

"উঃ!—'ইসারায় কত কথা বলে!' 'বাল্যসখার' বচন আর কি!"—বলিয়াই হঠাৎ সোফিয়া সটান সোজা হইয়া বসিল, স্বামীর মুখের দিকে স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টি রাখিয়া বলিল "দেখ্‌ছ?"

ফোঁশ করিয়া একটা মস্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া,—সাতিশয় ক্ষোভ অভিমান

প্রকাশ করিয়া স্বামী বলিলেন "দেখ্ছি সবই! ভাব্ছিও অনেক কথা!... আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে ওঁদের একজন হলেন উদাসীন! একজন হলেন অবাক্! কিন্তু এখন ওঁদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমাদের দুজনের যে কোন অবস্থায় পৌঁছুনো উচিত, সে সমস্যার সমাধান কর্বে কে?"

গম্ভীর ভাবে, দেবরের দিকে চাহিয়া সোফিয়া বলিল, "বলুন, এবার আমরা কোথা যাই?"

উচ্ছ্বসিত কৌতুক-ভরে সহসা হাসিয়া ফেলিয়া, মণিরুদ্দীন সপরিহাসে বলিলেন "নাঃ! সহধর্ম্ম ব্রত পালনে, এমন নিখুঁত চরমোৎকর্ষতা লাভ,— এ রকমটি আর কোথাও দেখ্তে পাই নি! বড় সৌভাগ্যের দিন আজ আমার, বাস্তবিকই!—আমার আন্তরিক-আনন্দ-অভিনন্দন জানাচ্ছি, তবে—"

বাকী কথায় বাধা দিয়া সোফিয়া শশব্যস্তে বলিল "শুন্লে, শুন্লে! আমরা এবার কোথা যাই, জিজ্ঞাসা মাত্রেই অমি—'সৌভাগ্যের দিন' এসে পড়্ল, আন্তরিক-আনন্দ উচ্ছ্বাসের ফোয়ারা খুলে গেল! তার মানে হচ্ছে, "এই আপদ বালাই দুটো বিদেয় হলেই এখন আমরা বাঁচি, নয়?"

অম্লান বদনেই, গম্ভীর প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া, সোফিয়া অসঙ্কোচে একবার দেবরের দিকে চাহিল, একবার ভগিনীর দিকে চাহিল!

চকিত নেত্রে মণিরুদ্দীন চাহিয়া দেখিলেন,—অধোবদনে নিরুত্তর বেগম এবার অত্যন্তই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে!—কুণ্ঠিত হইয়া, মাথা নীচু করিয়া টেবিলের নীচের অন্ধকারে কি যেন একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে করিতে,—অপ্রতিভ হাস্যে ক্ষুণ্ণ অনুযোগের স্বরে তিনি বলিলেন "আপনার সঙ্গে কথা বলা বিষম বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে দেখ্ছি! আচ্ছা,—গালাগালি

শূলোশূলি যা বর্ষণ কর্‌বার ইচ্ছে আছে, আমার একার ঘাড়েই সেগুলি দয়া করে বর্ষণ করুন-না! নিরপরাধ মানুষদের নামশুদ্ধ তাতে জড়াচ্ছেন কেন? এটা বড় অবিচার হচ্ছে।"

সোফিয়া সে কথার কোন জবাব দেওয়ার আবশ্যকতা বোধ করিল না,—সম্ভবতঃ কোন জবাব মনেই পড়িল না!—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেবরের দৃষ্টি লক্ষ্যে চাহিয়া, ক্ষণেক নীরব থাকিয়া—হঠাৎ বলিল "অত মুগ্ধ দৃষ্টিতে টেবিলের নীচে কি দেখ্‌ছেন? বেগমের জুতো যোড়াটা?"—

কথা বলিতে বলিতেই, সে চকিতে ঝুঁকিয়া পড়িল,—বেগম কিছু বুঝিবার আগেই অতর্কিতে তাহার পা হইতে সোণালী চুম্‌কির কাজ করা লাল মখমলের চটি যোড়াটি খুলিয়া লইল। কাহাকেও কিছু ভাবিবার চিন্তিবার লেশমাত্র অবসর না দিয়া, টেবিলে,—সোজা মণিরুদ্দীনের সামনে, —বিনা দ্বিধায় স্থাপন করিল। সপ্রতিভ-গাম্ভীর্য্যে বলিল "এই নিন্, এবার মনের সাধে—আশ মিটিয়ে দেখুন! দিব্যি লাল টুক্‌টুক্, না?"

মণিরুদ্দীন অবাক্! আবু সাহেব সুপ্রচুর কৌতুকোচ্ছ্বাসে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন!—এবং তদ্দণ্ডেই বেগমের নিঃশেষে ধৈর্য্য লোপ! অধীর ভাবে উঠিয়া, টেবিলের উপর হইতে জুতা তুলিয়া লইবার জন্য, বেগম ঝুঁকিয়া হাত বাড়াইল! কিন্তু মুহূর্ত্তে সতর্ক সোফিয়া ও তাহার সুযোগ্য সহধর্ম্মীটির চারখানা হাত—অকস্মাৎ অগ্রসর হইয়া,—এক যোড়া আগলাইল জুতাকে, আর এক যোড়া আটকাইল, বেগমকে! সঙ্গে সঙ্গে সেই 'মাণিক যোড়' দুটির সুকোমল ওষ্ঠচ্যুত হইয়া এমন কতকগুলি মনোরম-সুন্দর 'মধুর বচন' ঝরিয়া পড়িল,—যার প্রচণ্ড পীড়নে, তরুণ কুমার কুমারী দুইটির কর্ণমূল সদ্যঃ লাল হইয়া উঠিল!

অবাক্

সহসা মণিরুদ্দীন এক অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিলেন।—অসঙ্কোচ-স্থির দৃষ্টিতে, একবার সকলের মুখের দিকে চাহিলেন,—কোন কথাটি না বলিয়া,—হঠাৎ স্বহস্তে জুতা যোড়াটি তুলিয়া লইয়া, টেবিলের নীচে বেগমের পায়ের কাছে পৌছাইয়া দিলেন। তারপর সোজা হইয়া বসিয়া, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বেগমের দিকে চাহিয়া, শান্ত ধীর স্বরে বলিলেন "নিন্, জুতো পরুন,—কিছু মনে কর্‌বেন না। এঁরা বড় উত্যক্ত করছেন,—আমার বে-আদবী মাফ্ করবেন্, এবার আপনার পক্ষ নিয়ে,—এঁদের 'চ্যালেঞ্জ' করতে বাধ্য হলুম! ক্ষমা কর্‌বেন আমায়।"

স্তম্ভিত নির্ব্বাক বেগম, নিজের অজ্ঞাতেই প্রীতি-মুগ্ধ—প্রসন্নোজ্জ্বল দৃষ্টি তুলিয়া, একবার লোকটির দিকে চাহিল! কোন কৃতজ্ঞ-ধন্যবাদের বাণী তাহার রসনায় সরিল না—শুধু গভীর শ্রদ্ধাভরে মাথা ঝুঁকাইয়া—লোকটির অসাধারণ-সৌজন্যশীলতার উদ্দেশে, নীরব-অভিবাদন জানাইয়া, বসিয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তে, 'মাণিক-জোড়' যুগলের দুই যোড়া হাত ঘুরিয়া গিয়া, নিজের নিজের দুই গালে সশব্দে আছড়াইয়া পড়িল! যুগপৎ যুগ্ম কণ্ঠে উচ্চারিত হইল,—"অ—বা—ক্!"

কুমারী তখন মুহ্যমানা! কুমারটি তখন স্তব্ধ-গম্ভীর!

১৬

সাত দিন পরের কথা।

সহপাঠিনী বন্ধুর দল, হুড় মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া, তুমুল উল্লাস কোলাহলে চারিদিক মুখরিত করিয়া,—সমস্বরে প্রশ্ন করিল—"করলে কি বেগম সাহেবা? পাকা ঘুঁটি সত্যি সত্যিই কাঁচ্‌লে?"

এক পাশে সদ্যঃ-বিবাহিতা জোহ্‌রাকে অন্যপাশে তাহার 'এক দশা' শোভনাকে লইয়া, ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া,—সুনীতি হাসিমুখে বলিল "আজকের আসরে,—'হক্‌ কথা ঠক্‌ করে' বলে দিয়ে, "পাজীর-পা-ঝাড়া" নামক সুন্দর উপাধিতে বিভূষিত হয়ে ওঠ্‌বার দিন আমার! কি হোল, বেগম সাহেবা? আমার সেই 'সুদূরের পিয়াসীর মাঝপথে গলাটিপুনী' খাওয়ার অভিশাপটা হাতে হাতেই ফল্‌ল? সত্যি সত্যিই 'শাঁপে বর' হোল!"

সকলের হাত ধরিয়া আসনে বসাইতে বসাইতে বেগম সলজ্জ দৃষ্টি তুলিয়া স্মিত-হাস্য-সুন্দর মুখে উত্তর দিল,—"তোমার মত ষ্টুপীডের অভিশাপ! সেত ফলবেই আশী.....আশীর্ব্বাদের আকারে!......কিন্তু তোমরা এত তাড়াতাড়ি খবরটা পেলে কার কাছে?"

সকলের পিছনে,—ভিড়ের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া অদৃশ্য ভাবে দণ্ডায়মান সোফিয়া,—ত্রস্তে মুখ বাড়াইয়া সাফাই গাহিল "আমি কিন্তু কাউকে কিছু বলি নি।"

প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বেগম বলিল “সে আমি পূর্ব্বাহ্নেই আন্দাজ কর্‌তে পেরেছি, আর বৃথা কৈফিয়ৎ দিয়ে কষ্ট পেতে হবে না।”

সুনীতি আসন গ্রহণ করিয়া আবার বক্তৃতা সুরু করিল,—“তাতো হোল! কিন্তু তুমি বেগম সাহেবা,—কোন বিচারে, এমন অন্যায় অবিচার করে, সোফিয়া-দি’কে বাদ্‌শাই থেকে খারিজ্‌ করলে, তার কৈফিয়ৎ দাও তো, আগে শুনি।”

সহাস্যে বেগম বলিল “আমি কিছুমাত্র অবিচার করিনি! সে কসুরের জন্যে সোফি নিজেই সর্ব্বতোভাবে দায়ী,—ওকেই জিজ্ঞাসা কর। আমি ত বাদশা করলুম! কিন্তু ওর বরাতে সইল কই?”

বিপুল বিস্ময়ে, ভ্রূ চক্ষু কপালে তুলিয়া ব্যগ্র আপত্তির ঝঙ্কার হানিয়া সোফিয়া বলিল “তা তো বল্‌বেই! এখন সবই দাদার ওপর বরাৎ!...... বলি তোমাদের দুই মূর্ত্তির সেই,—‘সাংঘাতিক মতের মিলনটা’ যে এক সঙ্গে হঠাৎ মোড় ঘুরে গিয়ে,—আমাদের সবাইকে ‘অবাক্’ বানিয়ে এমন বিস্‌মিল্লায় গলদ্‌ করে বস্‌ল,—এর জন্যে দায়ী কে?”

স্মিত-মধুর হাস্য-রঞ্জিত মুখে বেগম এবার—সম্পূর্ণ নিরুত্তর!

সুনীতি হতাশ ভাবে খুব একটা জোর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের স্বরে বলিল “হায়! সৃষ্টি কর্ত্তার সৃষ্টির মধ্যে এত দিন তবু একটা বৈচিত্র্য বজায় ছিল,—বেগম বিয়ের দিকে এগিয়ে আজ সেটাও লোপ করে দিলে! কি পরিতাপ!”

বেগম উত্তর দিল “ভুল কর্‌ছ বন্ধু! বৈচিত্র্য লোপ করি নি,—বৈচিত্র্যটাকে শোভা এবং সামর্থ্যের সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করবার দিকেই

এগিয়ে দিলুম। আমার এই ক্ষুদে-গুরুজন সোফিয়া বিবির নির্দ্দেশ মত,—আনন্দ উৎসবের পর্ব্বটা শেষ করেই আমি আবার,—আমার সেই পুরোনো ছাত্রী জীবনেই ফিরে চলব—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সোফিয়া বলিল,—"এবং দ্বিতীয় প্রাণীটি আমেরিকার ক্ষেত-খামারের খবর নিতে সাগর পারে,—অনেক হাজার মাইল তফাতের দিকে চল্‌বেন!—বুঝ্‌লে ভাই, ওরা কি কম ধড়িবাজ ফাঁসুড়ে!—এখন কেবল ধাপ্পা দিয়ে, গুরুজনদের খুশী কর্‌বার দিক্‌টা বজায় রাখ্‌চে মাত্র,—নইলে আসলে ওদের 'মতের মিল'টা তালে-ঠিক আছে!—সাধে বলি 'অবাক্?' "

দলের একপ্রান্ত হইতে,—অসহিষ্ণু কণ্ঠে সুষমা সুন্দরী বলিয়া উঠিলেন "তা হলে ফুল-শয্যার আমোদ......?"

প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া, বেগম সহাস্যে উত্তর দিল,—"সে পবিত্র-কর্ত্তব্যটা,—অসময়ে, অনাচার-বিধ্বস্ত 'বাঁদ্‌রামো'য় পরিণত কর্‌বার দিকে উৎসাহ নেই।—শিক্ষার তপস্যা শেষে, যোগ্য গৃহী-জীবনের অঙ্কে তার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে—চটো-না লক্ষ্মি, থামো!"

"মঙ্গল হোক্!"—উৎফুল্ল হাস্য-সুন্দর মুখে সুনীতি বলিল "ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন। আমরা এখন তোমাদের,—"দু'জনার বলে সবল দুজন, জীবনের কায সাধিও নীরবে" বলে আশীর্ব্বাদ করে, একটু খুশীর কোলাহল সৃষ্টি করি! সুষমা, তুই বাজনায় বোস্, আমরা সকলে মিলে গান সুরু করি।"

* * * *

বারো বৎসর পরের কথা।

অবাক্

যথাসময়ে শিক্ষা শেষ করিয়া মণিরুদ্দীন দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারীতে বিপুল আয়োজনে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সুরু হইয়া গিয়াছে। শ্রমজীবীদের উন্নতির জন্য তিনি বহুল প্রচেষ্টায় নানাবিধ সদনুষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। জমিদারীর সর্ব্বসাধারণের, এই কয় বৎসরে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি এবং মঙ্গলজনক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

বেগম বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করিয়া,—ধাত্রী বিদ্যা শিখিয়া, এখন কর্ম্ম-জীবনে ঢুকিয়াছে। স্বামীর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত শিক্ষা-মন্দির এবং দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির তত্ত্বাবধান ব্যাপারের সঙ্গে, এখন তাহার ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ-যোগ স্থাপিত হইয়াছে। সে এখন দুইটি সন্তানের জননী। বড় ছেলেটি এখন ছয় বছরের, ছোটটি মাস ছয়ের।

সেদিন সকালে বেগম নিজের পুস্তকাগারে টেবিলের কাছে বসিয়া একমনে কি একটা হিসাব মিলাইতেছিল। নিকটেই দোল্‌নায় ছোট ছেলেটি ঘুমাইতেছিল। লিখিতে লিখিতেই কলম হাতে করিয়াই—বেগম মাঝে মাঝে দোল্‌নায় দোল্ দিতেছিল। প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া,—গৃহের কাজ কর্ম্মের তদারক করিয়াও আসিতেছিল।

সুদীর্ঘ হিসাব মিলাইতে মিলাইতে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়া গেল। মণিরুদ্দীন বাহিরের কাজ সারিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। নিঃশব্দে দোল্‌নার কাছে আসিয়া, ঘুমন্ত শিশুর দিকে স্নেহময় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "এ ভদ্রলোক বেশ অগাধে ঘুমুচ্ছে ত?"

বেগম মাথা তুলিয়া চাহিল, মুহূর্ত্তে কলম রাখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুগম্ভীর মুখে বলিল "ও ভদ্রলোক জানে যে আমার মায়ের কাজ রয়েছে, অসময়ে উঠে চেঁচামেচি করা অন্যায় হবে, তাই ঘুমুচ্ছে!

এখন তুমি এস দেখি, স্কুলের এই হিসেবটা, শেষ করে দাও। আর তো আমার মাথায় ঢুকছে না।"

"ও মাথায় হিসেব ঢুকেছে না! আশ্চর্য্য! হিসেবকে তা হলে বাহাদুর বল্‌তে হবে! কৈ দেখি?—" মণিরুদ্দীন চেয়ারটা টানিয়া লইয়া হিসাব দেখিতে বসিলেন।

ছেলের দোল্‌নায় জোরে একটা দোল দিয়া, বেগম কি একটা কাম দেখিয়া আসিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিল। শেল্‌ফের তাকে কয়েকখানা বই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়া ছিল, নিঃশব্দে সেগুলিকে গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।

কাম করিতে করিতে—কি একটা কথা মনে পড়ায় মণিরুদ্দীন মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন "শোন, আজবকে আজ একটু কড়া করেই ধম্‌কে দিও ত। ছোক্‌রা বড় বদমাইস্ হয়েছে। পড়্‌তে পড়্‌তে—পড়ার মাঝখানেই, মাষ্টারের কাছ থেকে পনের মিনিটের ছুটি চেয়ে নিয়ে বাগানে ছুটোছুটি কর্‌তে চলে গেছে। আমি আসবার সময় দেখলুম,—মাষ্টারটি বই খাতা নিয়ে বাসর জাগিয়ে চুপ চাপ বসে আছেন।—"

ঈষৎ হাসিয়া বেগম বলিল "আর তুমি অম্নি নিশ্চিন্ত হয়ে সটান্ চলে এলে? কেন, সেইখানেই ছেলেটাকে ডেকে একটু শাসন করে আস্‌তে পার্‌লে না?"

"আহা, মাষ্টার যে আবার, খুশী হয়েই তাঁর ছাত্রকে খেলে আস্‌বার জন্যেই ছুটি দিয়েছেন বল্লেন! সে ছুটি আমি মেরে দিই কি করে বল? তবে এরকম ছুটি নেওয়া যে তার পক্ষে ভাল নয়, সেটা তাকে বুঝিয়ে, একটু বলে-করে দিও।"

অবাক

সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়া, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বেগম বলিল "কেন তুমিই নিজে 'একটু বলে-কয়ে' দাও-না,—একটু শাসন-ই কর-না একদিন! আমি একটু দেখি!"

অপ্রতিভ হাস্যে মণিরুদ্দীন বলিলেন "শাসন করব কি বল? যা দুর্দ্দান্ত ধড়িবাজ ছেলে! চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে গেলেই,—আগে আমায় হাসিয়ে দেবে! ওর বদমাইসির বহর দেখলে আমি কিছুতেই হাসি সামলাতে পারি নে।—তোমায় ত বরং খাতির করে চলে!"

"যেমন দেখে!......নাও, নাও, হিসাবটা শীগ্রী শেষ করে ফেল, নাওয়া খাওয়ার সময় ক্রমেই এগিয়ে আস্‌ছে!—"

মণিরুদ্দীন আবার হিসাবে মন দিলেন। দুমিনিট পরেই,—সহসা বাহিরে, ব্যগ্র উৎসাহিত শিশুকণ্ঠের আহ্বান ধ্বনিত হইল,—"আম্মা,—ঘরে আছ?"

মণিরুদ্দীন লিখিতে লিখিতে বলিলেন "ঐ! আগে জিজ্ঞেস্ কর, এতক্ষণ কোথায় ছিল, কি কর্‌ছিল, তার পর..."

বেগম গম্ভীর হইয়া বলিল "আছি আজব, এখানে এস।"

ছেলে বাহির হইতেই ত্রস্তে বলিল "না, না—ওখানে নয়। শীগ্‌গীর ছুরিখানা নিয়ে একবার এস তো আম্মা, একটা মস্ত সাপ ধরেছি! প্রকাণ্ড ল্যাজ! আমার গলা পর্য্যন্ত পৌঁছে গেছে!"

সবিস্ময়ে মণিরুদ্দীন বলিলেন "কি? সাপ? সাপ ধরা কি রে? কি সাপ?—" তিনি কলম হাতে করিয়াই,—দ্রুত চেয়ার ছাড়িয়া বারেণ্ডায় বাহির হইলেন। বেগম টেবিলের উপর হইতে পেন্সিল-বাড়িবার ছুরিখান তুলিয়া লইয়া, পিছনে বাহির হইল।

উভয়ে বাহিরে আসিয়া, স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন,—এক প্রকাণ্ড গোখুরা সাপের মুখে রুমাল জড়াইয়া,—নির্ভীক শিশু স্বচ্ছন্দে সাপের মুখটা সবলে ডানহাতে মুঠাইয়া ধরিয়াছে। নিরুপায় সর্প তাহার কোটের হাতটা শুদ্ধ সমস্ত হাতখানা ল্যাজের পাকে জড়াইয়া,—কোটের কলারের উপর ল্যাজ সাপ্টা হানিয়া গলাটা জড়াইয়া লইবার ব্যর্থ চেষ্টায় উপর্য্যুপরি অধীরতা জানাইতেছে! অসম সাহসী বালক, অম্লান বদনে মুঠা দুলাইয়া, বারেণ্ডায় জুতা ঠুকিয়া ধেই ধেই নৃত্য করিতেছে!

উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল মণিরুদ্দীন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "করেছিস কি রে হতভাগা, ছাড়্ ছাড়্!—"

"উহুঁ"—বলিয়াই বেগম ত্রস্তে আগাইয়া গেল। ছেলের সবল মুঠা,—কঠিন চাপে মুঠাইয়া ধরিল। দাঁতে ধরিয়া ছুরির ফলা খুলিয়া, স্বামীর হাতে দিয়া বলিল "ল্যাজের দিক থেকে বরাবর প্যাঁচ্ কেটে কেটে এস। ওকে এখন কিছু বোলো না, ভয় পাবার সময় এ নয়। ধরে যখন ফেলেছে, তখন, ছাড়্বার চেষ্টা—আর চল্বে না!—কেটে ফেল।—"

কলম ফেলিয়া, উত্তেজনারক্ত মুখে দ্রুত স্পন্দিত বক্ষে মণিরুদ্দীন নিরুত্তরে ক্ষিপ্রহস্তে দ্রুত ছুরি চালাইলেন। টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া প্যাচগুলি কাটিয়া ফেলিতে লাগিলেন। অধীর গর্জ্জনে সাপটা হাতে প্রচণ্ড মোচড় দিয়া, মুখ খুলিয়া লইবার জন্য সবলে চেষ্টা করিতে লাগিল। মণিরুদ্দীনের হাত কাঁপিতে লাগিল,—আতঙ্ক-উদ্বেগে অধীর ওষ্ঠ সবলে দাঁতে চাপিয়া তিনি ছুরি চালাইতে লাগিলেন। বালক বীর এতক্ষণের পর মনে মনে কিঞ্চিৎ শঙ্কা অনুভব করিলেন।—মাতার প্রস্তর-কঠিন স্তব্ধ-নির্ব্বাক্ মুখের দিকে চাহিয়া—হাসি-হাসি মুখখানি ঈষৎ দোলাইয়া শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন

"সাপটার গায়ে কিন্তু,—খুব—খু—উ—ব বেশী জোর নেই,—না—আম্মা?"

"হুঁ, জোরে মুঠো ধর,—আরো জোরে।"—মাতার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত নীরস।

মণিবন্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত প্যাঁচ্ কাটা হইল।—গুটাইবার চেষ্টায়, মুঠোর মধ্যে সাপটা তখনো অধীর আস্ফালনে, রুদ্ধ গর্জ্জনে ফুঁসিতেছে! বেগম উঠানের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া উৎসাহসূচক কণ্ঠে বলিল "এবার জোরে,—দূরে ছুড়ে ফেল, রুমাল সমেত!"

হাতের বাঁধন খোলা পাইয়া শিশুর তখন স্ফূর্ত্তির সীমা নাই। নিমেষে রুমাল জড়ানো সর্পমুণ্ডটা খেলিবার 'বলে'র মতই,—সবলে উঠানে ছুড়িয়া দিল! আছড়াইয়া পড়িয়া রুমালের ভিতর মুণ্ডটা ধড়ফড়্ করিয়া লাফাইতে লাগিল। শিশুর ইচ্ছা হইল, মুক্ত চীৎকারে,—খুশীর উচ্ছ্বাসে জোর-করতালি পিটিয়া, মুণ্ডটার সঙ্গে সঙ্গে সেও তালে তালে খানিক নাচিয়া লয়,—অথবা ছুটিয়া গিয়া মুণ্ডটার উপর জুতা চাপাইয়া দিয়া, আর একটু নিরাপদ-বীরত্ব প্রকাশ করে! কিন্তু সেই সময় মাকে ক্লান্ত ভাবে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া,—এবং পিতাকে রোষকষায়িত লোচনে স্তব্ধ-গম্ভীর-মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া,—সে সদিচ্ছাগুলা পালন করিবার চেষ্টা দূরে থাক, ঘাড় তুলিয়া চাহিতেই বেচারার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই মুণ্ডটা অবসন্ন ভাবে রুমাল সমেত কাৎ হইয়া পড়িল। সাপের রক্ত-মাখা কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে, মিটি-মিটি চক্ষে মা'র দিকে চাহিয়া গুণ্ গুণ্ স্বরের অনুকরণে মৃদুগুঞ্জনে বালক বীর বলিলেন, "আমি এবার মাষ্টারের কাছে পড়্তে যাচ্ছি।"—সঙ্গে সঙ্গে গুটি গুটি চরণে ভদ্র সুন্দর চালে প্রস্থানোপক্রম!—

অবাক্

পিতা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "এই রাস্কেল, দাঁড়া!—ওই প্রকাণ্ড গোখ্‌রো তুই কি করে ধর্‌লি ?—"

বালক, মার মুখের দিকে বক্র কটাক্ষে একবার চাহিল,—এক নিঃশ্বাসে দ্রুতস্বরে খোলসা উত্তর দান করিল,—"আমি বাগানে ছুটোছুটি কর্‌তে কর্‌তে আচম্‌কা সাপটার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়েছিলুম, আমায় দেখেই ভয় পেয়ে,—ওরা সহজেই ভয় পায়,—আর বড্ড বোকা কি না ?—ফোঁস্ করে ফণা তুলেছে। আমিও অম্নি সামনে রুমালটা ফেলে দিয়ে,—সাপটা রুমালে ছোবল্ দিতে না দিতেই—চোখে এক মুঠো ধুলো ছড়িয়ে দিলুম। তার পরই ওর ঘাড়ে জুতো চাপিয়ে দিয়ে, রুমালশুদ্ধ মুখটা মুঠিয়ে ধরলুম।"

বালক চুপ করিল। শ্রান্ত হাস্যে বেগম বলিল "তার পর—সাপটা যখন হাতে প্যাঁচ লাগাচ্ছিল, তখন খোশ খেয়ালে ধেই ধেই করে এক চোট্ নেচে নিয়েছিলুম, তা বল ?"

সবিস্ময়ে বালক বলিল, "তুমি কি করে জান্‌লে বল দেখি ?"—তার পর পিতার দিকে চাহিয়া হাসি মুখে সবিনয়ে বলিল "তুমি,—তুমি কিন্তু সাপ ধর্‌তে পারো না, আব্বা! তুমি কেবল—ভয় পাও!"

নির্ব্বাক্-স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বেগম হাসিল। ছেলের দিকে চোখ ফিরাইয়া সকোপে বলিল "যাও এবার তোমার দাদির কাছে, তিনি তোমায় 'কুট্টে' ফেল্‌বেন্ আজ! দস্যি ছেলে,—হেলে সাপ ধরিস্ ধরিস্,—গোখ্‌রো কেউটে সাপ নিয়ে খেলা কি রে? আচ্ছা যাও, আগে তোমার মাষ্টারকে ছুটি দিয়ে এস। সাপের রক্ত মেখে ধিঙ্গি হয়েছ, এখন আগে গোসল-খানায় যেতে হবে, বলে এস।—"

বালক একলাফে সিঁড়ি কয়টা ডিঙাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুত পলাইল।—

অবাক্

ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ে মণিরুদ্দীন বলিলেন "উঃ! কি ভয়ানক ছেলে বল দেখি! বুকে একটু ভয় ডর নেই, স্বচ্ছন্দে অতবড় সাপটাকে মুঠিয়ে ধরে এনেছে! যদি এতটুকু মুঠো ঢিলে দিত........."

বেগম উঠিয়া দাঁড়াইল। স্নিগ্ধ-কোমল বিদ্রূপ-সুন্দর হাস্যে, মাথা দুলাইয়া বলিল "চট্‌ছ কেন? সিংহিনীর সন্তান সিংহ-ই হবে! শৃগাল হওয়াটা ওর কুষ্ঠিতেই লেখে নাই,—ওর জন্যে তোমার আফ্‌শোস করা মিথ্যে! এখন ঠাণ্ডা হয়ে, হাত ধোবে চল।"

একদৃষ্টে বেগমের মুখের দিকে চাহিয়া, ক্ষণেক নির্ব্বাক্ থাকিয়া, হঠাৎ মণিরুদ্দীন উচ্চ উচ্ছ্বাসে হাসিয়া ফেলিলেন! বলিলেন "ভাবী সাহেবার কথা আমার্ মনে পড়্‌ছে! তোমার কাণ্ড দেখে আজ আমারো মুক্ত কণ্ঠে বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে,—'অবাক্।'

সবিনয়ে বেগম বলিল "তথাস্তু! অনেক ধন্যবাদ!—এখন ঠাণ্ডা হও, ঢের কাজ পড়ে রয়েছে।"

সমাপ্ত